সেবা প্রকাশনী

বড়দের জন্য

সিডনি শেলডনের

দুই নারী

রূপান্তর: মাসুদ মাহমুদ

একখণ্ডে সমাপ্ত প্রাপ্তবয়স্কদের রোমাঞ্চোপন্যাস

দুই নারী

সিডনি শেলডন

রূপান্তরঃ

মাসুদ মাহমুদ

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সেবা প্রকাশনী

দুই নারী

নোয়েল

মার্সেই—প্যারিস : ১৯১৯—১৯৩৯

সে জন্মেছিলই রাজকন্যা হয়ে।

প্যারাম্বুলেটরে করে বাবা তাকে নিয়ে যান বাগানে, ছোট্ট হাত বাড়িয়ে ফুল স্পর্শ করে সে, আর বাবা বলতে থাকেন আপন মনে, 'ফুলগুলো সুন্দর, কিন্তু আমার রাজকন্যা যে-কোনও ফুলের চেয়ে বেশি সুন্দর।'

কাঁধের ওপরে বসিয়ে বাবা তাকে নিয়ে যান জানালার কাছে, দূরের উঁচু অট্টালিকাগুলো দেখিয়ে বলেন, 'রাজকন্যা, এটা তোমার রাজত্ব।' সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলোর দিকে চোখ ফিরিয়ে বলেন, 'ওই যে জাহাজগুলো দেখছ, ওগুলো একদিন তোমার আদেশের অপেক্ষা করবে।'

মাঝে মাঝে ফিসফিস করে বাবা বলেন তার কানে কানে, 'দেখবে, একদিন তোমার কাছে আসবে সুদর্শন এক রাজকুমার।'

এভাবে স্বপ্নের ভেতর কেটে যাচ্ছিল তার দিন।

পাঁচ বছর বয়সে সে প্রথম উপলব্ধি করল, সাধারণ এক জেলের মেয়ে সে। সেই সুরম্য প্রাসাদগুলো আসলে মাছের গুদাম, আর মাছ ধরার পুরানো কিছু জাহাজ নিয়েই তার নৌবাহিনী।

এই ছিল নোয়েল পাজ-এর রাজত্ব।

নিজের মেয়ের অবিশ্বাস্য সৌন্দর্যের রহস্যটা ঠিক বুঝতে পারেন না নোয়েলের বাবা। তিনি নিজে খর্বাকৃতি এবং কুৎসিত চেহারার। ভেজা বালি-রঙের চুল তার। আর নোয়েলের মা ঝুলে-পড়া স্তন, থলথলে উরু এবং মাংসল পশ্চাদ্দেশ সর্বস্ব এক মহিলা। একেক সময় মনে হয় তাঁর, স্বর্ণকেশী নোয়েল আসলে তাঁদের কন্যা নয়। এটা প্রকৃতির ভুল। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নোয়েলের রূপ ক্রমশ মিইয়ে যাবে এবং পরিণত হবে সে সাধারণ মেয়েতে। কিন্তু তাঁর ধারণাকে মিথ্যে প্রমাণ করে দিন দিন ফুটে উঠতে লাগল তার অসহনীয় সৌন্দর্য।

নোয়েলের মা অবশ্য তাঁদের পরিবারে স্বর্ণকেশী সুন্দরীর আবির্ভাবে বিস্মিত

BanglaBook.org

হননি মোটেও। নোয়েলের জন্মের মাস দশেক আগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল নরওয়ের এক নাবিকের সঙ্গে। স্বামী জ্যাকস পাজ্-এর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ব্যস্ত পনেরোটা মিনিট তিনি কাটিয়েছিলেন সোনালি চুলের অতি সুপুরুষ সেই নাবিকটির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে।

আর তাই নোয়েল জন্ম নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়েছিলেন নোয়েলের মা। সন্ত্রস্ত হয়ে তিনি অপেক্ষা করতেন, জ্যাকস কখন নোয়েলের দিকে সন্দেহের আঙুল তুলে তাঁর কাছে দাবি করবেন তার আসল পিতার পরিচয়। কিন্তু এক ধরনের অহমিকাবোধের প্রবল স্পৃহাই, বোধ হয়, তাঁকে এই ধারণা দিয়েছে যে, নোয়েল তাঁরই মেয়ে। প্রায়ই তিনি বলেন বন্ধুদের, 'দেখো, ঠিক আমার আদল পেয়েছে সে।'

তাঁর কথায় সায় দেন নোয়েলের মা। এত বোকা পুরুষ জাতটা!

শৈশবে সৌন্দর্যের যে-প্রতিশ্রুতি ছিল নোয়েলের শরীরে, তা পূর্ণ হয়ে উঠল সতেরো বছর বয়সে। সুন্দর, নিটোল মুখাবয়ব, উজ্জ্বল বেগুনি চোখ, ছাই রঙের আভা মেশানো সোনালি চুল এবং নিখুঁত গঠনের শরীরসহ সে তখন অনেক পরিণত, আকর্ষণীয়।

নোয়েলের ক্রমবর্ধমান সৌন্দর্যের ব্যাপারে খুব সজাগ তার বাবা। বস্তুত তাঁর চিন্তা-ভাবনা একটু অন্যরকম। পুরুষরা নোয়েলের প্রতি আকৃষ্ট—এই সত্যটিই যথেষ্ট তাঁর জন্য। তিনি বা তাঁর স্ত্রী সেক্স বিষয়ে নোয়েলের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা করেননি কখনও; তবু তিনি নিশ্চিত জানেন, কুমারিত্ব নামের মেয়েদের অতি নগণ্য মূলধনটুকু নোয়েল হারায়নি তখনও। তাঁর ধূর্ত মন মেয়ের সৌন্দর্যকে পুঁজি করার পদ্ধতি অনুসন্ধান করতে শুরু করল—যার লভ্যাংশ ভোগ করবেন তিনি এবং নোয়েল। হাজার হলেও নোয়েলের জন্মদাতা তিনি, তিনিই তাকে লালন-পালন করেছেন। নোয়েল তাই ঋণী তাঁর কাছে এবং এখন ঋণ পরিশোধ করার সময় তার।

কোন ধনী লোকের সঙ্গে নোয়েলের বিয়ে দিতে পারলে ব্যাপারটা সহজ হতে পারত। কিন্তু সাধারণ একজন লোকের পক্ষে এই সময়ে সচ্ছলভাবে বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন। নাৎসীবাহিনী তখন অনায়াসে অস্ট্রিয়া দখল করে হতবাক করে দিয়েছে গোটা ইয়োরোপকে। মাস কয়েকের ব্যবধানে স্লাভাকিয়াও দখল করে ফেলল তারা। দেশ বিজয়ে আর ইচ্ছুক নয় বলে হিটলার

BanglaBook.org

আশ্বাসবাণী দিলেও চারদিকে বড়সড় একটা যুদ্ধের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে।

এইসব ঘটনার মারাত্মক প্রভাব হলো ফ্রান্সে। দোকানপাট এবং বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতি, জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম। এদিকে সরকার প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। নোয়েলের বাবা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন—অচিরে হয়তো সমুদ্রে মাছ ধরাও বন্ধ হয়ে যাবে। ভবিষ্যতের সেই অনাগত সমস্যা ব্যতিব্যস্ত করে তুলল তাঁকে। নোয়েলের উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পেলেই সমাধান হয়ে যায় যাবতীয় সমস্যার। কিন্তু চাইলেই কি হয়? কোনও ধনী লোকের সঙ্গেই পরিচয় নেই তাঁর।

ক্লাসের মেধাবী ছাত্রী নোয়েল, কিন্তু স্কুলের রুটিনবাঁধা একঘেয়েমি বিরক্ত করে তুলল তাকে। একদিন সে বাবাকে গিয়ে বলল, সে কোথাও কাজ করতে চায়, পড়াশোনা করতে ভাল লাগছে না তার। জ্যাকস পাজের সমস্যার অর্ধেক সমাধান নোয়েলের কথাতেই হয়ে গেছে। তিনি নীরবে, কুটিলভাবে যাচাই করেছিলেন মেয়ের কথার যথার্থতা।

'কী ধরনের কাজ?' জানতে চাইলেন তিনি।

'ঠিক জানি না,' নোয়েল উত্তর দিল। 'তবে, বাবা, কোথাও মডেল হিসেবে কাজ করতে পারব বলে মনে হয়।'

মাথা নাড়লেন জ্যাকস পাজ। খুব সহজেই মিটে যাচ্ছে তাঁর সমস্যা।

পরদিন মার্সেই শহরের সবচেয়ে অভিজাত কাপড়ের দোকান বোঁ মারশে-তে ঢুঁ দিলেন জ্যাকস পাজ। দোকানের মালিক অগিস্ত লাঁশঁ। পঞ্চাশোর্ধ্ব কুৎসিতদর্শন টাকওয়ালা লোক, লোভী চাউনি দু'চোখে।

কিম্ভূত পোশাকে এক আগন্তুককে দোকানে ঢুকতে দেখে তিনি বিরক্তির সঙ্গে কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করতে পারি আপনার জন্য?'

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে পুরুষ্ট তর্জনী লাঁশঁর বুকে ঠেকিয়ে জ্যাকস পাজ বললেন, 'কথাটা ঠিক বলা হলো না। আমিই বরং আপনার জন্য কিছু করতে চাই। আমার মেয়ে আপনার দোকানে মডেল হিসেবে কাজ করবে।'

আগন্তুকের কথার ধরন পছন্দ হলো না তাঁর।

'কাল সকাল ন'টায় সে এখানে হাজির হবে,' জ্যাকস জানিয়ে দিলেন।

'কিন্তু আমি ঠিক বলতে...'

BanglaBook.org

জ্যাকস ততক্ষণে দোকান থেকে বেরিয়ে গেছেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘটনাটা সম্পূর্ণ মুছে গেল লাঁশঁর মন থেকে। কিন্তু পরদিন সকাল ন'টায় গতকালের আগন্তুককে দোকানে ঢুকতে দেখে মেজাজ খারাপ হয়ে গেল তাঁর। লোকটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়ার জন্যে ম্যানেজারকে ডাকতে গিয়েও থেমে গেলেন। তিনি আগন্তুকের পেছনে নোয়েলকে দেখতে পেয়েছেন। আগন্তুক এবং তাঁর কল্পনাতীত সুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়াল তাঁর কাছে।

'এটা আমার মেয়ে,' আগন্তুক জানাল, 'মডেল হিসেবে কাজ করতে চায়।'

'গুড মর্নিং, মঁসিয়ে,' হেসে সম্ভাষণ জানাল নোয়েল। 'বাবা বলছিলেন, আপনার এখানে আমার জন্য একটা চাকরি আছে।'

নিজের অজান্তেই লাঁশঁ বলে ফেললেন, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমার জন্য একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

নোয়েলের দিকে তাকিয়ে তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না নিজের চোখকেও। কল্পনায় নোয়েলের কচি শরীরকে নগ্ন করে ফেলেছেন ইতোমধ্যে।

'আমাকে এখন যেতে হবে,' বললেন জ্যাকস পাজ। 'আশা করছি আপনাদের সম্পর্ক সহজ হয়ে উঠবে।' এর পর তিনি লাঁশঁর ঘাড়ে থাবা দিয়ে চোখ টিপে এমন ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ হতে পারে দশ রকম।

জ্যাকসের ইঙ্গিতের অর্থ বুঝতে কষ্ট হলো না তাঁর।

কয়েক সপ্তাহ পেরুতেই নোয়েল অনুভব করল, সম্পূর্ণ নতুন এক জগতে এসে পড়েছে সে। নাক থেকে দূরে সরে গেছে মাছের আঁশটে গন্ধ। সবটুকুই বাবার কৃতিত্ব। বাবা সপ্তাহে দু'তিনবার আসেন দোকানে, লাঁশঁর সাথে বসে বিয়ার অথবা কনিয়াক টেনে গুজুর গুজুর গল্প করেন অনেকক্ষণ ধরে।

প্রথম প্রথম লাঁশঁকে সহ্য করতে পারত না নোয়েল। কিন্তু তার প্রতি লোকটার ব্যবহার সতর্ক এবং বিচক্ষণ। দোকানের অন্য এক কর্মচারিণীর কাছে শুনেছে—লাঁশঁর স্ত্রী একবার স্টকরুমে এক মডেলের সঙ্গে অপ্রীতিকর অবস্থায় ধরে ফেলেছিলেন তাঁকে। নোয়েলও লক্ষ করেছে, যেখানেই যায় সে, তাকে অনুসরণ করে তাঁর লোভাতুর দৃষ্টি। কিন্তু তিনি সব সময় নম্র এবং ভদ্র ব্যবহার করেন তার সাথে। নোয়েলের ধারণা, লাঁশঁ ভয় পান তার বাবাকে।

এদিকে সবকিছুই যেন হঠাৎ ঝকঝকে তকতকে হয়ে উঠল নোয়েলের

BanglaBook.org

বাসায়। সে দেখল, পরিবেশ পাল্টে গেছে। মা-কে আর মারধোর করেন না বাবা, তাঁদের বিরামহীন ঝগড়াও থেমে গেছে, খাবার টেবিলের শোভা বাড়াতে শুরু করেছে কাবাব আর রোস্ট। রাতে খাবার শেষে বাবা দামী সুগন্ধী তামাক নতুন পাইপে ভরে টানেন। নিজের জন্যে চমৎকার একটা স্যুটও কিনেছেন ইতোমধ্যে।

ওদিকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে—নোয়েল তার বাবার বন্ধুদের আলাপ-আলোচনা থেকে এটা বুঝতে পারে। পরিবেশ ক্রমশ জীবনের প্রতি হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বাবার বন্ধুরা সবাই সতর্ক হয়ে উঠেছে, অথচ বাবাই কেবল উদাসীন এ-ব্যাপারে।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯। পোল্যাণ্ডে ঢুকে পড়ল হিটলারের বাহিনী। দু'দিন বাদে গ্রেট ব্রিটেন এবং ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করল জার্মানির বিরুদ্ধে।

ফ্রান্সের পথঘাট ভরে গেল ইউনিফর্ম-পরা লোকের ভিড়ে। সবাই জানে, অতটা ভয়ের কারণ ফ্রান্সের নেই। ম্যাজিনো লাইনে ফ্রান্সের একটা অনতিক্রমণীয় দুর্গ আছে, যা ফ্রান্সকে নিরাপদে রাখতে পারে হাজার বছর। এর পরেও সতর্কতার খাতিরে কারফিউ জারি করা হতে লাগল, চালু করা হলো রেশন পদ্ধতি।

এরমধ্যে একদিন রান্না ঘরে একটা ছেলের সঙ্গে চুমু খাওয়া অবস্থায় নোয়েল ধরা পড়ে গেল বাবার কাছে।

'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে,' বাবা চিৎকার করে বললেন ছেলেটাকে। 'আমার মেয়েকে ছোঁবার মত দুঃসাহস করো না, শুয়োরের বাচ্চা!'

মুহূর্তে পালিয়ে গেল ছেলেটা। নোয়েল তার বাবাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে খারাপ তেমন কিছুই করছিল না তারা। কিন্তু ওই সময়ে কোনও যুক্তি শোনার মানসিকতা তাঁর ছিল না।

'তোমাকে আমি এভাবে ভেস্তে যেতে দিতে পারি না,' গর্জন করে বললেন তিনি। 'ও একটা ভবঘুরে, আমার রাজকন্যাকে ছোঁয়ারও যোগ্য নয়।'

রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবল নোয়েল, কী ভালই না বাসেন তাকে বাবা! মনে মনে তাই প্রতিজ্ঞা করল, আর এমন কিছু সে করবে না, যা থেকে বাবা কষ্ট পেতে পারেন।

BanglaBook.org

*

একদিন সন্ধেবেলা দোকান বন্ধ হবার ঠিক আগে নোয়েল কাপড় পাল্টাচ্ছিল ড্রেসিং রুমে। দোকানে তখন লাঁশঁ আর তাঁর স্ত্রী, আর সবাই যে যার বাড়ি চলে গেছে। এই সময় লাঁশঁ আকস্মিকভাবে ঢুকে পড়লেন তার রুমে। নোয়েল তখন ব্রেসিয়ার এবং প্যান্টি পরে দাঁড়িয়ে। নোয়েলের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন তিনি। সে তাড়াতাড়ি হাত বাড়াল তার কাপড়গুলোর দিকে। কিন্তু এর আগেই অতি দ্রুত নোয়েলের কাছে এসে তার প্রায় নগ্ন শরীরে হাত রাখলেন লাঁশঁ। বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল নোয়েলের মন। ছাড়া পাবার চেষ্টা করল তাঁর হাত থেকে। কিন্তু তাঁর শক্তিশালী বাহুর কঠোর আলিঙ্গনে পিষ্ট হতে লাগল সে। 'তুমি অসম্ভব সুন্দরী, নোয়েল,' ফিসফিসিয়ে বললেন লাঁশঁ।

ঠিক তখনই তাঁর স্ত্রীর গলা শোনা গেল। নোয়েলকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

বাসায় ফিরে দ্বিধায় পড়ে গেল নোয়েল—এই ঘটনার কথা বাবাকে জানানো উচিত কি না। বাবা জানলে লাঁশঁকে খুন করে ফেলবেন নির্ঘাত। সে নিজেও তাঁকে আর সহ্য করতে পারবে না ঠিকই; কিন্তু এই চাকরিটা তার খুবই দরকার। নোয়েল শেষমেষ সিদ্ধান্ত টানল, এবারের মত বাবাকে সে ঘটনাটা জানাবে না। পরে আরও কিছু হলে তখন দেখা যাবে।

পরের শুক্রবারে টেলিগ্রাম এল মাদাম লাঁশঁর নামে—তাঁর মা গুরুতর অসুস্থ, তাঁকে যেতে হবে মাকে দেখতে। লাঁশঁ তাঁর স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফিরে এলেন দোকানে।

নোয়েলের ডাক পড়ল। তাকে বললেন লাঁশঁ, 'আমি আর তুমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে কোথাও বেড়াতে যাব।'

হতভম্ব নোয়েল ভাবল, তিনি, বোধ হয়, ঠাট্টা করছেন।

'আমরা যাব ভিয়েনে,' ঠাণ্ডা গলায় জানালেন তিনি। 'লে পিরামিদ নামে পৃথিবীর অন্যমত সেরা রেস্টুরেন্ট আছে ওখানে—একটু ব্যয়বহুল। তবে তোমার মত মেয়ের কারণে টাকা-পয়সাকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারি আমি। তা কবে নাগাদ তুমি যেতে পারবে?'

নোয়েল স্থির দৃষ্টিতে তাকাল তাঁর দিকে। 'কক্ষনো না।' মনের সমস্ত ঘৃণা

BanglaBook.org

জড়িয়ে উচ্চারণ করল আবার, 'কক্ষনো না।'

সে দ্রুত সরে গেল তাঁর সামনে থেকে। ক্ষুব্ধ লাঁশঁ টেলিফোনটা টেনে নিলেন হাতের কাছে।

ঘণ্টাখানেক পর দোকানে এসে হাজির হলেন নোয়েলের বাবা, তাঁকে দেখে পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেল নোয়েল। নোয়েলের বিপদের কথা তিনি নিশ্চয়ই অনুভূতি দিয়ে আঁচ করেছেন,—তিনি এসেছেন তাকে রক্ষা করতে, উদ্ধার করতে।

নোয়েল বলল, 'তুমি এসেছ, আমি যে কী খুশি, বাবা! তুমি জানো না, বাবা, আমি...'

'মঁসিয়ে লাঁশঁ আমাকে বললেন, তিনি দারুণ একটা প্রস্তাব দিয়েছেন তোমাকে, কিন্তু তুমি সেটা প্রত্যাখ্যান করেছ। কথাটা সত্যি?'

হতবুদ্ধি নোয়েল বলল, 'প্রস্তাব? কিসের প্রস্তাব? তিনি আমাকে কয়েকটা দিন কাটাতে বলেছেন তাঁর সঙ্গে।'

'এবং তুমি না করে দিয়েছ?'

নোয়েল কোন উত্তর দেবার আগেই তিনি কষে চড় লাগালেন তার গালে। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে হতবাক হয়ে বাবার দিকে তাকাল সে। তার কান জ্বালা করতে লাগল। অস্পষ্টভাবে শুনতে পেল সে, 'স্টুপিড! এই সময়েই তো তোমাকে একজনের কথা ভাবতে হবে, যে তোমার পাশে থাকবে, যে হবে তোমার অবলম্বন। তা নয়, তুমি না বলতে শিখেছ। স্বার্থপর মেয়ে!'

তিরিশ মিনিট পরে বাবা বিদায় দিলেন তাকে আর লাঁশঁকে। তারা গাড়িতে চড়ে রওনা হলো ভিয়েনের উদ্দেশে।

হোটেল ঘরটা বেশ ছোট। প্রায় পুরো ঘর জুড়ে বিশাল আকারের একটা ডাবল-বেড, সস্তা কিছু আসবাবপত্র এবং এক কোণে বেসিন। টাকার অনর্থক অপচয় করতে লাঁশঁ রাজি নন।

ঘরে ঢুকেই নোয়েলকে বিবস্ত্র করতে শুরু করলেন তিনি। স্থির হয়ে বসে রইল নোয়েল—হতবাক হয়ে গেছে প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে। সারা পথে একটা কথাও বলেনি। এখনও চুপ।

ইতস্তত করতে লাগলেন লাঁশঁ। তারপর সব দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে নিজের কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লেন নোয়েলের পাশে।

BanglaBook.org

'তোমার বাবা বলেছিল, তুমি এখনও কুমারী,' নোয়েলের কানে কানে বললেন তিনি। 'তুমি তো অনভিজ্ঞ, তাই আমি তোমাকে শেখাব মেয়েরা কী রকম বোধ করে পুরুষদের সঙ্গে।' শরীরের সমস্ত ভার তিনি ছেড়ে দিলেন নোয়েলের ওপরে।

কিছুই অনুভব করছিল না নোয়েল। তার কানে তখন বাজছে বাবার চিৎকার করে বলা কথাগুলো। পুরো ঘটনাটাই যেন একটা দুঃস্বপ্ন! বাবা, বোধ হয়, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেননি। নইলে এমন হবার কথা তো নয়! কিন্তু বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ করতেই সবকিছু ভোরের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠল তার কাছে।

লাঁশঁর দিকে তাকাল নোয়েল—নোংরা শরীর, কুঁতকুঁতে চোখ। এটাই তার সেই রাজকুমার, যার কাছে তার শুভাকাঙ্ক্ষী বাবা তাকে বিক্রি করে দিয়েছেন। তাদের বাসার খাবার টেবিলে আকস্মিকভাবে আবির্ভূত কাবাব আর রোস্টের প্রাচুর্য, বাবার নতুন দামী পাইপ এবং স্যুটের কথা মনে পড়ল নোয়েলের। তার বিবমিষা হলো।

কয়েক ঘণ্টা কেটে যাবার পর নোয়েল জেনে গেল, পুনর্জন্ম হয়েছে তার। তার মৃত্যু হয়েছিল রাজকন্যা হয়ে, পুনর্জন্ম হয়েছে দুশ্চরিত্রা নারী হিসেবে।

ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল সে। অসম্ভব ঘৃণায় মনটা তিক্ত হয়ে আছে। বাবাকে সে কখনও ক্ষমা করতে পারবে না। তবে সবচেয়ে অবাক ব্যাপার হলো—লাঁশঁকে আর ততটা ঘৃণা সে করছে না। তাঁকে বুঝতে পেরেছে নোয়েল। প্রত্যেক পুরুষের অবশ্যম্ভাবী দুর্বলতাটুকু তাঁরও আছে—এটাই স্বাভাবিক।

নোয়েল সিদ্ধান্ত নিল, এখন থেকে পুরুষদের এই দুর্বলতাই হবে তার অস্ত্র। অস্ত্রটা চালানো শিখতে হবে। বাবা আসলে ঠিকই বলতেন, সে রাজকন্যা। এখন সে জেনে গেছে, কী করে রাজত্ব চালাতে হয়। পুরুষরা দুনিয়া শাসন করে ক্ষমতা, বল আর টাকার জোরে। এবং এই কারণেই পুরুষদেরও শাসন করা প্রয়োজন—অন্তত একজন পুরুষকে। তবে এর জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হবে তাকে। অনেক কিছু শেখার আছে এখনও। এটা তো সবে শুরু।

লাঁশঁর দিকে মনোযোগ দিল নোয়েল। অনুভব করার চেষ্টা করল পুরুষের শরীর মেয়েদের ওপরে কী ভূমিকা রাখে।

BanglaBook.org

নোয়েলের সামনে যেন একগাদা সুইচ। সে খুব দ্রুত শিখে নিল কোনটা টিপলে লাঁশঁ গোঙাতে শুরু করেন, কোনটা টিপলে চিৎকার। এটা নোয়েলের স্কুল, এটা তার শিক্ষা এবং এখানেই তার শক্তির সূত্রপাত।

আরও তিনদিন তারা সেই হোটেল ঘরে কাটাল। লে পিরামিদে যাওয়া হলো না একবারও, বলাই বাহুল্য। এই ক'দিন সেক্সের ব্যাপারে নোয়েলকে যথাসাধ্য জ্ঞানদান করলেন লাঁশঁ।

তারা ফিরে এল মার্সেই শহরে। লাঁশঁ তখন গোটা ফ্রান্সে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। নোয়েলকে তাই অনায়াসে প্রস্তাব দিয়ে বসলেন, 'একটা ফ্ল্যাটে তোমার থাকার ব্যবস্থা করব আমি। তুমি রান্না জানো?'

'জানি,' উত্তর দিল নোয়েল।

'আমি প্রতিদিন দুপুরে ওখানে খেতে আসব। তাছাড়া সপ্তাহে বার তিনেক ডিনারও করব তোমার সঙ্গে। রাজি?'

'চমৎকার।'

'তবে শর্ত কেবল একটাই, তুমি মিশবে শুধু আমার সঙ্গে। এখন থেকে তুমি শুধু আমার।'

'আপনি যেমন চান, তা-ই হবে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন লাঁশঁ। 'আমি আগে কখনও কারুর জন্য এতটা ব্যাকুল হইনি। কেন, তুমি জানো?'

'না।'

'তুমি আমাকে যুবক বানিয়ে দিয়েছ, নোয়েল। তোমার সঙ্গে মেশার পর থেকেই বয়স কমে গেছে আমার।' এক মুহূর্ত থামলেন লাঁশঁ। 'তুমি আর আমি মিলে বাকি জীবনটা চমৎকারভাবে কাটিয়ে দিতে পারি, কী বলো?'

কোন উত্তর দিল না নোয়েল।

তিনি এক মুঠো ফ্রাঁ বের করলেন পকেট থেকে। 'এই নাও। কাল বিকেলে ফ্ল্যাট খুঁজতে বেরুবে।'

লাঁশঁর মুঠোয় ধরা ফ্রাঁগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল নোয়েল। বিস্মিত হয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, কী হলো?'

'আমি চাচ্ছিলাম খুব ভাল একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করতে,' শান্তভাবে জবাব দিল নোয়েল, 'যেখানে আমরা পরস্পরকে চমৎকারভাবে উপভোগ করতে

BanglaBook.org

পারব।'

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বসলেন তিনি, 'আমি তো অতটা বড়লোক নই।'

অর্থপূর্ণ একটা হাসি হেসে নোয়েল একটা হাত রাখল লাঁশঁর উরুতে। তিনি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন নোয়েলের দিকে।

'তুমিই ঠিক বলেছ,' অবশেষে মুখ খুললেন তিনি। পকেট থেকে গাদা গাদা ফ্রাঁ বের করে দিতে লাগলেন নোয়েলের হাতে এবং থামলেন তার চোখে-মুখে তৃপ্তির অভিব্যক্তি ফুটে উঠলে। নিজের দিলদরাজ মেজাজে নিজেই অবাক হয়ে গেলেও তিনি বুঝেছেন, এই মেয়েটির জন্য সম্ভবপর সবকিছু করতে তিনি প্রস্তুত। তার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত থাকতে চান। সে যাতে তাঁকে ছেড়ে না যায়, সেটার নিশ্চিত ব্যবস্থা তিনি করে রাখলেন।

কাপড়-চোপড় গুছিয়ে গোপন সঞ্চয়ের তহবিলটা বের করে নিয়ে নোয়েল সেই দিনই রাত দশটার ট্রেনে রওনা হলো প্যারিসের উদ্দেশে।

ট্রেন এসে পৌঁছুল প্যারিসে পরদিন সকালে। ট্রেন থেকে নেমেই নোয়েলের মনে হলো—প্যারিস তার নিজের শহর। মার্সেই আসলে অদ্ভুত এক জায়গা—তার পছন্দ হয়নি কখনও।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এল নোয়েল। ঝকঝকে রোদের আলোয় উজ্জ্বল দিন। চারদিকে অসংখ্য গাড়িঘোড়া, ব্যস্ত ট্রাফিক। সেই মুহূর্তে তার খেয়াল হলো, নির্দিষ্ট কোথাও যাবার নেই তার।

স্টেশনের সামনে গোটা ছয়েক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে। প্রথমটাতে উঠে বসল সে।

'কোথায় যাবেন?'

'কমদামী, চলনসই কোন হোটেলে।'

ট্যাক্সি ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল নোয়েলকে। 'প্যারিসে নতুন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

সমঝদারের মত বলল সে, 'তাহলে তো আপনার একটা কাজ দরকার। কি, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ, দরকার।'

'আপনার ভাগ্য ভাল। আচ্ছা, আপনি মডেলিং করেছেন কখনও?'

নোয়েল যেন চাঁদ পেল হাতে। 'সত্যি বলতে কি, করেছি।'

BanglaBook.org

'আমার বোন খুব বড় এক ফ্যাশান-হাউসে কাজ করে। আজ সকালে ও বলছিল, ওদের ওখানে নাকি একজন মডেল দরকার। তো ওদের প্রয়োজন যদি এখনও থেকে থাকে, আপনি চেষ্টা করে দেখবেন?'

সাগ্রহে উত্তর দিল নোয়েল, 'অবশ্যই।'

'দশ ফ্রাঁ, রাজি?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল নোয়েল।

'না, দশটা ফ্রাঁ জলে যাবে না, দেখে নেবেন,' ড্রাইভার আশ্বাস দিল।

'ঠিক আছে।' সীটে হেলান দিয়ে বসল সে।

ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে জানালা দিয়ে প্যারিসের রূপ দেখতে লাগল নোয়েল। প্যারিস—ঠিক যেন যাদুর শহর, যে-শহরের নিজস্ব একটা শোভা আছে, কমনীয়তা আছে, আর আছে নিজস্ব সুগন্ধ। নটরডেম পেরিয়ে ট্যাক্সি ছুটতে থাকল। অদূরে অহমিকা আর গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আইফেল টাওয়ার।

আয়না দিয়ে নোয়েলের বিস্মিত মুখভঙ্গি লক্ষ করছিল ড্রাইভার।

'চমৎকার, তাই না?'

'দারুণ, তুলনাই হয় না,' নোয়েল জবাব দিল। তার বিশ্বাস হচ্ছিল না—সে এখন প্যারিসে। হ্যাঁ, প্যারিস উপযুক্ত কোন রাজকন্যার রাজত্ব হবার··· হয়তো তার।

ট্যাক্সি থামল গাঢ় ছাই রঙের একটা দালানের সামনে।

'আমরা পৌঁছে গেছি,' ঘোষণা দিল ড্রাইভার। 'মিটারে দুই ফ্রাঁ এবং প্রতিশ্রুত দশ।'

'আমি কীভাবে জানব যে মডেলের প্রয়োজন এখনও তাদের আছে?' জানতে চাইল নোয়েল।

শ্রাগ করল ড্রাইভার। 'আমার কথা বিশ্বাস না করলে কিংবা আপনি ভেতরে ঢুকতে না চাইলে আমি আপনাকে স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।'

'না,' ঝটপট জবাব দিল নোয়েল। ভ্যানিটিব্যাগ খুলে বারোটা ফ্রাঁ বের করল সে। ফ্রাঁগুলোর দিকে অবজ্ঞার দৃষ্টি দিয়ে নোয়েলের দিকে তাকাল ড্রাইভার। বিব্রত নোয়েল আরও এক ফ্রাঁ বের করে দিল তাকে।

ট্যাক্সি থেকে বেরুতে বেরুতে জিজ্ঞেস করল নোয়েল, 'ভাল কথা, তোমার

BanglaBook.org

বোনের নামটা কী?'

'জ্যানেত।'

দালানটার কোথাও একটা সাইনবোর্ডও নেই। নোয়েল অবশ্য খুব একটা অবাক হলো না এতে। এত বড় ফ্যাশান-হাউস সাইনবোর্ড ছাড়াই সবাই চিনবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

বেল টিপল নোয়েল। কালো অ্যাপ্রন পরা এক মহিলা দরজা খুলে শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল নোয়েলের দিকে।

'আমি শুনলাম,' ইতস্ততভাবে শুরু করল নোয়েল, 'আপনাদের এখানে একজন মডেল দরকার।'

কয়েকবার চোখ পিটপিট করে মহিলাটি জিজ্ঞেস করল, 'কে পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'জ্যানেতের ভাই।'

'ভেতরে এসো।'

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রচলিত ধরনে তৈরি বিশাল হল ঘরের ভেতরে ঢুকল নোয়েল। ঘর থেকে একটা সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে।

'অপেক্ষা করো। মাদাম দেলিসের সময় হবে কি না তোমার সঙ্গে কথা বলার, জেনে আসি।' মহিলাটি চলে গেল।

স্যুটকেসটা রেখে দেয়ালের বিশাল আয়নার দিকে এগিয়ে গেল নোয়েল। সারারাতের ভ্রমণের ফলে পরনের কাপড়-চোপড় কুঁচকে গেছে। এখানে আসার আগে সেজেগুজে আসা উচিত ছিল। প্রথমেই একটা ভাল ধারণা দেয়ার দরকার আছে।

আয়না দিয়ে সে দেখতে পেল, বাদামী রঙের লম্বা একটা স্কার্ট এবং ব্লাউজ পরা এক মেয়ে নামছে সিঁড়ি দিয়ে। নোয়েল ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল তাকে। মেয়েটির চেহারা আর ফিগার চমৎকার। এখানকার মডেলরা নিশ্চয়ই খুব উঁচুদরের।

কিছুক্ষণ বাদে মাদাম দেলিস এসে হাজির হলেন। বয়স তাঁর চল্লিশের ওপরে, বেঁটে-খাটো, চোখ দুটো ভীষণ হিসেবী। আর পরনে যে-গাউনটা, সেটার মূল্য নির্ঘাত দু'হাজার ফ্রাঁ—অন্তত নোয়েলের তা-ই মনে হলো।

BanglaBook.org

'শুনলাম, তুমি চাকরি খুঁজছ?' জানতে চাইলেন মাদাম দেলিস।

'জ্বী, মাদাম।'

'কোত্থেকে এসেছ তুমি?'

'মার্সেই থেকে।'

'ওফ্! সেই মাতাল নাবিকদের আড্ডাখানা!'

মাদাম দেলিস, বোধ হয়, পছন্দ করেন না মার্সেই। বিব্রত বোধ করতে লাগল নোয়েল।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মাদাম দেলিস নোয়েলের কাঁধ চাপড়ে বললেন, 'ওটা কোন ব্যাপারই নয়। তারচে' বলো, তোমার বয়স কত?'

'আঠারো।'

'চমৎকার। আমার মনে হয়, খদ্দেররা তোমাকে পছন্দ করবে। আচ্ছা, প্যারিসে তোমার কোন আত্মীয় আছে?'

মাথা নাড়ল নোয়েল। 'নেই।'

'খুব ভাল কথা। তুমি এই মুহূর্ত থেকে কাজ করতে রাজি তো?'

উদগ্রীব স্বরে উত্তর দিল নোয়েল, 'অবশ্যই।'

সম্মিলিত হাসির শব্দ ভেসে আসছিল ওপরতলা থেকে। একটু পরে মধ্যবয়সী এক লোককে জড়িয়ে ধরে নিচে নেমে এল এক মেয়ে। মেয়েটার পরনে অতি স্বচ্ছ, পাতলা কাপড়।

লোকটার দিকে ঘুরে তাকালেন মাদাম দেলিস। 'কি, কাজ শেষ তোমার?'

'হ্যাঁ,' লোকটা উত্তর দিল। সে নোয়েলকে দেখতে পেয়েছে। 'তা এই কচি সুন্দরীটি কে?'

'এটা ইভেত। আমাদের সর্বশেষ আমদানী।' মাদাম দেলিস জানালেন তাকে। 'আনতিবের রাজকুমারের মেয়ে।'

'কোন প্রিন্সেসের সাথেই আজ পর্যন্ত শোয়ার সুযোগ হলো না,' লোকটার গলায় আক্ষেপের সুর। 'তা, কত?'

'পঞ্চাশ ফ্রাঁ।'

'ঠাট্টা করছেন নাকি! তিরিশ দেব।'

'না, চল্লিশ। বলে রাখছি, টাকাটা গচ্চা যাবে না। দেখে নিয়ো।'

'ঠিক আছে বাবা। চেখে দেখা যাক।'

BanglaBook.org

নোয়েলের দিকে ঘুরে দাঁড়াল দু'জনে। নোয়েল সেখানে নেই।

প্যারিসের রাস্তা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে বেড়াল নোয়েল। অবাক হলো দোকান-পাটের ডিসপ্লে দেখে—সব ঝকঝকে-তকতকে, খুব চিত্তাকর্ষক। কোন কিছুর ঘাটতি যখন ছিল না, প্যারিসের অবস্থা তখন কী রকম ছিল? ভেবে কূল-কিনারা পেল না নোয়েল।

ভিক্টর হুগো অ্যাভিন্যু দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খিদে অনুভব করল সে। তার পার্স আর স্যুটকেস রয়ে গেছে মাদাম দেলিসের ওখানে। একটা কানা-কড়িও নেই এখন সঙ্গে।

একটু আগে ঘটে যাওয়া ঘটনায় নোয়েল তেমন অবাকও হয়নি, ভেঙেও পড়েনি। তবে কোন চাকরি বা কাজ না পাওয়া অব্দি বেঁচে থাকার একটা উপায় অন্তত তাকে বের করতে হবে। খিদেয় পেট জ্বলছে তার। ডিনারের একটা ব্যবস্থা করতে হবে সবার আগে।

চোখে-মুখে আত্মবিশ্বাসী ভাব ফুটিয়ে তুলে পাশের ক্রিলন হোটেলে ঢুকে লিফটের ঠিক বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ল সে। আগে কখনও এরকম করতে হয়নি তাকে। খুব নার্ভাস বোধ করছে তাই। মনে পড়ল অগিস্ত লাঁশঁর কথা। পুরুষরা আসলে খুব সরল জীব। তাদেরকে বাগে রাখার অস্ত্র তার আছে।

এখন চারদিকে তাকিয়ে নোয়েলের মনে হলো, ডিনার খেতে যাওয়া কোন নিঃসঙ্গ পুরুষের চোখে পড়াটা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, বোধ হয়, হবে না তার পক্ষে।

'এক্সকিউজ মি, মাদমোয়াজেল।'

ঘুরে তাকাল নোয়েল। গাঢ় রঙের স্যুট পরিহিত দীর্ঘদেহী এক লোক। নোয়েল দিব্যচক্ষে কখনও গোয়েন্দা দেখেনি। কিন্তু লোকটাকে দেখে তার বদ্ধমূল ধারণা হলো—সে গোয়েন্দা না হয়েই যায় না।

লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি অপেক্ষা করছেন কারুর জন্য?'

'হ্যাঁ,' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করল নোয়েল। 'বন্ধুর জন্য।'

কিন্তু সে জানত, ব্যাপারটা খুব বিসদৃশ। কোন পার্স নেই তার হাতে এবং পরনের কাপড় কোঁচকানো।

BanglaBook.org

'আপনার সেই বন্ধুটি কি এই হোটেলে থাকেন?'

নোয়েল থতমত খেয়ে বলল, 'ঠিক তা নয়, তবে···

নোয়েলকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে রুক্ষস্বরে বলল গোয়েন্দাটি,' আপনার পরিচয়পত্রটা দেখতে পারি?'

'আ-আমার সঙ্গে নেই ওটা,' তোতলাতে শুরু করল সে। 'হারিয়ে ফেলেছি।'

'সেক্ষেত্রে আপনাকে আমার সাথে যেতে হবে,' গোয়েন্দা জানিয়ে দিল।

শক্ত হাতে গোয়েন্দা নোয়েলের বাহু চেপে ধরতেই উঠে দাঁড়াল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন নোয়েলের অন্য বাহুতে হাত রেখে এক নাগাড়ে গড়গড় করে বলে গেল, 'আমি খুব দুঃখিত, চেরি। একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। তুমি তো জানো, ককটেল পার্টিতে গেলে কী অবস্থা হয়। ওখান থেকে বেরিয়ে আসাটা যে কী ঝামেলা! তারপর বলো, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছিলে?'

বিস্মিত নোয়েল ঘুরে দাড়াল বক্তাকে দেখার জন্য। মেদহীন লম্বা শরীর, পরনে অচেনা অদ্ভুত ইউনিফর্ম, নীলচে-কালো রঙের চুল, আশ্চর্যরকম জীবন্ত মুখাবয়ব—হাসির জন্যে প্রস্তুত।

গোয়েন্দাকে দেখিয়ে আগন্তুক জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা তোমায় বিরক্ত করছিল বুঝি?' তার গলার স্বর ভারি এবং গম্ভীর। ফরাসী বলে একটু অন্যরকম সুরে।

হোটেল-গোয়েন্দা বলতে লাগল, 'আমি ক্ষমা চাচ্ছি, স্যার। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আসলে কয়েকদিন আগে আমাদের এখানে একটা সমস্যা হয়েছিল।' নোয়েলের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'প্লীজ, মাফ করে দেবেন।'

নোয়েলের মতামত জানতে চাইল আগন্তুক, 'কী করবে, করো। আমি কিছু জানি না।'

কাঁধ ঝাকাল নোয়েল। জানে না।

গোয়েন্দার দিকে ঘুরে আগন্তুকটি বলল, 'মাদমোয়াজেল খুব দয়ালু আর উদার বলে বেঁচে গেলে এ-যাত্রা। তবে ভবিষ্যতে বুঝে-শুনে কাজ কোরো।'

তারা দু'জন বেরিয়ে এল রাস্তায়। নোয়েল বলল, 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব!'

BanglaBook.org

'পুলিশ জাতটাকে আমার একেবারেই সহ্য হয় না,' হাসল লোকটা। 'তোমাকে কি ট্যাক্সিতে তুলে দেব?'

নিজের বর্তমান অবস্থা কল্পনা করে শিউরে উঠল নোয়েল। 'না।'

'ঠিক আছে, চলি। গুডনাইট।'

ট্যাক্সিতে ঢোকার আগে চারদিক দেখে নিচ্ছিল লোকটা। মেয়েটা সেখানেই দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন শেকড় গজিয়ে গেছে তার। ওদিকে হোটেলের দরজার সামনে গোয়েন্দাটি দাঁড়িয়ে লক্ষ করছে তাদের। আগন্তুকটি ফিরে এল নোয়েলের কাছে।

'তুমি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাও বরং,' উপদেশ দিল সে নোয়েলকে। 'পুলিশটাকে খুব সুবিধের মনে হচ্ছে না। সে তোমার পিছু ছাড়েনি এখনও।'

নির্বিকারভাবে উত্তর দিল নোয়েল। 'আমার কোথাও যাবার নেই।'

লোকটা কী বুঝল, কে জানে! পকেট হাতড়ানো শুরু করল।

'টাকার দরকার নেই আমার,' নোয়েল জানিয়ে দিল তাকে।

আগন্তুকের চোখে বিস্ময়ের ভাব। 'তাহলে তুমি চাওটা কী?'

'ডিনারে যেতে চাই আপনার সাথে।'

'দুঃখিত, আমার একটা ডেট আছে,' হেসে বলল লোকটা। 'এবং আমার দেরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।'

'তাহলে যেতে পারেন। আমার জন্যে ভাবতে হবে না।'

লোকটা হাঁটতে শুরু করল ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে। নোয়েল সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবছিল, কী স্টুপিডের মত আচরণ তাকে করতে হলো এখন! না করেও কোন উপায় ছিল না অবশ্য। আর তাছাড়া লোকটাকে দেখার পর থেকেই অদ্ভুত এক অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে। আগে এমন হয়নি কখনও। অথচ লোকটার নাম পর্যন্ত সে জানে না এবং তার সঙ্গে, সম্ভবত, আর দেখাও হবে না কখনও।

হোটেলের দিকে তাকিয়ে দেখল নোয়েল। গোয়েন্দাটি হতোদ্যম হয়নি। এখন হেঁটে আসছে তার দিকে। এবার আর পালানোর কোনও পথ নেই নোয়েলের।

কাঁধে হাতের ছোঁয়ায় চমকে উঠল নোয়েল। সেই আগন্তুক। নোয়েলকে

BanglaBook.org

টানতে টানতে তুলে নিল ট্যাক্সিতে। গোয়েন্দাটি হতাশভাবে তাকিয়ে রইল চলমান ট্যাক্সির দিকে।

নোয়েল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ডেট-এর কী হবে?'

'ওটা নিয়ে ভাবতে হবে না। আমরা এখন এক পার্টিতে যাচ্ছি,' লোকটা বলল। 'আমি ল্যারি। ল্যারি ডগলাস। তোমার নাম?'

'নোয়েল পাজ।'

'কোত্থেকে এসেছ প্যারিসে?'

তার বুদ্ধিদীপ্ত চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল নোয়েল, 'আনতিব থেকে। আমি ওখানকার রাজপুত্রের মেয়ে।'

প্রাণখুলে হাসল ল্যারি ডগলাস।

'আপনি কি ইংরেজ?'

'না, আমেরিকান।'

নোয়েল তার ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমেরিকায় তো কোন যুদ্ধ চলছে না এখন!'

'আমি বৃটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সে কাজ করছি,' সে বোঝাতে শুরু করল। 'ঈগল স্কোয়াড্রন নামে আমেরিকান পাইলটদের একটা গ্রুপ এখানে তৈরি করা হয়েছে।'

'কিন্তু আপনারা কেন ইংল্যান্ডের হয়ে যুদ্ধ করবেন?'

'কারণ ইংল্যান্ড আমাদের সকলের হয়ে যুদ্ধ করছে।'

নোয়েল তার কথা শুনছিল মন্ত্রমুগ্ধের মত। ল্যারি বলল হিটলারের রণকৌশলের কথা, জাতিসংঘ থেকে আকস্মিক প্রত্যাহার এবং জাপান আর ইতালির সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত প্রতিরক্ষা চুক্তির কথা। নোয়েল মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে লক্ষ করছিল ল্যারির মুখভঙ্গি, অভিব্যক্তি।

এমন উদারমনা, প্রাণচঞ্চল এবং অফুরন্ত জীবনী শক্তিতে ভরপুর অন্য কাউকে দেখেনি সে। ল্যারি আসলে চুম্বকের মত; যে তার পারিপার্শ্বিকতায় অবস্থিত সবাইকে অমোঘভাবে আকর্ষণ করে।

BanglaBook.org

পার্টিতে পৌঁছুল তারা। সেখানে তরুণ-তরুণীই বেশি। সবাই উচ্চস্বরে হাসছে, চিৎকার করছে, কথা বলছে। নোয়েলকে এক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে ভিড়ের গভীরে চলে গেল ল্যারি।

নোয়েল দেখল, একদল তরুণী ঘিরে দাঁড়িয়েছে ল্যারিকে। তারা সবাই নিজের প্রতি ল্যারির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় ব্যস্ত। অথচ তাকে দেখে মনে হয়, সে তার সৌন্দর্য এবং মোহময়ী শক্তির ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন অথবা অজ্ঞ। নোয়েলের খারাপ লাগতে শুরু করল। সে ওই আমেরিকানটার কাছে যেতে চায়। অথচ পার্টিতে আসার পর থেকেই আমেরিকানটা তাকে পাত্তাই দিচ্ছে না। আর দেবেই বা কেন? সে তো ইচ্ছে করলেই পার্টির যে-কোনও মেয়েকে বেছে নিতে পারে।

ঘরের আবহাওয়া হঠাৎ অসহনীয় মনে হলো নোয়েলের।

'চলো,' কখন যেন ল্যারি চলে এসেছে তার কাছে।

দু'জন বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। নিশ্চুপ শহরটা তলিয়ে আছে অন্ধকারে। ব্ল্যাকআউট চলছে এখন। রাস্তায় গাড়িগুলো চলছে অ্যাকুয়ারিয়ামের মাছের মত নিঃশব্দে।

কোন ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। হাঁটতে হাঁটতে ছোট এক রেস্টুরেন্টে ঢুকে ডিনার করল তারা। ল্যারি কথা বলছে অনর্গল। নিজেকে খুব সুখী মনে হলো নোয়েলের। এত সুখও আছে পৃথিবীতে! নোয়েলের হৃদয়ের সেই অঞ্চলটা ল্যারি স্পর্শ করে ফেলেছে, যে-অঞ্চলের অস্তিত্বের কথা জানা ছিল না তার নিজেরই।

'আপনি এত ভাল ফরাসী শিখেছেন কোত্থেকে?' নোয়েল জানতে চাইল।

'ছোট বেলায় গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ফ্রান্সে আসতাম বরাবরই। তখন থেকেই শুরু হয়েছিল চর্চা।' একটু থেমে জিজ্ঞেস করল ল্যারি, 'তুমি উঠেছ কোথায় প্যারিসে?'

'কোথাও না।' নোয়েল সংক্ষেপে বর্ণনা করল তার জীবন-কাহিনী। বলল সেই ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কথা, মাদাম দেলিসের কথা আর সেই লোকটার কথা যে তাকে রাজকন্যা ভেবে চল্লিশ ফ্রাঁ দিতে রাজি হয়েছিল।

শুনে সশব্দে হাসল ল্যারি।

তারা গেল মাদাম দেলিসের কাছে। নোয়েল ঢুকল ল্যারির পিছু পিছু।

ল্যারিকে বললেন মাদাম দেলিস, 'গুড ইভনিং, মঁসিয়ে।' তারপর নোয়েলকে দেখতে পেয়ে একগাল হেসে বললেন, 'মনে হচ্ছে, মত বদলেছ শেষমেষ?'

না, বদলায়নি, ল্যারি জানাল শান্তস্বরে। 'আপনার এখানে, বোধ হয়, এই

BanglaBook.org

রাজকন্যার কিছু জিনিস রয়ে গেছে।'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ল্যারির দিকে তাকালেন মাদাম দেলিস।

'তার স্যুটকেস এবং পার্স,' মনে করিয়ে দিল ল্যারি।

কয়েক মিনিট পর তারা স্যুটকেস আর পার্সসহ বেরিয়ে এল ওখান থেকে।

সেই রাতে তারা উঠল ছোট্ট, পরিচ্ছন্ন এক হোটেলে। তাদের মধ্যে কোনও আলোচনা হলো না এ ব্যাপারে, কারণ তাদের দু'জনের জন্যেই তা ছিল অনিবার্য, অবধারিত। অনেকবার মিলিত হলো তারা ওই রাতে। এক ধরনের জান্তব ও জৈবিক বিস্ফোরণ বারবার দহন করল নোয়েলকে। এর আগে এরচেয়ে উত্তেজক আর কোনও কিছুর সংস্পর্শে আসেনি সে। স্বপ্নাতীত তৃপ্তির অনুভূতি নিয়ে নোয়েল ল্যারিকে জড়িয়ে শুয়ে রইল সারারাত।

পরদিন সকালে তারা বেরুল প্যারিস দেখতে। ল্যারি আসলে দক্ষ গাইড। শহরের অলিগলি, খুঁটিনাটি সব জানে। তার চমৎকার বর্ণনা প্যারিসের সব রহস্য উন্মোচন করে দিতে লাগল নোয়েলের সামনে। তারা ত্রয়োদশ লুইসের নির্মিত প্যারিসের সবচেয়ে পুরানো অঞ্চলে ঘুরে বেড়াল, নটরডেমের শেষ প্রান্তে কাটাল বেশ কয়েক ঘণ্টা, বিকেলটা উপভোগ করল, ম্যাল মেজনে। মোঁবের স্ট্রীট মার্কেটের বর্ণাঢ্য পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল নোয়েল। মারশ দে বুসি-র ভেতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে হকারদের হরেক রকম বিজ্ঞাপনী বর্ণনা শুনল তারা।

রাত গড়িয়ে যেতে লাগল। অথচ অফুরন্ত তাদের জীবনীশক্তি। রাত চারটেয় তারা কসাই এবং ট্রাক-ড্রাইভার পরিবেষ্টিত লে হ্যাল-এ পেঁয়াজের স্যুপ খেল মহা আনন্দে।

ভোরের আলো ফুটে বেরুলে ঘরে ফিরল তারা। নোয়েল তখন ক্লান্ত। অথচ ল্যারির শক্তি অফুরন্ত। জানালায় দাঁড়িয়ে সূর্যোদয় দেখল। তারপর কাপড় ছেড়ে এল বিছানায়। তার শরীরের পুরুষালি গন্ধে উন্মাতাল হলো নোয়েল—আবার এবং বারবার। তার মনে পড়ল বাবার প্রতারণার কথা। বাবা আর লাঁশঁকে দিয়ে গোটা পুরুষ জাতকে বিচার করে কী ভুলই না করেছিল সে! কিন্তু এখন জানে, ল্যারি ডগলাসের মত লোকও পৃথিবীতে আছে। আর কোন কিছুর দরকার নেই তার জীবনে।

ল্যারি আপন মনেই বলছিল, 'রাইট ব্রাদার্সের কথা শুনেছ, নোয়েল? তারাই

BanglaBook.org

আসলে প্রথম মানব সভ্যতাকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীনতা দিয়েছিল। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন পাখির দিকে ঈর্ষা-মেশানো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতাম। আমার তখন স্বপ্ন ছিল ওড়ার। আমি হাঁটতে শেখার আগে উড়তে চেয়েছি। চোদ্দ বছর বয়সে প্লেন চালানোর হাতে খড়ি হয় আমার। এবং তখন থেকে আকাশে ওড়ার সময়ই আমি সত্যিকারের জীবন্ত, সুখী।'

একটু বিরতি দিয়ে আবার বলল সে, 'অচিরেই একটা বিশ্বযুদ্ধ হবে। জার্মানরা গোটা দুনিয়া জয় করতে চায়।'

'ওরা ফ্রান্সে ঢুকতে পারবে না,' নোয়েল বলল। 'ম্যাজিনো লাইন পার হওয়া কারও কম্ম নয়।'

'আমি নিজে বহুবার ওটা পার হয়েছি,' ল্যারির এই কথায় নোয়েল জিজ্ঞাসু চোখে তার দিকে তাকাল। হেসে বলল ল্যারি, 'প্লেনে করে। এবং আসন্ন যুদ্ধটা হবে আকাশে।'

খানিকবাদে ল্যারি বলল খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে, 'নোয়েল, আমরা কি বিয়ে করতে পারি না?'

এটা ছিল নোয়েলের জীবনের সবচেয়ে সুখী মুহূর্ত। ল্যারি তার জন্যে এতটা ভাবতে পারে, অবিশ্বাস্য মনে হলো নোয়েলের কাছে।

'ভেবেছিলাম আসন্ন যুদ্ধ শেষ না হওয়া অব্দি বিয়ে করব না,' ল্যারি বলল। 'জাহান্নামে যাক সব। পরিকল্পনা তো করা হয় বদল করার জন্যই। ঠিক বলছি না আমি?'

সুখানুভূতির প্রাবল্য আচ্ছন্ন করে ফেলল নোয়েলকে। মাথা নাড়ল সে।

'তাহলে শোনো। আজ রাতে আমাকে রিপোর্ট করতে যেতে হবে স্কোয়াড্রনে। তোমার সঙ্গে দেখা হবে শুক্রবারে, এখানে। ঠিক আছে?'

'তোমাকে ছাড়া এই কদিন আমি বাঁচব কী করে?' নোয়েলের অজান্তেই সম্বোধন নেমে এসেছে আপনি থেকে তুমি-তে। 'আমি কি সইতে পারব?'

নোয়েলকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল ল্যারি, 'আমাকে ভালবাস তুমি?'

'আমার জীবনের চেয়েও বেশি, ল্যারি।'

নোয়েলের কাছে প্রচুর ফ্রাঁ রেখে দিল ল্যারি। 'চমৎকার একটা বিয়ের গাউন কিনে ফেলো এর মধ্যে। আগামী সপ্তাহে দেখা হচ্ছে আমাদের। তোমাকে

BanglaBook.org

যেতে হবে না এয়ারপোর্টে। বিদায় দেয়া-নেয়ার ব্যাপারটা আমার পছন্দ হয় না মোটেও। চলি, দেখা হবে শুক্রবারে।'

ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা দিল ল্যারি।

পরের সপ্তাহটা নোয়েল কাটাল স্বপ্নাবিষ্টের মত। ল্যারির সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করল। প্রতিটি মিনিট যেন এক ঘণ্টা দীর্ঘ। সে কি পাগল হয়ে যাবে অপেক্ষা করতে করতে?

অনেক দোকান ঘুরে ঘুরে বিয়ের গাউন কিনল সে। গাউনটার সৌন্দর্য এবং দাম—দুটোই ছিল তার আন্দাজের বাইরে। তবু ল্যারির দেয়া সমস্ত ফ্রাঁ-র সঙ্গে নিজের সঞ্চয় যোগ করে সবচেয়ে সুন্দর গাউনটা কিনেছে সে। নোয়েলের মনপ্রাণ, ক্রিয়াকর্ম সব তখন আবর্তিত হচ্ছে ল্যারিকে কেন্দ্র করে।

শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে সে বসে গেল পোশাক নির্বাচনে। তার মাথায় তখন একটাই চিন্তা—আজ তাকে কোন পোশাকে দেখলে ল্যারি সবচেয়ে বেশি খুশি হবে। দু'ঘণ্টা ভেবেও সে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারল না। বিয়ের গাউনটা একবার পরে খুলে রাখল সঙ্গে সঙ্গে—যদি কোন অমঙ্গল হয় এতে!

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। এখনও দেখা নেই ল্যারির। প্রতি দশ মিনিট অন্তর হোটেলের রিসেপশনে ফোন করে নোয়েল জেনে নিচ্ছে, কোন খবর আছে কি না। বারবার রিসিভার তুলে পরীক্ষা করছে, ফোন ঠিকমত কাজ করছে তো?

সন্ধে ছ'টা। ল্যারি ফোনও করেনি তখন অব্দি। মধ্যরাত পেরিয়ে গেল। তখনও চেয়ারে বসে ফোনের দিকে উদগ্রীব দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে নোয়েল। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম যখন ভাঙল, তখন শনিবার ভোর। চেয়ারেই বসে আছে সে। শরীর ঠাণ্ডা। এত কষ্ট করে বাছাইকরা কাপড় কুঁচকে গেছে।

কাপড় বদলে খোলা জানালার পাশে এসে দাঁড়াল নোয়েল।

শনিবার বিকেলের দিকে অজানা এক আশঙ্কা উদ্বিগ্ন করে তুলল তাকে। ল্যারি কোন দুর্ঘটনায় পড়েনি তো? ল্যারির প্লেন কি বিধ্বস্ত হয়েছে? সে কি এখন হাসপাতালে? আহত না মৃত?

সারারাত বসে বসে কাটাল নোয়েল। উৎকণ্ঠা জীবনীশক্তি ক্ষয় করে দিচ্ছে, প্রচণ্ড উদ্বেগের ফলে দুর্বলতা এসে ভর করেছে শরীরে।

BanglaBook.org

রোববার সকালেও যখন কোনও খবর পাওয়া গেল না, আর সহ্য করতে পারল না নোয়েল। ফোন করতে হবে ল্যারিকে। কিন্তু কীভাবে? যুদ্ধের সময় ওভারসীজ কল বুক করা এমনিতেই প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে, তাছাড়া সে নিশ্চিত জানে না, ল্যারি এখন কোথায়। তবু রিসিভার তুলে অপারেটরকে ডায়াল করল নোয়েল।

'এটা পুরোপুরি অসম্ভব,' সবকিছু শুনে সরাসরি জানিয়ে দিল অপারেটর।

নোয়েল অবস্থাটা বোঝানোর চেষ্টা করল তাকে। তার অসহায় গলার স্বর এবং কাতর মিনতিতে কাজ হলো, বোধ হয়। দু'ঘণ্টা পরে লণ্ডনের যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলতে পারল সে। কোনওরকম সাহায্য করতে ব্যর্থ হলেও তারা নোয়েলকে যোগাযোগ করিয়ে দিল এয়ার মিনিস্ট্রির সঙ্গে। তারা তাকে এয়ার কমব্যাট অপারেশন-এ লাইনের সংযোগ দিল। কিন্তু কোনও কথা বলার সুযোগই পেল না নোয়েল। লাইন কেটে গেল।

আবার লাইন পাওয়া গেল চার ঘণ্টা বাদে। এয়ার কমব্যাট অপারেশন ল্যারির ব্যাপারে কোন খবর জানে না। তারা উপদেশ দিল, নোয়েল বরং যুদ্ধ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারে।

নোয়েল তখন পাগলপ্রায়। সে চিৎকার করে উঠল ফোনে, 'আমি তাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি।' ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল সে। ফোনের অপর পাশে ইংরেজ পুরুষ-কণ্ঠে অস্বস্তি, 'প্লীজ, একটু অপেক্ষা করুন। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

নোয়েল ধরে রইল রিসিভার। সে তখন জেনে গেছে, ল্যারি মৃত এবং এটা নিশ্চিত। কীভাবে এবং কোথায় মারা গেছে সে, তা আর কখনোই জানা হবে না তার। হতাশভাবে রিসিভারটা রেখে দেবার উপক্রম করতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর, 'আপনার কি ঈগল স্কোয়াড্রনের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন? তাদের বেস ইয়র্কশায়ারে। আমি আপনার সঙ্গে সংযোগ করিয়ে দিচ্ছি সরাসরি এয়ারফিল্ডে। ওখানে কেউ, মনে হয়, আপনাকে সাহায্য করতে পারবে।'

রাত এগারোটায় ফোন বেজে উঠল নোয়েলের ঘরে। 'এয়ারবেস থেকে বলছি।' লাইন খুব অপরিষ্কার, নোয়েল প্রায় বুঝতেই পারছে না কিছু। 'বলুন, আপনি কী বলতে চান?' সমুদ্রের তলদেশ থেকে লোকটার গলা ভেসে আসছিল যেন।

BanglaBook.org

নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল নোয়েল। 'আমি কথা বলতে চাই—' ল্যারির র‍্যাঙ্কও জানে না সে। ফ্লাইং অফিসার? ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট? নাকি স্কোয়াড্রন লীডার? 'আমি চাচ্ছি ল্যারি ডগলাসকে।'

'শুনতে পাচ্ছি না। প্লীজ, একটু জোরে বলবেন?'

নোয়েল আবার চিৎকার করে বলল কথাগুলো। সে জানে, ভান করছে লোকটা। ল্যারি মৃত—এই কথাটা গোপন করতে চায় তার কাছে। ঠিক সেই মুহূর্তে পরিষ্কার হয়ে গেল লাইনটা। নোয়েল স্পষ্ট শুনল, 'ফ্লাইং অফিসার ল্যারি ডগলাস?'

'হ্যাঁ।' বহুকষ্টে আবেগ চেপে রাখল নোয়েল।

'এক মিনিট, প্লীজ।'

একটু পরে আবার ভেসে এল কণ্ঠস্বর, 'ফ্লাইং অফিসার ল্যারি ডগলাস উইকএন্ডের ছুটিতে আছেন এখন। লন্ডনের হোটেল স্যাভয়-এর বলরুমে তাঁকে পাওয়া যাবে। তেমন জরুরি কিছু হলে ওখানে যোগাযোগ করতে পারেন।'

ওপাশে রিসিভার রেখে দেওয়ার শব্দ পেল নোয়েল।

পরদিন সকালে হোটেলের ঝাড়ুদার এসে দেখল, নোয়েল পড়ে আছে মেঝেতে, প্রায় চেতনাহীন। এক মুহূর্ত ভাবল সে—কী দায় পড়েছে তার? কেন উটকো ঝামেলা বইতে যাবে? পরমুহূর্তেই সিদ্ধান্ত বদলে নোয়েলের কপাল স্পর্শ করল সে। প্রচণ্ড গরম। চটজলদি খবর দিল সে ম্যানেজারকে। এক ঘণ্টা বাদে অ্যাম্বুলেন্স এসে নোয়েলকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। 'নিউমোনিয়া,' মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

নোয়েলকে অক্সিজেন দেওয়া হলো সঙ্গে সঙ্গে। চারদিন পরে জ্ঞান ফিরল তার। ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন যেন এগিয়ে আসছে নোয়েলের দিকে, আর সে প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছে সেটার মুখোমুখি না হতে। অথচ ক্রমশ নিকটবর্তী হচ্ছে তা। অবশেষে নোয়েলকে ব্যর্থ করে দিয়ে তার মনের পর্দায় একটা ছবি ভেসে উঠল—স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। ল্যারি ডগলাস। চোখ ফেটে জল এল তার। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় অনুভব করল, একটা পুরুষালি হাত ধরে আছে তার হাত। নোয়েল নিশ্চিত জানে, ল্যারি ফিরে এসেছে। তার প্রাণের ল্যারি, ল্যারি ডগলাস। চোখ মেলে তাকিয়ে সে দেখল, সাদা ইউনিফর্ম পরা এক লোক তার পালস পরীক্ষা

BanglaBook.org

করছে।

'ওয়েলকাম ব্যাক,' ডাক্তার বলল।

'আমি এখন কোথায়?'

'সিটি হাসপাতালে।'

'এখানে আমি কী করছি?'

'সুস্থ হতে এসেছেন। আপনার নিউমোনিয়া হয়েছে।' শক্ত চোয়াল, বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল এবং বাদামী চোখের যুবকটি তাকে জানাল। 'আমার নাম ইজরায়েল কাৎস।'

'আপনি কি আমার ডাক্তার?'

'আমি ইনটার্ন।'

'কতদিন হলো আমি আছি এখানে?'

'চারদিন।'

'আপনি আমার একটু উপকার করবেন?'

'আমার পক্ষে সম্ভবপর হলে অবশ্যই।'

'হোটেল লাফায়েত-এ ফোন করে, প্লীজ, জেনে নিন আমার জন্যে কোনও খবর অথবা টেলিগ্রাম আছে কি না।'

'আমি চেষ্টা করব। আমি আসলে ভয়ঙ্কররকম ব্যস্ত।'

'প্লীজ, একটা খুব জরুরী।'

'ঠিক আছে, আমি খোঁজ নেব। এখন আপনি একটু ঘুমিয়ে নিন। আপনার ঘুম দরকার।'

'আপনি কিছু না জানানো পর্যন্ত ঘুমুব না।'

ইজরায়েল চলে গেলে নোয়েল বসে রইল অপেক্ষায় উৎকণ্ঠা নিয়ে। ল্যারি নিশ্চয়ই তাকে ফোন করার চেষ্টা করেছে কিংবা করছে। নিশ্চয়ই বড় একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে এর মধ্যে। ল্যারি এলেই সব জানা যাবে।

দু'ঘণ্টা পরে ফিরল ইজরায়েল কাৎস। তার হাতে স্যুটকেস। 'আমি নিজে হোটেলে গিয়েছিলাম। আপনার কাপড়-চোপড় সব নিয়ে এসেছি।'

নোয়েল প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল ইজরায়েলের দিকে। তার চোখে ব্যাকুলতা, উদ্বেগ।

'আমি দুঃখিত,' বিব্রত কণ্ঠে জানাল ইজরায়েল। 'কোনও খবর নেই।'

BanglaBook.org

নোয়েল তার দিকে তাকিয়ে রইল দীর্ঘসময়। তারপর চোখ ঘুরিয়ে নিল দেয়ালের দিকে। শূন্য তার দৃষ্টি, শুকনো চোখ।

দু'দিন পরে নোয়েল ছাড়া পেল হাসপাতাল থেকে। ইজরায়েল কাৎস এল তাকে বিদায় দিতে।

'আপনার নির্দিষ্ট কোথাও যাবার আছে কিংবা চাকরি আছে কোনও?' জানতে চাইল ইজরায়েল।

মাথা নাড়িয়ে জানাল নোয়েল, নেই।

'আপনি কী ধরনের কাজ করেন বা করতে পারেন?'

'আমি মডেল হিসেবে কাজ করেছি আগে।'

'সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারব।'

ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কথা মনে পড়ে গেল নোয়েলের। 'আমার কোনও সাহায্যের দরকার নেই, ধন্যবাদ।'

নোয়েলের হাতে তবু একটা ঠিকানা ধরিয়ে দিয়ে ইজরায়েল বলল, 'প্রয়োজন হলে এখানে যেতে পারেন। আমার চাচীর ছোট্ট একটা ফ্যাশান-হাউস। আমি কথা বলে রাখব তাঁর সাথে। আপনার সঙ্গে পয়সা-কড়ি কিছু আছে তো?'

কোনও জবাব দিল না নোয়েল।

'এই নিন, রাখুন,' কয়েকটা ফ্রাঁ নোয়েলের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল ইজরায়েল। 'এরচে' বেশি দেয়া সম্ভব নয় আমার পক্ষে। ইনটার্নরা খুব কম বেতন পায় এখানে।'

রাস্তায় নামতেই একরাশ ভাবনা চেপে বসল নোয়েলের মাথায়। কেমন এলোমেলো হয়ে গেল তার জীবনটা। কিন্তু তাকে বাঁচতে হবে। গুছিয়ে নিতে হবে নিজের জীবন। ল্যারিকে সে ছেড়ে দেবে না। তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যেই বেঁচে থাকতে হবে তাকে। নোয়েলের মনে জ্বলে উঠল প্রতিহিংসার আগুন। ল্যারিকে ধ্বংস না করা অব্দি শান্তি নেই তার। প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে, যদিও সে জানে না কবে এবং কীভাবে। তবে অপেক্ষায় থাকবে সে।

এই মুহূর্তে একটা চাকরি এবং ঘুমুনোর জায়গা তার জরুরি দরকার।

BanglaBook.org

ইজরায়েলের দেয়া ঠিকানাটা বের করে এক মুহূর্ত ভেবে সে মনস্থির করল।

বিকেলে দেখা করল সে ইজরায়েলের চাচী মাদাম রোজের সঙ্গে। চাকরি হয়ে গেল তার সেকেন্ড-রেটের ছোট্ট সেই ফ্যাশান-হাউসে।

খুব স্নেহময় মন মাদাম রোজের। মুখে তাঁর সব সময় স্নিগ্ধ মায়া খেলা করে। তিনি দোকানের সব মেয়ের মা'র মত। তাঁর আনকূল্যে নোয়েল অগ্রিম বেতন পেল। তিনিই দোকানের অদূরে ছোট্ট একটা ঘরও যোগাড় করে দিলেন তার জন্যে। নতুন ঘরে বিয়ের গাউনটা নোয়েল এমন জায়গায় ঝুলিয়ে রাখল, যাতে রাতে ঘুমুনোর আগে এবং সকালে ঘুম ভাঙার পরে গাউনটা তার চোখে পড়ে।

তখনও কোনও আভাস ছিল না, ছিল না প্রমাণও। কিন্তু নোয়েল জানত, সে সন্তানসম্ভবা। নিজের ভেতরে সে অনুভব করে নতুন জীবনের অস্তিত্ব। তার চোখে ভেসে ওঠে জান্তব তৃপ্তির ছায়া।

ছুটির দিনে নোয়েল ফোন করল ইজরায়েল কাৎসকে।

'আমি অন্তঃসত্ত্বা,' জানাল নোয়েল।

'আপনি কী করে জানেন? পরীক্ষা করিয়েছেন?'

'পরীক্ষা করানোর কোন প্রয়োজন নেই আমার।'

'এমন মহিলা আমি প্রচুর দেখেছি, নোয়েল, যারা কারণে-অকারণে নিজেদের অন্তঃসত্ত্বা ভাবে। কোনও পিরিয়ড মিস গেছে আপনার?'

সেই প্রশ্নের জবাব দিল না নোয়েল। 'আপনার সাহায্য দরকার আমার।'

'অ্যাবরশান করাতে চান? আপনার বাবার মত আছে এতে?'

'আমার বাবা এখানে নেই।'

'অ্যাবরশান সম্পূর্ণ অবৈধ, আপনি তা জানেন?' এতে করে আমাকে ভয়ানক বিপদে পড়তে হতে পারে।'

নোয়েল ভাবল এক মুহূর্ত। 'কত চাই আপনার?'

কঠিনস্বরে উত্তর দিল ইজরায়েল, 'সবকিছুরই একটা দাম আছে বলে আপনি মনে করেন?'

'অবশ্যই। সবকিছু কেনা এবং বিক্রি করা সম্ভব।'

'এই সবকিছুর আওতায় আপনিও পড়েন?'

BanglaBook.org

'হ্যাঁ, তবে আমার দাম বড্ড বেশি,' বলল নোয়েল। 'আপনি কি সাহায্য করবেন আমাকে?'

'তার আগে আপনাকে পরীক্ষা করা দরকার।'

ইজরায়েল ফোন করে টেস্টের ফলাফল জানাল নোয়েলকে। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন। আপনি অন্তঃসত্ত্বা।'

'জানি।'

'আমি এখানে হাসপাতালের সবাইকে বলেছি, আপনার স্বামী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন। তাই এ-অবস্থায় সন্তান ধারণ আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়েছে অ্যাবরশান করতে। আগামী শনিবারে আসবেন হাসপাতালে।'

'না,' নোয়েল বলল।

'কেন, শনিবারে কোনও অসুবিধে আছে আপনার?'

'অ্যাবরশানের জন্যে আমি এখনও প্রস্তুত নই। আমি কেবল জানতে চাই, সময়মত আপনি আমাকে সাহায্য করবেন কি না।'

তিন সপ্তাহ পরে ইজরায়েল ফোন করল নোয়েলকে। 'কী ব্যাপার? কোন খবরাখবর নেই যে! ব্যাপারটা ভুলে গেছেন নাকি?'

'না, বরং উল্টোটা,' হাসল নোয়েল। 'আমি বরং সব সময় এই ব্যাপারেই ভাবছি।'

'আপনি কেমন বোধ করছেন, বলুন।'

'চমৎকার।'

'আজ ক্যালেন্ডার দেখে হিসেব করলাম, এই সময়টা অ্যাবরশানের জন্যে বেশ উপযুক্ত হবে।'

'আমি এখনও প্রস্তুত নই।'

BanglaBook.org

সপ্তাহ তিনেক পরে আবার ফোন করল ইজরায়েল। 'আসুন, আজ একসঙ্গে ডিনার করি।'

'ঠিক আছে,' জানাল নোয়েল।

সস্তা একটা ক্যাফেতে দেখা করল তারা। নোয়েলের অবশ্য ইচ্ছে ছিল

কোনও রেস্টুরেন্টে যাবার। কিন্তু তার মনে পড়ল, ইজরায়েল বলেছিল, ইনটার্নদের বেতন এখানে খুব কম।

উদ্দেশ্যহীন, এলোমেলো কথাবার্তায় কেটে গেল সময়। ইজরায়েলই কথাটা পাড়ল শেষমেষ।

'আপনি কি এখনও অ্যাবরশান করাতে চান?'

অবাক চোখে তাকাল নোয়েল। 'অবশ্যই চাই।'

'তাহলে এটাই যথার্থ সময়। দু'মাসেরও বেশি হয়ে গেল আপনি অন্তঃসত্ত্বা।'

'না, এখন নয়, ইজরায়েল।'

'এটা আপনার প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে একটা কথা জেনে রাখুন। তিন মাস পর্যন্ত অ্যাবরশান করাটা খুব সহজসাধ্য ব্যাপার। ভ্রূণ এখনও পুরোপুরি আকার পায়নি। তিন মাস পেরিয়ে গেলে অপারেশানের কথা চিন্তা করতে হবে। ওটা বিপজ্জনক, আগেই জানিয়ে রাখছি। যত বেশি দেরি করবেন, অপারেশানের ব্যাপারটা বিপজ্জনক হবে তত বেশি। আমি চাই আপনি এখনই অ্যাবরশান করিয়ে ফেলেন।'

সামনে ঝুঁকে এল নোয়েল। 'বাচ্চাটা এখন কেমন?'

'এখন? কিছু কোষের সমষ্টিমাত্র।'

'মাস তিনেক পরে কেমন হবে?'

'ভ্রূণ ক্রমশ মানুষের রূপ নিতে শুরু করবে।'

'বাচ্চাটা কোন কিছু অনুভব করতে পারে এখন?'

'আঘাত এবং চিৎকারে সাড়া দেয়, এর বেশি কিছু নয়।'

নোয়েল স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ইজরায়েলের দিকে। 'ব্যথা-বোধ জন্মেছে তার?'

'মনে হয় জন্মেছে।'

চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইল নোয়েল। ইজরায়েল তাকে অবলোকন করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'নোয়েল, আমি বুঝতে পারি, আপনি বাচ্চাকে রাখতে চাইছেন, আবার পিতৃ-পরিচয়ের ব্যাপার নিয়ে ভয়ও পাচ্ছেন। সে ক্ষেত্রে আপনাকে বিয়ে করতে রাজি আছি।'

বিস্মিত চোখে তাকাল নোয়েল। 'আমি আপনাকে আগেই বলেছি

BanglaBook.org

ইজরায়েল, এই বাচ্চার কোনও দরকার আমার নেই। আমি অ্যাবরশান করাতে চাই।'

'তাহলে এই মুহূর্তেই করিয়ে ফেলুন, দোহাই লাগে আপনার,' প্রায় চিৎকার করে উঠল ইজরায়েল। আশেপাশের টেবিল থেকে অনেকেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তাদের দিকে। গলার স্বর নামিয়ে আনল ইজরায়েল। 'আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে এমন কোন ডাক্তার গোটা ফ্রান্সে খুঁজে পাবেন না, যে আপনার অ্যাবরশান করতে পারবে।'

'বুঝতে পেরেছি আমি,' শান্তস্বরে বলল নোয়েল। 'তবে আমি যদি বাচ্চাকে রাখতে চাই, তাহলে কী জাতীয় খাদ্য এখন আমার বেশি খাওয়া প্রয়োজন?'

চুলের ভেতর আঙুল চালিয়ে বলল ইজরায়েল, 'প্রচুর পরিমাণে ফল, মাংস আর দুধ।'

ঘরে ফেরার পথে নোয়েল বেশকিছু টাটকা ফল, মাংস আর কয়েক লিটার দুধ কিনে নিল দোকান থেকে। দিন দশেক বাদে মাদাম রোজকে জানাল, সে অন্তঃসত্ত্বা, অতএব তার ছুটির দরকার।

নোয়েলের শরীরের দিকে তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মাদাম রোজ, 'কত দিনের জন্যে?'

'ছয় কিংবা সাত সপ্তাহ।'

'আর কোন সাহায্য করতে পারি তোমাকে?'

'ধন্যবাদ, সেটার প্রয়োজন হবে না।'

'ঠিক আছে, ফিরে এস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আমি ক্যাশিয়ারকে বলে দিচ্ছি, তোমাকে অগ্রিম বেতন দিয়ে দেবে।'

'ধন্যবাদ, মাদাম।'

BanglaBook.org

মাঝে-মধ্যে দোকানে যাওয়া ছাড়া পরবর্তী চার সপ্তাহে ঘর ছেড়ে প্রায় বেরুলই না নোয়েল। খিদের অনুভূতি তেমন না থাকলেও ফলমূল আর দুধ খেল প্রচুর পরিমাণে। যেমন করে সে আগে জেনে গিয়েছিল সে অন্তঃসত্ত্বা, ঠিক তেমনি করেই সে জেনে গেছে, সে তার পেটে ধারণ করেছে পুত্রসন্তান। তার নাম দিয়েছে সে ল্যারি।

'আমি চাই, তুমি বড় হয়ে ওঠো, হয়ে ওঠো শক্ত-সমর্থ,' ল্যারির সঙ্গে

আপন মনে কথা বলে সে। 'তুমি মারা যাবার সময় তোমার স্বাস্থ্য থাকবে চমৎকার। আমি সেটাই চাই।'

বিছানায় শুয়ে শুয়ে নোয়েল প্রতিদিন ল্যারি আর ল্যারির সন্তানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের পরিকল্পনা করে। আর নিজের শরীরের ভেতরে আরেকটা জীবন। কিন্তু সেটা তার শরীরের কোনও অংশ নয়। এটা পুরোপুরি ল্যারির সম্পত্তি। এবং নোয়েল তা ধ্বংস করবে।

মাঝেমাঝে ফোন বেজে ওঠে। কিন্তু নিজস্ব পরিকল্পনায় বিভোর নোয়েল গুরুত্ব দেয় না তাতে। সে নিশ্চিত জানে, এটা ইজরায়েল কাৎস।

একদিন সন্ধেয় নোয়েলের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কা। প্রথমে পাত্তা দিল না সে। কিন্তু ধাক্কার অবিরাম এবং ক্রমবর্ধমান শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে বাধ্য হলো দরজা খুলে দিতে। ইজরায়েল কাৎস।

'মাই গড, নোয়েল! আমি সারাদিন আপনাকে ফোন করার চেষ্টা করেছি।' ইজরায়েলের কণ্ঠে উদ্বেগ। 'আমি ভেবেছিলাম, আপনি, বোধ হয়, অন্য কোথাও অ্যাবরশান করিয়ে নিয়েছেন।'

'না,' মাথা নাড়াল নোয়েল। 'এটা আপনাকেই করতে হবে।'

'কয়েকদিন আগে বলা আমার কথাগুলো আপনি কি ঠিক বুঝতে পারেননি?' গম্ভীরস্বরে বলল ইজরায়েল। 'ভীষণ দেরি হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। এখন কেউ এটা করতে রাজি হবে না।'

টেবিলে রাখা দুধের শূন্য বোতল এবং ফলমূল দেখে মুচকি হেসে বলল ইজরায়েল, 'আপনি তাহলে বাচ্চা রাখতে চান। তা আগে স্বীকার করেননি কেন?'

'বাচ্চাটা এখন কেমন হয়েছে, বলুন না, প্লীজ।'

'কে?'

'বাচ্চা। তার কি এখন চোখ-কান আছে? ব্যথা পায় সে?'

'দোহাই লাগে, নোয়েল, প্লীজ, থামুন। আপনি এমনভাবে কথা বলেন যেন...'

'যেন কী?'

'কিছু না। আমি আপনাকে ঠিক বুঝতে পারি না, নোয়েল।'

শান্তভাবে হাসল নোয়েল। 'আমি সেটা জানি।'

BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত ভেবে ইজরায়েল মুখ খুলল, 'আপনি এখনও অ্যাবরশান করাতে চাইলে আমি একটু ঝুঁকি নিয়ে হলেও ব্যবস্থা করে দেব। আমার এক বন্ধু ডাক্তার আছে। সে আমার কথা ফেলতে পারবে না। তাকে যদি আমি···

'না।'

ইজরায়েল তাকাল নোয়েলের দিকে।

'ল্যারি এখনও প্রস্তুত হয়নি,' নোয়েল জানাল।

তিন সপ্তাহ পরের কথা।

ভোর চারটেয় ইজরায়েল কাৎসের ঘুম ভেঙে গেল। টেলিফোন বাজছে। মেজাজ খিঁচড়ে গেল তার। ডাক্তার হবার এই এক বিপদ। কোন বেকুব ফোন করছে এই সময়ে? একরাশ বিরক্তি নিয়ে রিসিভার কানে দিতেই সে শুনতে পেল, 'ইজরায়েল?' ফোনের অপর প্রান্তের কণ্ঠ অপরিচিত মনে হলো তার।

'হ্যাঁ।'

'এখন···' ঠিক যেন কানে কানে ফিসফিস করে বলা কথা।

'কে বলছেন আপনি?'

'চলে আসুন, ইজরায়েল, প্লীজ। এখুনি···

এক টুকরো বরফ গড়িয়ে গেল ইজরায়েলের মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে। 'নোয়েল?'

'ঠিক এখনই, প্লীজ!'

'দোহাই আপনার, আমি ওটা করতে পারব না। খুব দেরি হয়ে গেছে। এখন কোনও কিছু করতে গেলে আপনি মারা যাবেন, আর দায়ী হব আমি। আপনি তারচে' বরং হাসপাতালে খবর দিন।'

ফোনে একটা আর্তচিৎকার শুনতে পেল ইজরায়েল। চমকে উঠল রীতিমত। নোয়েল সাড়ে পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এখন তাকে কী করে সাহায্য করবে ইজরায়েল?

যথাসম্ভব দ্রুত কাপড় পরতে শুরু করল সে।

নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে ইজরায়েল দেখল, রক্তাক্ত মেঝেতে শুয়ে আছে সে। মুখমণ্ডল সাদা—মৃতের মত। কিন্তু যন্ত্রণার কোনও ছাপ নেই তাতে। পরনে তার বিয়ের গাউন।

BanglaBook.org

নোয়েলের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ইজরায়েল। 'কী হয়েছে, নোয়েল? এটা কেমন করে...' থামতে বাধ্য হলো সে। নোয়েলের পায়ের কাছে পড়ে আছে লোহার হ্যাণ্ডার—টেনে লম্বা করা এবং রক্তাক্ত।

নোয়েলের শরীর থেকে রক্ত বেরুচ্ছে প্রচণ্ড বেগে। নিজের অসহায়ত্বে হতাশ হয়ে পড়ল ইজরায়েল। ঈশ্বর, সে এখন কী করবে?

'আমি অ্যাম্বুলেন্স ডাকতে যাচ্ছি।' উঠতে শুরু করল ইজরায়েল।

নিজের শরীর মেঝের ওপর দিয়ে টানতে টানতে নোয়েল এগিয়ে এসে অবিশ্বাস্য শক্তিতে চেপে ধরল ইজরায়েলের বাহু। 'ল্যারির বাচ্চা মারা গেছে।' পরিতৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল তার চোখে মুখে।

ছ'জন ডাক্তারের পাঁচ ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের ফলে জীবন ফিরে পেল নোয়েল। বাঁচার সম্ভাবনা তার ছিলই না প্রায়। মৃত্যুর দুয়ার থেকে ঘুরে এল সে।

দু'দিন পরে ইজরায়েল এল তাকে দেখতে। নোয়েল তখন বিছানায় উঠে বসতে পারছে।

'ডাক্তাররা বলছিল, আপনি যে বেঁচে আছেন, এটা একটা অলৌকিক ঘটনা,' হাসতে হাসতে বলল ইজরায়েল।

নোয়েল মাথা নাড়ল। তার মরার সময় হয়নি এখনও। ল্যারির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া বাকি আছে। এখনও অনেক কিছু করতে হবে। এটা তো সবে সূচনা। তবে প্রথমে খুঁজে বের করতে হবে ল্যারিকে। এর জন্যে হয়তো সময় লাগবে অনেক। তা লাগুক।

নোয়েল অপেক্ষা করবে।

BanglaBook.org

ক্যাথরিন

শিকাগোঃ ১৯১৯-১৯৪০

ছোট্ট একটা বার। কাঠের গুঁড়োয় ঢাকা মেঝে। ক্যাথ ন আলেকজাণ্ডার বাবার হাত ধরে ঢুকল সেই বারে। বাবা তাকে বসিয়ে দিলেন একেবারে টেবিলের

ওপরে। ক্যাথরিনের বয়স তখন পাঁচ। সে এখনও মনে করতে পারে, কত লোক তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল কেবল তাকে দেখার জন্যে। আর তার গর্বিত বাবা সবাইকে আপ্যায়ন করেছিল বিয়ার দিয়ে। ক্যাথরিনের হাতে এক বোতল গ্রীন রিভার ধরিয়ে দিয়ে বাবা সেদিন ডুবে ছিলেন বিয়ারে।

ছোটবেলার এই স্মৃতিটা এখনও দোলা দিয়ে যায় ক্যাথরিনকে।

বাবা তখন কাজ করেন অন্য শহরে। মাঝে-মধ্যে আসেন বাড়িতে, তা-ও খুব কম সময়ের জন্য। ক্যাথরিনের জন্যে উপহার আনার জন্যেই নাকি তাঁকে দূরের শহরে যেতে হয়—বাবা তো তা-ই বলেন।

ক্যাথরিন একবার বলেছিল তার বাবাকে, চাই না তার কোন উপহার, যেতে হবে না দূরে কোথাও।

বাবা হেসে বলেছিলেন, 'কী লক্ষ্মী মেয়ে আমার!'

পরদিনই বাবা আবার চলে গিয়েছিলেন। ছয় মাসের জন্যে।

ছোটবেলার সেই বছরগুলোয় মা'কে কিম্ভূত ব্যক্তিত্বের বলে মনে হত ক্যাথরিনের। অথচ বাবা ছিলেন ভীষণ উদারমনা, অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে ভরপুর। অদ্ভুতরকম স্পষ্ট তাঁর চরিত্র। বাড়িতে তাঁর উপস্থিতি মানেই বাড়িভর উৎসব—ছুটির মত, সারাদিন হৈচৈ, আমোদ-ফুর্তি আর খেলাধুলো।

ক্যাথরিনের বয়স তখন সাত। চাকরি হারালেন বাবা। তাদের জীবন যাপনের ধরন পাল্টে গেল। তারা শিকাগো থেকে গেল ইণ্ডিয়ানার গ্যারি শহরে। সেখানে এক জুয়েলারির দোকানে বিক্রেতা হিসেবে চাকরি হলো ক্যাথরিনের বাবার। ক্যাথরিন তখন স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

গ্যারিতে দিনগুলো কাটছিল খুব মজায়। প্রত্যেক রবিবারে বাবা আর মা'র সঙ্গে বেড়াতে যায় ক্যাথরিন, ভাড়া-করা ঘোড়ার পিঠে চড়ে কাটায় সারাদিন।

কিন্তু বাবা আবার চাকরি খোয়ালেন ছ'মাস বাদে। তারা চলে গেল হার্ভেতে। ক্যাথরিন ভর্তি হলো নতুন স্কুলে। সেখানে ইতোমধ্যেই ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং গড়ে উঠেছিল বন্ধুচক্র। কোন চক্রেই ঠাঁই হলো না ক্যাথরিনের। একঘরে করে ফেলা হলো তাকে। ফলে অন্যান্যরা সুযোগ পেলেই নিষ্ঠুর ইয়ার্কি করতে লাগল ক্যাথরিনের সঙ্গে।

এই আক্রমণ ঠেকাতে ক্যাথরিনকে উদাসীনতার মুখোশ এঁটে থাকতে

BanglaBook.org

হলো বেশ কয়েক বছর। সুফল কিছু হলো না এতে, বরং ঠাট্টার পাত্র হিসেবে তার খ্যাতি বিস্তার লাভ করল গোটা স্কুলে।

চোদ্দ বছর বয়সে ক্যাথরিনের শরীরে পরিণত নারীর প্রতিশ্রুতি দেখা গেল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে লাগল সে। তার একমাত্র ধ্যানধারণা, আয়নায় তার প্রতিবিম্বকে মনের মত করে গড়ে তোলা। সে নিজেকে সব পুরুষের আকাঙ্ক্ষিত নারী হিসেবে কল্পনা করে। কিন্তু আয়না, তার পয়লা নম্বর শত্রু, কল্পনার ওপরে বাস্তবের প্রলেপ দিয়ে দেয়। তার ধূসর চোখ, অবাধ্য চুল, বাঁকা নাক ভেঙে দেয় স্বপ্নময় কল্পনা।

ক্যাথরিন নিজেকে সান্ত্বনা দেয়—না, সে অতটা কুৎসিত, বোধ হয়, নয়। চোখ দুটোকে যথাসাধ্য কামনা-মদির করে পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে মডেল হিসেবে কল্পনা করে সে। অর্থহীন! ঠোঁটে বন্ধুত্বের হাসি, চোখে আমন্ত্রণের ঝিলিক আর উন্মুখ অভিব্যক্তি নিয়ে আরেকটা পোজ। সব হতাশাব্যঞ্জক।

পনেরো বছর বয়সে 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য' নামের একটা বই নিয়ে মত্ত হয়ে পড়ল ক্যাথরিন এবং পরবর্তী দুই সপ্তাহের প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে কাটাতে লাগল আয়নার সামনে। কিন্তু কোন ফলাফল বা উন্নতি তার চোখে পড়ল না। শেষমেষ বাদ দিয়ে দিল মিষ্টি খাওয়া, 'বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য' পড়া এবং আয়না দেখা।

কিছুদিন বাদে ক্যাথরিনরা আবার শিকাগোয় ফিরে গিয়ে সস্তা ভাড়ার ঘুপসি একটা বাড়িতে বাস করতে লাগল। দেশে তখন অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়ে গেছে। বাবা তখন কাজ করে কম, মদ খায় বেশি। আর বাবা-মা'র মধ্যে ঝগড়াঝাটি প্রায় সার্বক্ষণিক।

ইতোমধ্যে ঋতুস্রাব শুরু হলো ক্যাথরিনের। শারীরিকভাবে মহিলায় রূপান্তরিত হবার এই সময়টায় কোনও দৈহিক প্রয়োজন এবং প্রত্যাশা ছিল না তার। এখন একমাত্র স্বপ্ন, লক্ষ-কোটি মানুষের ভিড়ে নিজেকে 'একটা কিছু' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, যাতে রাস্তার লোকজন আঙুল তুলে তাকে দেখিয়ে বলে, 'ওই যে যাচ্ছে ক্যাথরিন আলেকজান্ডার, বিখ্যাত...।' বিখ্যাত কি? আসলে এটাই মূল সমস্যা। সে তখনও জানে না, কী হতে চায় সে আসলে।

ক্যাথরিন যখন হাই-স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্রী, সেই সময়ে আয়নার সঙ্গে বন্ধুত্ব

BanglaBook.org

হয়ে গেল তার। সে তখন অনেক জীবন্ত এবং আকর্ষণীয়। মোলায়েম ত্বক, সাদার ওপরে ক্রীমের প্রলেপ দেয়া তার রং, সুষম মুখমণ্ডল, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ এবং চাউনি, চমৎকার দেহসৌষ্ঠব, সুগঠিত স্তন, লম্বা পা—সব মিলিয়ে ক্যাথরিন তখন রূপে পরিপূর্ণা।

ভীষণ আশাবাদী লোক ক্যাথরিনের বাবা। টাকা উপার্জনের হরেকরকম উদ্ভট পন্থা তিনি হরদম আবিষ্কার করেন। সেগুলো বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে অনেক ঋণ হয়ে গেছে তাঁর। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টাই সফল হয়নি আজ অব্দি, স্বপ্ন বাস্তবের মুখ দেখেনি কখনও। কিন্তু ক্রমাগত ব্যর্থতাও হতাশ করে দেয় না তাঁকে, দমিয়ে দেয় না। নিত্যনতুন স্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকেন তিনি।

নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার খুব ইচ্ছে ক্যাথরিনের। ক্লাসের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রী সে। তবু এটাকে পুঁজি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পাবার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ, ক্যাথরিন সেটা জানে। আর তাই স্থির করে রেখেছে, স্কলারশিপ না পেলে কোথাও সেক্রেটারির চাকরি সে ঠিক খুঁজে নেবে।

ক্যাথরিন জানে তার ক্লাসের টনি করম্যান আর ডীন ম্যাকডেরমোট নামের দু'জন ছেলে প্রেমে পড়েছে তার। কিন্তু ক্যাথরিন তাদের পছন্দ করে না। তার পছন্দ অন্য একজন—রন পিটারসন। চওড়াকাঁধের দীর্ঘদেহী রন আসলে স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক। সে ঠিক তার নিজের মত, অন্য কারও সঙ্গে যার তুলনা চলে না। স্কুলের ফুটবল স্টার রন। অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সম্ভাবনা তার খুব উজ্জ্বল। স্বাভাবিক কারণেই স্কুলের সবচেয়ে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সে।

রন কিন্তু ক্যাথরিনের অস্তিত্বের ব্যাপারে মোটেও সজাগ নয়। স্কুলের করিডরে তারা একে অপরকে নীরবে পাশ কাটিয়ে যায়। অবশ্য বুদ্ধিদীপ্ত কিংবা উত্তেজক একটা কিছু বলে রনকে চমকে দেবার ইচ্ছে বরাবরই আছে ক্যাথরিনের। কিন্তু ইচ্ছে ফলপ্রসূ করার সাহস হয়নি কখনও।

অর্থনৈতিক সমস্যা ক্যাথরিনদের সংসারে মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল ক্রমশ। তিন মাসের বাড়ি ভাড়া বাকি, অথচ ক্যাথরিনের বাবা তার নিজস্ব পরিকল্পনার জগৎ নিয়ে মগ্ন। তিনি তখনও আশাবাদী এবং প্রাণবন্ত। বাবাকে দেখে ক্যাথরিনের

BanglaBook.org

মনে হয়, বাবা যেন এক দুরন্ত, স্বপ্নবিলাসী বালক, যার কল্পনার লাগামহীন ঘোড়া ছুটে চলে উদ্দাম, ক্লান্তিহীন। অতীতের সমস্ত ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে এক অনাগত উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে সারাক্ষণ। এই সংকটময় অবস্থাতেও তাঁর বাবা ডজনখানেক লোককে ডিনার-পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছেন একাধিকবার। সেইসব পার্টিতেই দেখেছে ক্যাথরিন, বাবা কোন এক ধনী বন্ধুকে আড়ালে ডেকে নিয়ে টাকা ধার নিচ্ছে। এত কিছুর পরেও ক্যাথরিন ভালবাসে বাবাকে। ভালবাসে তাঁর উদ্যমকে। ভালবাসে পৃথিবীভরা গোমড়ামুখো বিষণ্ণ লোকদের মাঝে বাবার সহাস্য উপস্থিতি।

এই সময়ে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেলেন ক্যাথরিনের মা। প্রথমবারের মত মৃত্যুকে সামনাসামনি উপলব্ধি করল ক্যাথরিন।

তার চাচা-চাচী এলেন ওমাহা থেকে। বাবার চেয়ে চাচা দশ বছরের ছোট। দুই ভাইয়ের চেহারা-চরিত্রে বিস্তর ফারাক। সফল ব্যবসায়ী সরলমনা তার এই চাচা প্রচুর টাকা ধার দিয়েছে বাবাকে, ক্যাথরিন সেটা জানে।

মা'র অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর চাচা বাবাকে ডেকে বললেন, 'তোমার টাকা পয়সার অবস্থা খুব খারাপ, আমি জানি, তুমি চিরকাল কেবল স্বপ্নই দেখে এসেছ। তবু হাজার হলেও তুমি আমার ভাই। আমি চাই তুমি আমার ওখানে কাজ করবে।'

'ওমাহায়?'

'হ্যাঁ। ওখানে তুমি স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করতে পারবে। আমাদের বাসাটা যথেষ্ট বড়, তুমি আর ক্যাথরিন থাকতে পারবে আমাদের সঙ্গেই। কোন অসুবিধে হবে না।'

ওমাহা! ক্যাথরিন মুষড়ে পড়ল। ওখানে গেলে বনবাসে যাবে তার সব স্বপ্ন। বাবা বললেন, 'ভেবে দেখি।'

'আমরা ছ'টার ট্রেনে ফিরে যাব,' চাচা বললেন। 'তার আগেই তোমার সিদ্ধান্ত জানাও আমাকে।'

ক্যাথরিন বসে ছিল বাবার সঙ্গে।

'ওমাহা!' চাপা ক্ষোভের স্বরে বললেন বাবা। 'আমি বাজি রেখে বলতে পারি, ওখানে চুল কাটার ভদ্র কোনও সেলুনও নেই।'

BanglaBook.org

কিন্তু ক্যাথরিন জানে, ভদ্র সেলুন থাকুক বা না-ই থাকুক, আর কোন উপায় নেই তার। জীবন তাঁকে ফাঁদে ফেলে দিয়েছে। বিরক্তিকর কোনও চাকরির নিয়মমাফিক জীবনধারা নষ্ট করে দেবে তার উদ্যম এবং জীবনীশক্তি। ক্যাথরিনের নিজের আর কী? নর্থ-ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ভুলে যেতে হবে তাকে। সে অবশ্য স্কলারশিপের জন্যে একটা দরখাস্ত দিয়ে রেখেছে, কিন্তু কোনও খবরাখবর নেই আজ অব্দি।

সেদিন বিকেলে বাবা জানালেন চাচাকে, তিনি রাজি।

তাদের ওমাহায় বদলি হয়ে যাবার খবরটা পরদিন প্রিন্সিপালকে পৌঁছে দিতে গিয়ে অন্য একটা সংবাদ পেল ক্যাথরিন। সে নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পেয়ে গেছে।

রাতে ক্যাথরিন আলোচনায় বসল তার বাবার সঙ্গে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, বাবা চাকরি করতে যাবে ওমাহায়, আর সে যাবে নর্থওয়েস্টার্নে পড়াশুনো করতে।

দিন দশেক বাদে ক্যাথরিন স্টেশনে গেল বাবাকে বিদায় দিতে। প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাকাল সে বাবার দিকে—গোটা পৃথিবীতে তার সবচেয়ে আপনজন। ট্রেনের কাচের জানালায় মুখ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। তার মহাউদ্যমী সুদর্শন বাবা, যিনি এখনও মনে মনে বিশ্বাস করেন—এমন একটা সময় আসবে যখন পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয়।

স্টেশন থেকে ফেরার পথে একটা কথা মনে পড়ায় আপনমনেই হেসে উঠল ক্যাথরিন। এই ঘোর দুঃসময়েও বাবা তাঁর নিজের জন্যে ট্রেনের সবচেয়ে দামী সীট রিজার্ভ করতে ভোলেননি।

নর্থওয়েস্টার্নে প্রথম দিনগুলো উত্তেজনায় ভরপুর মতো হলো ক্যাথরিনের। তার সব স্বপ্নের দরজা খোলার চাবি হলো এই নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়। কত নামহীন, লক্ষ্যহীন স্বপ্ন তাকে দহন করেছে এতদিন। সাফল্যের চাবি এখন তার হাতে।

অচিরেই একটা পার্টটাইম চাকরি জুটিয়ে নিল সে। কাজ তেমন শক্ত কিছু নয়। ক্যাম্পাসের জনপ্রিয় এক স্যাণ্ডউইচের দোকানে বিকেলে ক্যাশিয়ারের কাজ। সপ্তাহান্তে বেতন পনেরো ডলার। এই পয়সায় বিলাসিতা সে অবশ্য

BanglaBook.org

করতে পারে না, তবে তার বইপত্র কেনাকাটাসহ অন্যান্য জরুরি চাহিদা মিটে যায় অনায়াসে।

মাস ছয়েক পরে একটা নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এল ক্যাথরিন—পুরো ক্যাম্পাসে সে একমাত্র কুমারী। ওপর ক্লাসের মেয়েরা সেক্স নিয়ে আলোচনা করে, সে আড়ি পেতে শোনে। ব্যাপারগুলো ভীষণ উত্তেজক মনে হয় তার কাছে। ক্যাম্পাসে আলাপ-আলোচনার একমাত্র বিষয়—সেক্স। রুমে, ক্লাসে, বাথরুমে, ওয়াশরুমে, তার দোকানে—সব জায়গায় একই প্রসঙ্গ।

এইসব আলোচনা নোংরা এবং অমার্জিত মনে হয় ক্যাথরিনের। কিন্তু তাদের কথোপকথনের একটা হরফও না শুনে ছাড়বে না। মেয়েরা যখন বর্ণনা করে তাদের যৌন অভিজ্ঞতার কথা, ক্যাথরিন তখন নিজেকে অজানা এক ছেলের সঙ্গে যৌনলীলায় মত্ত অবস্থায় কল্পনা করে।

হা ঈশ্বর! খুব কষ্ট হয় ক্যাথরিনের। কুমারী অবস্থাতেই হয়তো মারা যাবে সে। নর্থওয়েস্টার্নে উনিশ বছর বয়সের একমাত্র কুমারী ক্যাথরিন। শুধু নর্থওয়েস্টার্ন কেন, কে জানে, হয়তো গোটা আমেরিকায়!

মেয়েদের আলোচনায় একটা নাম বারবার উচ্চারিত হয়—রন পিটারসন, ক্যাথরিনের স্কুলের ফুটবল স্টার। যথারীতি অ্যাথলেটিক স্কলারশিপ জুটিয়ে নিয়ে নর্থওয়েস্টার্নে ভর্তি হয়েছে। স্কুলে যেরকম জনপ্রিয়তা ছিল তার, এখানেও সেটার কমতি নেই কোন।

ল্যাটিন ক্লাসে রনকে প্রথম দেখে ক্যাথরিন। সে এখন আরও অনেক বেশি সুদর্শন, পূর্ণতা এসেছে চেহারায়। ক্লাসশেষে রন ক্যাথরিনের দিকে এগিয়ে আসছে দেখে দুরুদুরু করতে লাগল তার বুক। রন কি তাকে পরে একদিন সাক্ষাতের প্রস্তাব দেবে না নিশ্চয়ই দেবে।

'ইয়ে...মানে...' ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে তার নাম মনে করতে চেষ্টা করছিল রন।

খানিকটা অস্বাভাবিক মুহূর্ত কেটে গেল। 'ক্যাথরিন,' তাড়াতাড়ি মনে করিয়ে দিল সে।

'ও হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। কেমন লাগছে তোমার এখানে? দারুণ না?'

সমস্ত মাধুর্য গলায় সঞ্চয় করে উত্তর দিল ক্যাথরিন, 'অবশ্যই। এটা তো সবচেয়ে—'

BanglaBook.org

লক্ষ্যভেদ হলো না। অদূরে অপেক্ষমাণ স্বর্ণকেশী এক তরুণীর দিকে তাকিয়ে ছিল রন। 'চলি দেখা হবে।' নির্বিকারভাবে কথাগুলো উচ্চারণ করে রন চলে গেল মেয়েটির দিকে।

এর পর রনকে ক্যাম্পাসের ভেতরে বেশ কয়েকবার দেখেছে ক্যাথরিন। এবং প্রত্যেকবারই আলাদা আলাদা মেয়ের সঙ্গে। কখনও কখনও সঙ্গে দু'তিনজন মেয়ে। তার কি ক্লান্তি নেই?

অন্যান্য মেয়েরা যখন তাদের বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে রাত কাটায়, তখন বিছানায় শুয়ে ক্যাথরিন নিজেকে কল্পনা করে রনের সঙ্গে। সে রনের কাপড় খুলে দিচ্ছে, রন তার। সে রনকে আদর করছে, রন তাকে। ব্যস, এই পর্যন্তই। কল্পনা আর এগোয় না। নিজেকে গালি দেয় ক্যাথরিন, 'ইডিয়ট! কল্পনাতেও তুমি এটা ঠিকমত করতে পারো না।' তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। তাকে সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে যোগ দিতে হবে নাকি?

খুব জানতে ইচ্ছে করে ক্যাথরিনের, সন্ন্যাসিনীরা কি কখনও যৌন কল্পনা করে? কিংবা স্বমেহন করা কি পাপ তাদের জন্যে? আর ধর্মযাজকরা কি মেয়েদের শরীর আদৌ স্পর্শ করেন না?

ক্যাথরিন যে-ক্যান্টিনে কাজ করে, সেখানে প্রতিদিন আড্ডায় হাজিরা দেয় রন পিটারসন। ক্যান্টিনে ঢোকার সময় রন ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে উদাসহীন ভাবে হাসে—লৌকিকতার খাতিরেই হয়তো।

ক্যাথরিন কিন্তু রন আসার সাথে সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার হাসি উপহার দিয়ে অপেক্ষা করে, রন হয়তো তার কাছে প্রস্তাব দেবে কোথাও দেখা করার বা চাইবে এক গ্লাস জল কিংবা তার কুমারিত্ব। কিন্তু কোনওদিন কিছু ঘটে না। ক্যান্টিনের সব মেয়েকে যাচাই করে একটা নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে এসেছে ক্যাথরিন—এদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী সে। কিন্তু তার খুঁতটা কোথায়?

অচিরেই এটার উত্তর পেয়ে গেল ক্যাথরিন।

সোনালি চুলের অ্যান, যার সঙ্গে রনকে হামেশাই দেখা যায়, ক্যাম্পাসে ক্যাথরিনকে একা পেয়ে বলে বসল, 'সবাই তোমার সম্পর্কে কী বলে, শুনতে চাও?'

না, ক্যাথরিন চায় না শুনতে। কিন্তু তাকে জানতে হবে। 'বলো।'

BanglaBook.org

'বলে, তুমি লেসবিয়ান।'

'কী বললে?'

'বললাম, তুমি লেসবিয়ান।'

সেই রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম এল না ক্যাথরিনের। তাই ইন্টারভিউ নিতে শুরু করল নিজের।

'মিস আলেকজান্ডার, তোমার বয়স কত?'

'উনিশ।

'তুমি পুরুষ পছন্দ করো?'

'করি, তবে সবাইকে নয়।'

'তুমি পুরুষের সাথে শুয়েছ কখনও?'

'না।

'কোনও মেয়ের সঙ্গে শুতে চাও?'

অনেকক্ষণ ধরে ভাবল ক্যাথরিন। নিজেকে কল্পনা করল অন্য মেয়ের সঙ্গে।—সেই মেয়ের ঠোঁটে তার ঠোঁট, মেয়ের কোমল হাত তার সারা শরীরে খেলা করে বেড়াচ্ছে।—কেঁপে উঠল সে। না, এটা কখনও হয় না।

ক্যাথরিন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। পূর্বাকাশে তখন আলোর আভাস, সারারাত চিন্তা করে একটা স্থির সিদ্ধান্তে সে এসে গেছে ততক্ষণে—সে তার কুমারিত্ব উৎসর্গ করবে একজনের কাছে এবং সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি হবে ক্যাম্পাসের সব মেয়ের স্বপ্নপুরুষ—রন পিটারসন।

ইয়োরোপে তখন যুদ্ধের হাওয়া বইছে এবং তার প্রভাব পৌঁছে গেছে আমেরিকা অব্দি। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে—এই শ্লোগানে বেশ কয়েকবার মুখরিত হয়েছে নর্থওয়েস্টার্ন ক্যাম্পাস।

BanglaBook.org

সুযোগ একবার এল ক্যাথরিনের। একদিন সন্ধেবেলা ক্যাম্পাসে হঠাৎ দেখা রনের সঙ্গে।

'হ্যালো, ক্যাথরিন, যাচ্ছ কোথায়?' রন বলল।

অভূতপূর্ব এক অনুভূতি ঝিলিক দিয়ে উঠল ক্যাথরিনের শরীরে। রন তাকিয়ে আছে তার দিকে! মেক-আপটা কি সে ঠিক করে নেবে? কিংবা চুলে

বুলিয়ে নেবে চিরুনি?

'কোথায় যাচ্ছ?' আবার জিজ্ঞেস করল রন।

এই তো সুযোগ! আমন্ত্রণসূচক দৃষ্টিতে রনের দিকে তাকাল ক্যাথরিন। বলল, 'ঘুরছি এমনি। বিশেষ কোনও পরিকল্পনা নেই।'

'বিশেষ কিছু করতে চাও?'

তা-ই তো চায় ক্যাথরিন। 'হ্যাঁ।'

রনের গাড়িতে চড়ে ঘুরল তারা দু'জন। চাইনিজ খেলো একসঙ্গে। রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে কোনও মোটেলে রাত কাটানোর প্রস্তাব দিল রন। ক্যাথরিন সায় দিল সানন্দে। স্বপ্ন সত্যি হতে চলেছে শেষমেষ।

কিন্তু সব ভেস্তে গেল তার নির্বুদ্ধিতায়। রনের পুরুষত্বহানিকর এক বোকাটে মন্তব্য করে ক্যাথরিন নষ্ট করে ফেলল রনের মনে তিলে তিলে জমে ওঠা সমস্ত আবেগ, উত্তেজনা। রন পিটারসনকে কুমারিত্ব বিসর্জন দেয়ার স্বপ্ন অপূর্ণই রয়ে গেল ক্যাথরিনের।

ক্যাম্পাসের আবহাওয়া ইতোমধ্যেই অনেক বদলে গেছে। ইয়োরোপের ঘটনাবলীর সঙ্গে আমেরিকা জড়িয়ে পড়বে—এমন একটা জোর গুজব শোনা যাচ্ছে ক'দিন ধরে।

এদিকে হিটলারের স্বপ্ন প্রায় বাস্তবায়িত হবার পথে। নাৎসী বাহিনী ডেনমার্ক দখল করে নিয়ে নরওয়ে আক্রমণ করেছে।

ক্যাম্পাসে তখন আলাপ আলোচনার প্রসঙ্গ সেক্স নয়—রাজনীতি। অনেকেই ক্লাসে আসে সামরিক বা নৌবাহিনীর পোশাক পরে। সুসি রবার্টস নামে ক্যাথরিনের ক্লাসের এক মেয়ে একদিন বলল তাকে, 'আমি আজ ওয়াশিংটন চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'মেয়েদের জন্য খুব ভাল জায়গা ওটা। মেয়ের সংখ্যা ওখানে খুব কম। পুরুষরা হন্যে হয়ে ঘোরে মেয়েদের পেছনে। একজন মেয়ের জন্য কমপক্ষে একশো জন পুরুষ, ভাবতে পারো? আর এখানে? বাইরে তোমার জন্যে বিশাল পৃথিবী অপেক্ষা করছে, ক্যাথরিন। যাবে নাকি, ভেবে দেখো।'

'আমি এই মুহূর্তে ঠিক বলতে পারছি না।'

BanglaBook.org

কিন্তু ওয়াশিংটনের কথা ভাবতে ভাবতে কয়েকদিনের মধ্যে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল ক্যাথরিন। একদিন সন্ধেবেলা বাবাকে ফোন করে জানাল, সে ওয়াশিংটনে যেতে চায় কাজ করতে। বাবা রাজি হয়ে গেলেন সহজেই।

সুসি রবার্টসের নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়ে পরদিন ক্যাথরিন রওনা দিল ওয়াশিংটন ডি. সি.-র উদ্দেশে।

নোয়েল

প্যারিসঃ ১৯৪০

১৪ জুন, শনিবার। ফ্রান্সকে হতভম্ব করে দিয়ে প্যারিসে ঢুকে পড়ল পঞ্চম জার্মান সেনাবাহিনী। যুদ্ধের ইতিহাসে সবচেয়ে অপ্রীতিকর পরিণতির স্বীকার হলো ম্যাজিনো লাইন। পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর সমরযন্ত্রের সামনে প্রকট হয়ে উঠল ফ্রান্সের অসহায়ত্ব।

এর আগে আটচল্লিশ ঘণ্টা অবিরাম গোলাগুলির দূরাগত আওয়াজ ভেঙে দিয়েছে প্যারিসের ভীতিপ্রসূত অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ, বয়ে গেছে গুজবের জোয়ার।··· জার্মানরা একেবারে ধ্বংস করে ফেলেছে লন্ডন···এক ভয়ঙ্কর বোমা মেরে প্যারিসকে গুঁড়িয়ে দেবে তারা··· ইত্যাদি ইত্যাদি। হিটলার বাহিনী সত্যি সত্যি প্যারিসে এসে পড়লে গুজবের কারখানাগুলো তাদের উৎপাদন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলো। বন্ধ হয়ে গেল রেডিও, দৈনিক পত্রিকার অফিস।

প্যারিস ভরে গেল ইউনিফর্ম-পরা বিদেশীতে। নাৎসীবাহিনীর পতাকা ওড়ানো চক্‌চকে নতুন মার্সিডিজ শহরের শোভা বৃদ্ধি করতে লাগল। প্যারিসে অনেক পরিবর্তন ঘটল পরবর্তী দু'সপ্তাহে। সাইনবোর্ডগুলোয় জার্মান ভাষা জায়গা করে নিল ফরাসী হটিয়ে দিয়ে। রাতারাতি উধাও হয়ে গেল ফ্রান্সের বীরদের মূর্তি। জার্মান সৈন্যদের কাছে প্যারিস যেন উন্মুখ বারবণিতাদের শহর। কচি বালিকা থেকে শুরু করে বয়স্ক বেশ্যা—কেউ বাদ পড়ল না তাদের খপ্পর থেকে।

সংকট শুরু হয়ে গেল চারদিকে। বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য

BanglaBook.org

উধাও। মাংস, দুধ, সাবান, গ্যাসোলিন—কোথাও কিছু নেই। খোলা থাকে কেবল বিলাসদ্রব্যের দোকানগুলো, যেখানে একমাত্র ক্রেতা জার্মানরা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ন্যায্য মূল্য পরিশোধে তাদের অনীহা। ক্ষুব্ধ ফরাসী দোকানদার যদি জিজ্ঞেস করে, 'বাকিটা দেবে কে?'

ক্রূর হেসে উত্তর দেয় তারা, 'দ্য ব্যাংক অভ ইংল্যান্ড।'

নোয়েল তখন কাজ করছে অন্য এক ফ্যাশান-হাউসের মডেল হিসেবে। যুদ্ধ কোনও পরিবর্তন আনেনি তার জীবনে। দোকানে খদ্দেরের কমতি নেই। আর সব যুদ্ধের মতই এই যুদ্ধও অনেককে কোটিপতি বানিয়ে দিয়েছে রাতারাতি। তাদের আনাগোনাতেই মুখর ফ্যাশান-হাউস। মাঝে-মধ্যে কিছু কিছু জার্মানও আসে সেখানে। ইউনিফর্ম পরে না থাকলেও জার্মানদের খুব সহজে চিনতে পারে নোয়েল। তাদের সবার মুখেই ঔদ্ধত্যের ছাপ।

হাতে কিছু পয়সাকড়ি জমতেই এক প্রাইভেট ডিটেকটিভের কাছে গেল নোয়েল। নাম তার ক্রিশ্চিয়ান বারবেত। ছোট্ট তার অফিসঘর, সেই তুলনায় সাইনবোর্ডটি প্রকাণ্ড।

'কী করতে পারি আপনার জন্য?' বারবেত জানতে চাইল। সরু সরু তার চোখ, নিকোটিনে হলদে হয়ে-যাওয়া আঙুল, মাথায় টাক।

'ইংল্যান্ডে অবস্থানরত একজনের সম্পর্কে তথ্য চাই আমি।'

উৎসুক চোখে তাকাল সে। 'কী ধরনের তথ্য?'

'যে-কোনও,' নোয়েল জানাল। 'যে-কোনও তথ্য। সে কী করে, বিবাহিত কি না, কার সাথে ঘোরে, রাত কাটায়—সব। সোজা কথা, আমি একটা স্ক্র্যাপবুক চাই তার সম্পর্কে।'

'সে কি ইংরেজ?'

'না, আমেরিকান। ঈগল স্কোয়াড্রনের পাইলট।'

চিন্তিত মনে হলো ক্রিশ্চিয়ান বারবেতকে। 'এই যুদ্ধের সময় একজন পাইলটের ব্যাপারে খবরাখবর নেয়া কি সহজ হবে খুব? জার্মানরা আগে গুলি করে, প্রশ্ন করে তার পরে।'

'কোন সামরিক তথ্যের প্রয়োজন নেই আমার।' পার্স থেকে একতাড়া ফ্রাঁ বের করল নোয়েল। বারবেত লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাল সেদিকে।

BanglaBook.org

ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল এভাবেই।

তিন মাস পরে নোয়েলকে ফোন করল বারবেত।

তার অফিসে ঢুকে প্রথমেই জানতে চাইল নোয়েল, 'বেঁচে আছে সে?'

'বদলি করা হয়েছে তাকে। আগে সে ছিল ৬০৯ নম্বর স্কোয়াড্রনে। এখন ১২১ নম্বরে।'

'এসব নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই আমার।'

'তাহলে ব্যক্তিগত ব্যাপার সংক্রান্ত কিছু তথ্য শুনুন। প্রচুর মেয়ে জুটেছে তার। একেকদিন একেকজনের সঙ্গে রাত কাটাচ্ছে।' নোয়েলের দিকে তাকাল বারবেত। 'মেয়েদের নাম প্রয়োজন আপনার?'

'অবশ্যই—সবকিছু প্রয়োজন।' নোয়েলের কথার সুরে এমন একটা কিছু ছিল, যা হতবুদ্ধি করে দিল ক্রিশ্চিয়ান বারবেতকে। ধাঁধায় পড়ে গেল সে। অস্বাভাবিক একটা কিছু থাকতেই হবে এতে। নিজে থার্ড-গ্রেডের ডিটেকটিভ হলেও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা বারবেতকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, ঘটনা শুঁকে সত্য বের করার একটা ক্ষমতা জন্মে গেছে তার। কিন্তু এক্ষেত্রে যাবতীয় ধারণা, আন্দাজ, অনুমান ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে। ল্যারি ডগলাসের বান্ধবীদের তালিকা নোয়েলের হাতে দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে সে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। কোন প্রতিক্রিয়া নেই। যেন ধোপার কাপড়ের তালিকা পড়ছে নোয়েল।

নোয়েলের পরবর্তী কথার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিল না বারবেত। 'আপনার কাজে আমি খুব খুশি। আবার নতুন কোনও তথ্য পেলে ফোন করে জানাবেন আমাকে।'

নোয়েল চলে যাবার পর সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল বারবেত। তার এই মক্কেলের উদ্দেশ্যটা কী? কী চায় সে?

ফ্রান্সের থিয়েটার জগৎ আবার সচল হয়ে উঠল ক্রমশ। বিজয় উদ্‌যাপন করতে থিয়েটার দেখতে যায় জার্মানরা, আর ফরাসীরা যায় পরাধীনতার গ্লানি ভুলতে—ক্ষণিকের জন্যে হলেও।

মার্সেই-এ থাকার সময় বার কয়েক থিয়েটারে গিয়েছিল নোয়েল। কিন্তু প্যারিসের থিয়েটারের সঙ্গে সেটার কোনও তুলনাই চলে না। নোয়েল এখন

BanglaBook.org

প্রায়ই থিয়েটারে যায়, আবিষ্ট হয়ে দেখে সবার অভিনয়। বিশেষ করে একদিনের কথা সে ভুলতে পারে না, যেদিন ফিলিপ সোরেলের অভূতপূর্ব অভিনয় ছুঁয়ে গিয়েছিল তার মন। ফিলিপ সোরেল ইয়োরোপে দেবতার মত পূজনীয় ব্যক্তি। অথচ তাঁর শরীর বেঁটে এবং মাংসল, কদর্য চেহারা—বক্সারদের চেহারা ওরকম হয়। কিন্তু যখনই তিনি কথা বলেন, সম্মোহিত হয়ে যেতে হয়। নোয়েল কয়েকবার তাঁর অভিনয় দেখেছে একেবারে সামনের সারিতে বসে। ফিলিপ সোরেলের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের গুপ্ত সত্য বের করাই তখন তার লক্ষ্য।

একদিন বিরতির সময় কে-একজন নোয়েলকে একটা চিরকুট দিয়ে চলে গেল। তাতে লেখা—'প্রায় প্রতিদিন আপনাকে দর্শকদের ভেতরে দেখি। আজকে নাটক শেষ হলে, প্লীজ, গ্রীনরুমে আসবেন। আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে চাই।—ফিলিপ সোরেল।'

চিরকুটটা ভাঁজ করে রাখল নোয়েল। পরিকল্পনা মাফিক চলছে সবকিছু।

গ্রীনরুমে আয়নার সামনে বসে মেক-আপ ছাড়াচ্ছিলেন ফিলিপ সোরেল। আয়না দিয়ে নোয়েলকে লক্ষ করে বললেন তিনি, 'অবিশ্বাস্য ব্যাপার! কাছ থেকে আপনি আরও বেশি সুন্দরী।'

'ধন্যবাদ, মঁসিয়ে সোরেল।'

নোয়েলের দিকে ঘুরে বসলেন ফিলিপ। তাঁর চোখ নোয়েলের আপাদমস্তক ভ্রমণ করল—কোনকিছুই বাদ পড়ল না।

'কোনও চাকরি খুঁজছেন?' জিজ্ঞেস করলেন ফিলিপ।

'না।'

'তাহলে?'

'আমার মনে হয়, আমি এতদিন আপনাকেই খুঁজেছি।'

সেদিন ফিলিপের অ্যাপার্টমেন্টে গেল নোয়েল।

বিছানায় ফিলিপ দক্ষ খেলোয়াড়। অবিশ্বাস্যরকম স্বার্থহীন এবং বিচক্ষণ। তিনি নোয়েলের পক্ষ থেকে কিছুই আশা করেননি, কিন্তু বিছানায় নোয়েলের বহুমুখী কুশলতায় অবাক না হয়ে পারলেন না।

'অসাধারণ!' তৃপ্তকণ্ঠে বললেন ফিলিপ। 'কোত্থেকে শিখেছ তুমি এসব?'

এক মুহূর্ত ভাবল নোয়েল। এসব শেখার জিনিস নয়, এসব অনভবের

BanglaBook.org

ব্যাপার। পুরুষের শরীর তার কাছে বাদ্যযন্ত্রের মত, লাগসই কর্ড খুঁজে বের করে সেখানে নিজের শরীর সহকারে চমৎকার উত্তেজক ঐকতান বের করার মধ্যে কঠিন এমন কী আছে!

ফিলিপ সোরেলের সঙ্গে ছয় মাস একত্রে কাটাল নোয়েল। সে জানে, ফিলিপকে সে তৃপ্ত করতে পেরেছে। তবে সেটা তার জন্য আদৌ কোনও ব্যাপার নয়। নিজেকে সে সবসময় ছাত্রী হিসেবে ভাবে। প্রতিদিন নতুন কিছু শিখতে হবে, এটা দৈনিক রুটিন। নোয়েলের বিশাল এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার এটা একটা অংশমাত্র। তার চিন্তায় তখন কেবল ল্যারি ডগলাস। একটু গভীরভাবে ল্যারির কথা ভাবলেই এক ধরনের ঘৃণাবোধ জেগে ওঠে তার মনে, কষ্ট হয় শ্বাস নিতে। শুধু ঘৃণা নয়, আরও এক অদ্ভুত অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে আছে—সেটার নাম সে জানে না।

ডিটেকটিভ ক্রিশ্চিয়ান বারবেত একদিন ফোন করল নোয়েলকে।

'সে কেমন আছে?' উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

অস্বস্তিকর এক অনুভূতির অস্তিত্ব বিব্রত করল বারবেতকে। 'ভাল,' জানাল সে।

'তাহলে বলুন, কী খবর। আমি লিখে নিচ্ছি সব।'

রিপোর্টের দুটো অংশ। প্রথম অংশ ল্যারির সামরিক পেশাজীবন সম্পর্কে। সে ইতোমধ্যে পাঁচটি জার্মান প্লেন ধ্বংস করেছে। তার পদোন্নতি হয়েছে, সে এখন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট। রিপোর্টের দ্বিতীয় অংশ নোয়েলের জন্যে বেশি জরুরি—বৃটিশ অ্যাডমিরালের মেয়ের সঙ্গে ল্যারি ডগলাসের এনগেজমেন্ট হয়েছে। এর পরে যথারীতি দীর্ঘ এক তালিকায় তার শয্যাসঙ্গিনীদের নাম।

'আমি কি এসব ব্যাপারেই খোঁজ নিতে থাকব?' জানতে চাইল বারবেত।

'হ্যাঁ।'

নোয়েলের মাথায় কী পরিকল্পনা ঘোরপাক খাচ্ছে—ফিলিপ সোরেল তার খবর পেলে ভিরমি খেতেন। অবশ্য নোয়েলের বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত আচার-আচরণ থেকে সেটা আঁচ করা সহজ কাজ নয়। বাজার করা থেকে শুরু করে চমৎকার

BanglaBook.org

রান্না করা, অ্যাপার্টমেন্ট ঝকঝকে-তকতকে রাখা, ফিলিপের মর্জি অনুসারে যখন-তখন তার সঙ্গে বিছানায় যাওয়া—সব করে সে। বিনিময়ে কিছুই চায় না। নোয়েলকে তাঁর জীবনে পেয়ে অসম্ভব খুশি ফিলিপ। 'ভাগ্যবান ব্যক্তি' বলে বন্ধুরা হিংসে করে তাঁকে।

নোয়েল একদিন বলে বসল, 'আমি অভিনেত্রী হতে চাই, ফিলিপ।'

ফিলিপ মাথা নাড়লেন। 'তুমি যথেষ্ট সুন্দরী, নোয়েল। কিন্তু তুমি আর সকলের চেয়ে আলাদা। তোমার ভাগ আমি কাউকে দিতে চাই না।'

সম্মতি জানাল নোয়েল।

পরের রোববারে নোয়েলের জন্মদিন। ফ্রান্সের সবচেয়ে বিলাসবহুল রেস্টুরেন্ট ম্যাক্সিম'স-এ ডিনার পার্টির আয়োজন করলেন ফিলিপ সোরেল। অতিথিদের তালিকা বানাতে ফিলিপকে সাহায্য করল নোয়েল এবং তাঁর অজান্তে চল্লিশজনের লিস্টে বসিয়ে দিল বিশেষ একজনের নাম।

ডিনার শেষে উঠে দাঁড়ালেন ফিলিপ সোরেল। ব্র্যাণ্ডি আর শ্যাম্পেন খেয়ে তাঁর মধ্যে একটু মাতলামির ভাব এসে গেছে। তিনি কথা বলছিলেন জড়িয়ে জড়িয়ে, 'বন্ধুগণ, আজ আমরা পৃথিবীর সবচে' সুন্দরী মেয়ের স্বাস্থ্য পান করেছি, দিয়েছি তাকে অনেক মূল্যবান উপহার। তবে তার জন্যে আরও আছে অমূল্য এক উপহার; আমার পক্ষ থেকে।' প্রথমে তিনি তাকালেন নোয়েলের দিকে। পরে সবার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি নোয়েলকে অচিরেই বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

সবাই উঠে দাঁড়িয়ে অভিনন্দন জানাল ফিলিপ আর নোয়েলকে। দূরে এক কোণে বসা একজন অতিথি কেবল নিজের আসন ছেড়ে দাঁড়াননি। মুখে তাঁর সিগারেট। রোগা, লম্বা শরীর। তিনি নোয়েলের দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।

তাঁর চোখে চোখ ফেলে হাসল নোয়েল।

BanglaBook.org

আরমাঁদ গোতিয়ের তখন ফ্রান্সের সবচেয়ে বিখ্যাত পরিচালক। কোন নাটক বা সিনেমার পরিচালক আরমাঁদ মানেই নিশ্চিত সাফল্য। ইতোমধ্যে আধা ডজন তারকা বানানোর কৃতিত্ব তাঁর দখলে।

নোয়েলের সঙ্গে কথা বলছিল ফিলিপ, 'নোয়েল, তুমি খুশি?'

'হ্যাঁ, ফিলিপ।'

'আমি বিয়েটা খুব সত্বর করে ফেলতে চাই।'

ফিলিপের কাঁধের ওপর দিয়ে আরমাঁদ তাকিয়ে আছেন নোয়েলের দিকে। মুখে হাসি। ঠিক এই সময়ে কয়েকজন বন্ধু এসে ফিলিপকে টানতে টানতে নিয়ে গেল এক পাশে।

'কংগ্র্যাচুলেশান্স,' আরমাঁদ বললেন নোয়েলকে। 'খুব খাসা একটা মাছ ধরেছ।'

'আপনার তা-ই মনে হয়?'

'অবশ্যই। ফিলিপ সোরেল! এটা তো সাংঘাতিক ক্যাচ!'

'সম্ভবত অন্য কারুর জন্য,' উদাসীনভাবে বলল নোয়েল।

বিস্মিত আরমাঁদ বললেন, 'বলতে চাইছ, তুমি তার ব্যাপারে উৎসাহী নও?'

'আমি কোনওকিছুই বলতে চাইছি না।'

'গুড লাক, চলি।'

'মঁসিয়ে আরমাঁদ গোতিয়ের।'

আরমাঁদ দাঁড়ালেন।

'আজ রাতে আপনার সঙ্গে কি দেখা করতে পারি?' ঠাণ্ডা স্বরে জানতে চাইল নোয়েল। 'আপনার সঙ্গে একা কিছু কথা বলতে চাই।'

নোয়েলের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন তিনি, 'তোমার ইচ্ছে হলে এসো।'

'আমি আপনার বাসায় আসব। আপত্তি নেই তো আপনার?'

'না-না। আমার ঠিকানা হলো—'

'ঠিকানা আমি জানি। আমি আসছি রাত বারোটায়।'

BanglaBook.org

ভীষণ ফ্যাশানদুরস্ত অ্যাপার্টমেন্ট আরমাঁদ গোতিয়েরের। লিফটম্যান চারতলায় নিয়ে গেল নোয়েলকে। বেল টিপতেই দরজা খুললেন আরমাঁদ নিজে। পরনে তাঁর ড্রেসিং গাউন।

'এসো।'

ঘরের ভেতরে আরমাঁদের রুচিশীলতার ছাপ।

'খুব ঘরোয়া পোশাকে তোমার সামনে এসেছি বলে দুঃখিত,' আরমাঁদ বললেন।

নোয়েল তাকাল তাঁর দিকে। 'তাতে কী! কাপড় বদলানোর কোনও প্রয়োজন নেই এখন।' সোফায় গিয়ে বসল সে।

হাসলেন তিনি। 'আমি একটা ব্যাপারে খুব ঔৎসুক্য বোধ করছি—আমাকে কেন তোমার প্রয়োজন? ধনী এবং বিখ্যাত এক লোকের সঙ্গে তোমার এনগেজমেন্ট হয়েছে। তার পরেও আমার কাছে তোমার কী প্রয়োজন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

'আপনি আমাকে অভিনয় শেখাবেন,' শান্তকণ্ঠে জানাল নোয়েল।

এক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে আরমাঁদ বললেন, 'আমাকে হতাশ করলে তুমি।'

'অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করাই তো আপনার পেশা।'

'হ্যাঁ, তবে সৌখিনদের নিয়ে নয়, পেশাদার অভিনেতাদের নিয়ে। আগে অভিনয় করেছ কখনও?'

'না। তবে আপনি আমাকে অভিনয় শেখাবেন।' হ্যাট আর দস্তানা খুলে টেবিলে রাখল নোয়েল। 'আপনার বেডরুম কোথায়?'

ইতস্তত বোধ করলেন আরমাঁদ। তাঁর জীবনে সুন্দরী মেয়ের অভাব হয়নি কখনও। কেউ থিয়েটারে নামতে চায়, কেউ চায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র, আবার কেউ চায় আর একটু বড় আয়তনের ড্রেসিংরুম। এটা সর্বশেষ শিকার। 'শিকার' ঠিক বলা যায় না, সে তো ধরা দিয়েছে নিজেই। ক্ষতি কি তার সঙ্গে একটা রাত কাটাতে? সকালে তাকে বিদেয় করে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে গেল।

আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে তিনি বললেন, 'ওখানে।'

শান্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর বেডরুমে গেল নোয়েল। হায় ঈশ্বর! ফিলিপ সোরেল যদি জানতেন তাঁর ভাবী-বধূ এখানে এসেছে রাত কাটাতে! হায় নারী! সবাই বেশ্যা। আরমাঁদ এক পেগ ব্র্যাণ্ডি ঢাললেন গলায়।

বিবস্ত্র অবস্থায় নোয়েল তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল বিছানায়। আরমাঁদ মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, অসাধারণ সুন্দরী নোয়েল। ত্রুটিহীন তার মুখ এবং শরীরের গঠন, মধু-রং তার গায়ে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আরমাঁদ জানেন, অধিকাংশ মেয়েই বিছানায় কাঠের গুঁড়ির মত পড়ে থাকে। নারী-

BanglaBook.org

পুরুষের ভালবাসাবাসির এই পর্যায়ে মেয়েরা তাদের উপস্থিতি দিয়েই ধন্য করে দিতে চায় পুরুষদের।

কাপড় ছেড়ে বিছানায় এলেন তিনি। 'তুমি খুব সুন্দরী, কথাটা নিশ্চয়ই বহুবার শুনেছ?'

'হ্যাঁ। তবে সেই সৌন্দর্যের অপচয় ঘটে যদি তার যথাযথ ব্যবহার না হয়।'

আরমাঁদ একটু বিস্মিত হলেন বৈকি। হেসে বললেন, 'তাহলে এসো, তোমারটা ব্যবহার করি।'

আর দশজন ফরাসীর মত নিজেকে দক্ষ প্রেমিক হিসেবে গণ্য করেন আরমাঁদ গোতিয়ের। কোনও মেয়ের প্রতি দুর্বলতা জন্মালে তিনি সচরাচর নানান পদ্ধতিতে উত্তেজনা এবং আনন্দ বৃদ্ধির চেষ্টা করে থাকেন।

নোয়েলের জন্যে কোনও কিছুরই দরকার নেই। শুধু এক রাতের জন্যে প্রস্তুতির কী প্রয়োজন? নোয়েল কেবল শুতে এসেছে তার সঙ্গে। দুনিয়ার তাবৎ মেয়ে তাদের দু'পায়ের মাঝখানে যে-সম্পদটুকু ধারণ করে, সেটা সম্বল করে নোয়েল যদি তাঁর অনন্য প্রতিভাকে কিনতে চায়, সে-ক্ষেত্রে তাকে ফালতু এবং বোকা ছাড়া কী বলা যায়?

সেই রাতে অনেকবার মিলিত হলো তারা। প্রত্যেকবারই নোয়েল আলাদাভাবে আনন্দ দিল আরমাঁদকে। তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয়, সবচেয়ে উত্তেজনাকর অভিজ্ঞতা এটা।

সকালে উঠে রান্না ঘরে গিয়ে নিজের হাতে নাস্তা বানিয়ে নিয়ে এল নোয়েল।

ভুল ভাঙল আরমাঁদ গোতিয়েরের। নোয়েল আসলে আর সব মেয়ের মত নয়। তবু কোনওরকম আপস করতে রাজি নন তিনি। জীবনে এই জাতীয় মেয়ের সাক্ষাৎ তিনি বহুবার পেয়েছেন। অতএব সোনালি চুলের উচ্চাভিলাষী এই মেয়ের পেছনে সময় এবং প্রতিভা নষ্ট করার কোনও কারণ থাকতে পারে না—যত দক্ষই হোক সে বিছানায় অথবা যত অপ্রতিরোধ্যই হোক তার সৌন্দর্য। আরমাঁদ গোতিয়ের—শিল্পে নিবেদিতপ্রাণ।

রাতে তিনি ভেবেছিলেন, সকালে বিদায় করে দেবেন নোয়েলকে। কিন্তু হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তাঁর চতুর মাথায়। আচ্ছা, নোয়েলের প্রতি বিরক্তিভাব না আসা পর্যন্ত তাকে রক্ষিতা হিসেবে রাখতে ক্ষতি কী? কেবল তার

BanglaBook.org

অভিনয়ের উৎসাহ কৌশলে দমিয়ে রাখতে হবে।

'তুমি কি ফিলিপ সোরেলকে বিয়ে করবে?' গরম কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আরমাঁদ।

'অবশ্যই না।'

'কী চাও তাহলে তুমি?'

'আমি আপনাকে আগেই বলেছি—আমি অভিনেত্রী হতে চাই।'

'সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে বেশ কিছু অভিনয়-প্রশিক্ষকের নাম বলতে পারি। তুমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা তোমাকে...'

'না।' নোয়েলের কথায় আরমাঁদ ঘুরে তাকালেন তার দিকে। তিনি অনুভব করলেন, নোয়েলের মনের ভেতরটা ইস্পাত-কঠিন। 'না' শব্দটা অনেকভাবেই বলা যেতে পারে—রাগের স্বরে, তিরস্কারের স্বরে, হতাশভাবে। কিন্তু নোয়েল খুব নম্রভাবে বলল—না। সুনিশ্চিত এবং সন্দেহাতীত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মনে হচ্ছে এটাকে বিদায় করা একটু কঠিনই হবে।

তার জন্যে সময় অপচয় করার সামর্থ্য তাঁর নেই, অতএব সে চলে যেতে পারে—বহুব্যবহৃত এই অমোঘ অস্ত্র নোয়েলের ওপরে প্রয়োগ করতে প্রলুব্ধ হলেন আরমাঁদ। কিন্তু গতরাতের অবিশ্বাস্যকর উত্তেজনা আর তৃপ্তির কথা মনে পড়ল তাঁর। এই সময় নোয়েলকে তাড়িয়ে দেয়াটা নির্বুদ্ধিতা হবে। সামান্য আপস করা চলে তার সঙ্গে। অতি সামান্য।

'ঠিক আছে,' আরমাঁদ বললেন। 'আমি তোমাকে নাটকের একটা অংশ দেব। মুখস্থ করে আমাকে অভিনয় করে দেখাবে। তখন বোঝা যাবে, কতটা প্রতিভা আছে তোমার।'

'ধন্যবাদ, আরমাঁদ,' নোয়েল বলল। তার গলার স্বরে আনন্দের ছায়া নেই কোনও। হঠাৎ একটু বিব্রত বোধ করলেন আরমাঁদ। কিন্তু তিনি জানেন, মেয়েদের কী করে সামলাতে হয়।

বইয়ের তাক থেকে একটা বই বের করলেন আরমাঁদ—EURIPIDES': ANDROMACHE. অভিনয় করার জন্য ভীষণ কঠিন এক ক্ল্যাসিক। বেডরুমে ফিরে গিয়ে বইটা দিলেন নোয়েলের হাতে।

'এই অংশটা যখন তোমার মুখস্থ হবে, আমাকে বলবে।'

'ধন্যবাদ, আরমাঁদ।'

BanglaBook.org

এটা মুখস্থ করতে নিদেনপক্ষে সপ্তাহ দুয়েক লাগবে নোয়েলের, তিনি এটা নিশ্চিত জানেন। ক'দিন পরে নোয়েল নিজে এসে স্বীকার করতে বাধ্য হবে, এটা মুখস্থ করা সম্ভব নয় তার পক্ষে। তিনি তখন অভিনয় করা কতটা দুরূহ এবং জটিল, তা বিশ্লেষণ করে সহানুভূতি প্রকাশ করবেন।

নোয়েল ফিরে গেল ফিলিপ সোরেলের অ্যাপার্টমেন্টে।

ফিলিপ তখন ঘোর মাতাল অবস্থায় নোয়েলের জন্যে অপেক্ষমাণ।

'কোথায় ছিলে সারাটা রাত?' গর্জন করে উঠলেন তিনি।

কিন্তু তিনি জানতেন, উত্তর যা-ই হোক না কেন, নোয়েলকে ক্ষমা করে দিয়ে নিয়ে যাবেন বিছানায়।

ক্ষমা চাইবার বদলে নোয়েল খুব শান্তভাবে জানাল, 'অন্য এক লোকের সঙ্গে।'

বিস্মিত ফিলিপ অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে দেখলেন, বেডরুমে গিয়ে তার কাপড়-চোপড় গোছাতে শুরু করেছে নোয়েল।

'দোহাই লাগে তোমার,' অনুনয়ের স্বরে বললেন ফিলিপ, 'প্লীজ, এটা কোরো না। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি এবং অচিরেই বিয়ে করতে যাচ্ছি।'

আধঘণ্টা ধরে নোয়েলকে বোঝালেন ফিলিপ, যুক্তি দেখালেন, ভয় দেখালেন, ধমকালেন, মিষ্টি কথা বলে ভোলানোর চেষ্টা করলেন। গোছানো শেষ করে নীরবে বেরিয়ে চলে গেল নোয়েল। হতভম্ব ফিলিপ বুঝতে পারলেন না, কেন তিনি হারালেন নোয়েলকে।

আরমাঁদ গোতিয়ের তখন নতুন একটা নাটক নিয়ে ব্যস্ত। সমস্ত দিন তাঁকে কাটাতে হয় মহড়ার পেছনে। মহড়ার ব্যাপারে আরমাঁদ ভীষণ সিরিয়াস—এই তথ্য সর্বজনবিদিত। এই সময় অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং থিয়েটারের চার দেয়াল ছাড়া অন্য কিছু থাকে না তাঁর মাথায়।

তবে এই দিনটা একটু অন্যরকম। গতরাতের ঘটনাবলি এবং চিন্তায় নোয়েলের আনাগোনা তাঁর মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। প্রতিটি অবিশ্বাস্য উত্তেজনাকর মুহূর্ত বারবার ভেসে উঠছে তাঁর চোখের সামনে।

যে-কোনও দশের মহড়া শেষে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অপেক্ষা করে

BanglaBook.org

আরমাঁদের মন্তব্যের জন্যে। সেটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তিনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, সেদিকে কোনও মনোযোগ তিনি তো দিচ্ছেনই না, বরং উত্তপ্ত ও উত্তেজিত শরীর নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন স্টেজের পাশে।

আরমাঁদ বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, এই মেয়েটা তাঁর ওপরে এমন প্রভাব বিস্তার করছে কী করে। নোয়েল সুন্দরী, কিন্তু এটা কোনও ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অনেক সেরা সুন্দরীর সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন তিনি। নোয়েল বিছানায় খুব দক্ষ এবং অভিজ্ঞ। তাতে কী? এরকম দক্ষ মেয়েও তো কম আসেনি তাঁর জীবনে! তাহলে রহস্যটা কোথায়? তক্ষুণি তাঁর মনে পড়ল নোয়েলের নম্রস্বরের 'না' এবং তিনি উপলব্ধি করলেন মূল রহস্য। নোয়েলের মধ্যে এক ধরনের অপ্রতিরোধ্য শক্তি আছে, যা দিয়ে সবকিছু অর্জন করতে পারে সে। সরাসরি স্বীকার না করলেও আরমাঁদ গোতিয়ের বুঝতে পারলেন, নোয়েল খুব গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তাঁকে—এতটা আন্দাজের বাইরে ছিল তাঁর।

রাতের অপেক্ষায় সারাটা দিন কাটালেন আরমাঁদ। নোয়েলের সঙ্গে রাত্রিযাপন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য নয়। নিজের কাছে তিনি প্রমাণ করতে চান, তিনি যা ভাবছেন, সব মিথ্যে। একটা বিন্দুকে বিশাল বৃত্ত হিসেবে কল্পনা করে ফেলেছেন, নিজেকে প্রমাণ করে দেখাতে হবে সেটা। তা করতে পারলেই নোয়েলকে তাঁর জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারবেন।

রাতে বিছানায় নোয়েল যথারীতি তার কৌশল অবলম্বন করলে প্রচণ্ড উত্তেজিত অবস্থাতেও তিনি নিজেকে বোঝাতে শুরু করলেন—সবই যান্ত্রিক, আবেগের স্থান নেই এতে। নোয়েলের জন্যে তিনি একবিন্দুও টান অনুভব করেন না। কিন্তু নোয়েল পুরোপুরি নিবেদিত প্রাণ তাঁর প্রতি। তার অসাধারণ কৌশল এবং শ্রম অকল্পনীয় আনন্দে ডুবিয়ে দিতে লাগল আরমাঁদকে। আগে কখনও এমন হয়নি তাঁর।

সকালে আরমাঁদ অনুভব করলেন, নোয়েলের প্রতি তিনি আরও মোহিত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু নোয়েল উঠে রান্নাঘরে গেলে বলতে শুরু করলেন নিজেকে, 'তুমি খুব সুন্দরী এক মেয়ে খুঁজে পেয়েছ। সে রান্না করতে পারে এবং বিছানায় খুব কুশলী। ভাল কথা। কিন্তু একজন বুদ্ধিমান এবং শিক্ষিত লোকের জন্য এটাই কি যথেষ্ট? যখন তুমি তার সঙ্গে বিছানায় অথবা একসঙ্গে খেতে বসো, তোমরা তখন কথা বলবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার মত অতি

BanglaBook.org

সাধারণ এক মেয়ে তোমার মত জ্ঞানী এবং প্রতিভাধর লোকের সঙ্গে কী প্রসঙ্গে কথা বলবে? সেটা ভেবে দেখেছ?'

কিন্তু তিনি জানতেন, এটা আর কোনও ব্যাপার নয়।

অভিনয় নিয়ে কোনও কথা উঠল না সেদিন। আরমাঁদ ভাবলেন, হয় নোয়েল ভুলে গেছে কিংবা ভয়ানক কঠিন বলে মুখস্থ করতে পারছে না।

'ফিলিপ সোরেলকে ছেড়ে দিতে পারবে তুমি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমি তাকে ছেড়ে দিয়েছি,' খুব সহজভাবে জানাল নোয়েল। 'এই নিন আমার নতুন ঠিকানা।'

সেই রাতটাও একত্রে কাটাল তারা। ভালবাসাবাসির পর ক্লান্ত অবস্থায় অনেক কথা বলল পরস্পরের সঙ্গে। ঠিক বলা হলো না, বোধ হয়, বরং বলা ভাল—কথা বললেন আরমাঁদ, আর খুব উৎসাহ নিয়ে নোয়েল শুনল তাঁর কথা। তিনি তাকে বললেন সেই সব কথা, যেসব প্রসঙ্গে তিনি বহু বছর আলোচনা করেননি কারুর সঙ্গে, অনেক ব্যক্তিগত কথা, যা আর কেউ জানে না।

অভিনয়ের প্রসঙ্গ উঠল না একবারও। সমস্যাটি এত সহজে এবং নিখুঁতভাবে সমাধান করতে পারার সাফল্যে নিজেকে মনে মনে অভিনন্দন জানালেন আরমাঁদ।

পরদিন রাতে ডিনারের পর আরমাঁদ যখন বেডরুমের দিকে হাঁটা ধরেছেন, সেই সময় বলে উঠল নোয়েল, 'একটু অপেক্ষা করুন।'

বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকালেন তিনি।

'আপনি বলেছিলেন,' নোয়েল তাঁকে মনে করিয়ে দিল, 'আমার অভিনয় দেখবেন।'

'হ্যাঁ, অ-অবশ্যই,' তোতলাতে শুরু করলেন তিনি। 'তুমি যখন প্রস্তুত হবে, আমাকে বলো। আমি অবশ্যই দেখব তোমার অভিনয়।'

'আমি প্রস্তুত।'

মাথা নাড়লেন আরমাঁদ। 'তুমি ওটা কেবল গড়গড় করে পড়ে যাও, আমি তা চাই না। ওটা মুখস্থ করে অভিনয় করে দেখাবে আমাকে।'

'আমি আমার পার্ট মুখস্থ করে ফেলেছি।'

BanglaBook.org

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তিনি তাকালেন নোয়েলের দিকে। মাত্র তিনদিনে এমন দুরূহ একটা পার্ট মুখস্থ করা সত্যিকার অর্থে প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

'শুরু করব?' নোয়েল জিজ্ঞেস করল।

আর কোনও পথ রইল না তাঁর। 'অবশ্যই,' বলতে হলো তাঁকে। ঘরের মাঝখানে নোয়েলকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে এসে বসলেন সোফায়। 'ওটা তোমার স্টেজ এবং দর্শকরা এখানে—আমি যেখানে বসে আছি।'

অভিনয় শুরু করল নোয়েল। কোন সত্যিকারের প্রতিভার সাক্ষাৎ পেলে বরাবর যে-অনুভূতি হয় আরমাঁদের, এক্ষেত্রে ঠিক তা-ই হলো। না, নোয়েল যে অতি কুশলতার সঙ্গে অভিনয় করছে, তা নয়। কুশলতা এখনও তার থেকে অনেক দূরে। কিন্তু নোয়েলের ভেতরে আছে সাধারণ দক্ষতার চেয়ে বেশি একটা কিছু। তার বিরল বিশ্বস্ততা এবং সহজাত প্রতিভা অর্থময় ও সজীব করে তুলছে প্রতিটি বাক্যকে।

শেষ করলে আরমাঁদ উষ্ণ কণ্ঠে অভিনন্দন জানালেন নোয়েলকে, 'নোয়েল, তুমি একদিন বড় অভিনেত্রী হবে। আমি সত্যি বলছি। আমি তোমাকে জর্জ ফ্যাবারের কাছে পাঠাব। তিনি গোটা ফ্রান্সে সেরা অভিনয়-প্রশিক্ষক। তাঁর সাথে কাজ করে তুমি—'

'না।'

আরমাঁদ বিস্মিত হলেন আবার। সেই 'না'। স্পষ্ট, নিশ্চিত এবং চূড়ান্ত।

'না মানে? ফ্যাবারের কোচিং-এ বড় বড় অভিনেতারা ছাড়া আর কেউ সুযোগ পায় না। কিন্তু তোমাকে তিনি সুযোগ দিতে পারেন আমি বললে।'

'আমি আপনার সঙ্গে কাজ করব।'

তাঁর ভেতরে ক্রোধের অনুভূতি জেগে উঠছিল ক্রমশ। 'আমি কাউকে প্রশিক্ষণ দিই না। আমি পেশাদার পরিচালক। তুমি যেদিন পেশাদার অভিনেত্রী হবে, সেদিন এসো আমার কাছে।' রাগ দমন করার চেষ্টা করলেন তিনি। 'বুঝেছ?'

'হ্যাঁ, আরমাঁদ। বুঝেছি।'

নোয়েলকে আলিঙ্গন করলেন আরমাঁদ। সে চুমু খেল তাঁকে গভীরভাবে। আরমাঁদ এখন জানেন, তিনি উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন অকারণেই। নোয়েল আর দশটা মেয়ের মতই। তার প্রয়োজন পুরুষের শাসন। এর পরে আর কোনও সমস্যা হবে

BanglaBook.org

না নোয়েলকে নিয়ে।

মৃদু ঝগড়ার উত্তেজনা যোগ হবার কারণেই, বোধ হয়, সেদিন রাতে নোয়েলের সঙ্গে ভীষণ উদ্দীপনা ও তৃপ্তিসহকারে মিলিত হলেন আরমাঁদ।

সকালে উঠে তিনি চলে গেলেন নাটকের মহড়ায়।

অবসরে বাসায় ফোন করলেন, কেউ তুলল না রিসিভার। রাতে ঘরে ফিরে দেখলেন, নোয়েল নেই। তার জন্যে অপেক্ষা করে বিনিদ্র কাটালেন সারারাত। সে ফিরল না। ফোন করলেন তার অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানেও সে নেই। কোনও দুর্ঘটনায় পড়েনি তো? উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন আরমাঁদ।

ফেরত এল নোয়েলের ঠিকানায় পাঠানো টেলিগ্রাম। পরদিন মহড়ার পর নিজে নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে বেল টিপলেন। দরজা খুলল না কেউ।

পরের সপ্তাহ তাঁর কাটল উন্মত্ত অবস্থায়। মহড়া এগুল না মোটেও। বিনা কারণে অভিনেতাদের গালিগালাজ করলেন, চিৎকার করলেন অনর্থক। একদিন অবস্থা এত সঙ্কটজনক অবস্থায় পৌঁছুল যে, স্টেজ ম্যানেজার মহড়া মুলতবির প্রস্তাব দিলেন। রাজি হয়ে গেলেন আরমাঁদ গোতিয়ের। সবাই চলে গেলে স্টেজের মাঝখানে গিয়ে বসলেন। ভাবতে চেষ্টা করলেন, কী হয়েছে তাঁর। নিজেকে বোঝালেন, নোয়েল অতি সাধারণ উচ্চাভিলাষী এক মেয়ে। নিজেকে নোয়েলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে লাগলেন নানা উপায়ে। কিন্তু তিনি জানতেন, সব প্রচেষ্টা অনর্থক। নোয়েলকে পেতেই হবে তাঁর। সেদিন রাতে প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালেন উদ্দেশ্যহীনভাবে। ছোট এক বারে, যেখানে তাঁকে কেউ চেনে না, পড়ে রইলেন মাতাল হয়ে। কারুর সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার নোয়েলের ব্যাপারে। কিন্তু কার সাথে? ফিলিপ সোরেল? সেটা তো সম্ভব নয়।

একদিন ভোর চারটেয় মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরলেন আরমাঁদ। অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে দেখলেন—সব আলো জ্বালানো। একটা ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছে নোয়েল। সে তাকিয়ে দেখল আরমাঁদকে।

'হ্যালো, আরমাঁদ।' মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানাল সে।

তিনি স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন নোয়েলের দিকে। হৃৎস্পন্দন বেড়ে গেল তাঁর। উপশম এবং অপরিসীম আনন্দের স্রোত বয়ে গেল শরীরে, মনে। তিনি

BanglaBook.org

বললেন, 'নোয়েল, আমরা একত্রে কাজ শুরু করব কাল থেকেই।'

ক্যাথরিন

ওয়াশিংটন ডি. সি. : ১৯৪০

ওয়াশিংটন ডি. সি.-র মত এত ব্যস্ত শহর ক্যাথরিন আগে কখনও দেখেনি। ভীষণ উত্তেজনা বোধ করতে লাগল সে। ওয়াশিংটনে পৌঁছে প্রথমেই তাক লেগে যাবার অবস্থা—সামরিক, নৌ, বিমানবাহিনী এবং মেরিনের ইউনিফর্মধারী লোকে শহর ভর্তি। যুদ্ধ তাহলে সত্যি সত্যিই হতে পারে! এই শহরের হাতের মুঠোয় পৃথিবীর ভাগ্য। আর সে, ক্যাথরিন আলেকজান্ডার, তার একটা অংশ হতে চলেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বান্ধবী সুসি রবার্টসের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে উঠল সে। সংযুক্ত দুটো ছোট আকারের বেডরুম, বাথরুম আর রান্নাঘর। ক্যাথরিনকে দেখে খুব খুশি হলো সুসি। বলল, 'জলদি কাপড়-চোপড় পাল্টে সবচে' সুন্দর পোশাকটা পরে নাও। আজ তোমার ডেটিং আছে এক ডিনারে।'

আকাশ থেকে পড়ল ক্যাথরিন। 'আমার ডেটিং, অথচ আমি জানি না। কিছু বুঝতে পারছি না।'

'ক্যাথি, ওয়াশিংটনে নিঃসঙ্গ লোকের অভাব নেই।'

সুসির দেখা করার কথা ছিল ইণ্ডিয়ানার এক কংগ্রেসম্যানের সঙ্গে। আর সাধারণ একজন চাকুরিজীবী ছিল ক্যাথরিনের বরাদ্দে। লোকটা হয়তো তাকে কোনও চাকরির সন্ধান দিতে পারবে ভেবে উৎসাহিত বোধ করেছিল একটু। কিন্তু তার বদলে পেল বিয়ের প্রস্তাব। সরাসরি না করে দিল সে।

কংগ্রেসম্যানটাকে অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে এল সুসি। ক্যাথরিন গেল ঘুমুতে। কিছুক্ষণ পরেই শুনতে পেল সুসির বেডরুম থেকে স্প্রিং-এর অবিরাম আওয়াজ। মাথার ওপরে বালিশ চাপা দিয়ে ভাবল, হয়তো কাজ হবে এতে।

হলো না।

একদিন নাস্তা খেতে বসে সুসি খবর দিল ক্যাথরিনকে 'একটা চাকরির সন্ধান

BanglaBook.org

পাওয়া গেছে। গতকাল পার্টিতে একটা মেয়ে বলছিল, সে এখানকার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে টেক্সাস চলে যাচ্ছে।'

'কোথায় কাজ করে সে?'

'বিল ফ্রেজারের অফিসে। স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাবলিক রিলেশানসের দায়িত্বে আছেন তিনি। গতমাসে নিউজউইক বিরাট কাভারেজ দিয়েছে তাঁকে। মনে হয়, চাকরিটা খুব আকর্ষণীয়। গতকাল রাতে মাত্র খবরটা পেয়েছি। অতএব দেরি না করে দৌড়োও ওখানে।'

ক্যাথরিন যখন পৌঁছুল স্টেট ডিপার্টমেন্টে, সাড়ে নটা বাজেনি তখনও। পাবলিক রিলেশানস! ঠিক এরকম চাকরিই যেন খুঁজছিল সে।

অফিসের বাইরে করিডরে দাঁড়িয়ে ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে ছোট্ট আয়না বের করে মেক-আপ ঠিক করে নিল ক্যাথরিন। তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে। অভ্যর্থনা কক্ষ গিজগিজ করছে মেয়েতে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ অলসভাবে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। সবাই একসঙ্গে কথা বলছে যেন। রিসেপশানিস্ট বেচারি উদভ্রান্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে আর বলছে, 'মিস্টার ফ্রেজার এখন ব্যস্ত আছেন। তিনি আপনাদের সঙ্গে কখন দেখা করতে পারবেন, জানি না।'

'তিনি সেক্রেটারির জন্যে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, নাকি নিচ্ছেন না?' জানতে চাইল এক মেয়ে।

চারদিকে হতাশভাবে তাকিয়ে রিসেপশানিস্ট বলল, 'হ্যা, কিন্তু...'

এই সময়ে আরও তিনজন মেয়ে দরজা ঠেলে ঢুকল ভেতরে।

'পোস্টটা কি এখনও ফাঁকা আছে? নাকি কাউকে নেয়া হয়ে গেছে?' আরেকজন জিজ্ঞেস করল।

'কে জানে, তিনি হয়তো হেরেম বানাতে চাইছেন,' রসিকতা করল একজন। 'সে-ক্ষেত্রে আমরা সবাই চাকরি পেয়ে যাব।'

ক্যাবিনেট থেকে বেরিয়ে এলেন উইলিয়াম ফ্রেজার। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। অ্যাথলেটের মত পেটানো শরীর, কোঁকড়ানো সোনালি চুল, শক্ত চোয়াল। 'স্যালি, হচ্ছেটা কী এখানে?' গম্ভীর তাঁর গলার স্বর।

'এই মেয়েগুলো খবর পেয়েছে পদ খালি আছে, মিস্টার ফ্রেজার।' রিসেপশানিস্ট জানাল তাঁকে।

BanglaBook.org

'হায় ঈশ্বর! আমি নিজে খবরটা জেনেছি মাত্র এক ঘণ্টা আগে।' সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি রিসেপশানিস্টকে বললেন, 'তিন কিংবা চার সপ্তাহ আগের লাইফ পত্রিকার একটা কপি দরকার আমার, স্তালিনের ছবি আছে যেটার প্রচ্ছদে।'

'ঠিক আছে, স্যার, আমি অর্ডার দিয়ে আনিয়ে নেব।'

'এক্ষুণি ওটা দরকার আমার,' রুক্ষস্বরে বললেন ফ্রেজার।

'আমি লাইফ পত্রিকার অফিসে ফোন করছি।'

'স্যালি, আমি এখন এক সিনেটরের সঙ্গে কথা বলছি ফোনে। ওই পত্রিকা থেকে একটা অংশ তাঁকে পড়ে শোনানো দরকার। বুঝেছ? দু'মিনিট সময় দিলাম তোমাকে।' ক্যাবিনে ঢুকে দরজা লাগিয়ে দিলেন তিনি।

ঘর-ভর্তি মেয়েরা সবাই একে অপরের দিকে তাকাতে লাগল। এক কোণে দাঁড়িয়ে কী যেন চিন্তা করছিল ক্যাথরিন। হঠাৎ দরজা খুলে অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সে।

'বেশ। অন্তত একজন কমল।' মন্তব্য করল কে যেন।

রিসিভার তুলে ফোন করতে শুরু করল রিসেপশানিস্ট। মুহূর্তে সবাই নীরব হয়ে নিবিষ্টমনে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল রিসেপশানিস্টের কার্যকলাপ। 'হ্যালো, স্টেট ডিপার্টমেন্টের মিস্টার উইলিয়াম ফ্রেজারের অফিস থেকে বলছি। মিস্টার ফ্রেজার এই মুহূর্তে আপনাদের পত্রিকার পুরানো একটা কপি চাইছেন, যেটার প্রচ্ছদে স্তালিনের ছবি আছে···আপনাদের ওখানে কোন পুরানো সংখ্যা রাখা হয় না?···তাহলে আমি কার সাথে যোগাযোগ করব?···ও, আচ্ছা। ধন্যবাদ।' ফোন রেখে দিল সে হতাশভাবে।

কিছুক্ষণ পরে ইন্টারকমে ভেসে এল ফ্রেজারের কণ্ঠ, 'দু'মিনিট পেরিয়ে গেছে। পত্রিকা কোথায়?'

গভীর নিঃশ্বাস ফেলে রিসেপশানিস্ট বলল, 'আমি এইমাত্র লাইফ অফিসের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা জানাল তাদের পক্ষে···'

এই সময় দরজা খুলে ঝড়ের বেগে ক্যাথরিন এসে ঢুকল সেখানে। তার হাতে স্তালিনের ছবিওয়ালা লাইফ পত্রিকার একটা কপি। রিসেপশানিস্ট অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাল সেদিকে। ক্যাথরিন হেসে এগিয়ে দিল পত্রিকাটি। 'মিস্টার ফ্রেজার,' রিসেপশানিস্ট পায়ের তলায় মাটি ফিরে পেয়েছে তখন,

BanglaBook.org

'পত্রিকাটা পাওয়া গেছে। আমি এক্ষুণি নিয়ে আসছি।'

ক্যাথরিনকে ধন্যবাদসূচক একটা হাসি দিয়ে ফ্রেজারের ক্যাবিনে গিয়ে ঢুকল সে। অন্য সব মেয়েরা বিচিত্র সব অভিব্যক্তি চোখে-মুখে ফুটিয়ে ক্যাথরিনের দিকে তাকাতে লাগল।

পাঁচ মিনিট পর ফ্রেজার বেরিয়ে এলেন রিসেপশানিস্টসহ। ক্যাথরিনকে দেখিয়ে রিসেপশানিস্ট বলল 'এই সেই মেয়ে।'

গভীরভাবে ক্যাথরিনকে পর্যবেক্ষণ করে উইলিয়াম ফ্রেজার বললেন, 'ভেতরে এসো।'

ফ্রেজারের পিছু পিছু তাঁর ক্যাবিনে ঢুকল সে। অনুভব করল, বাকি সব মেয়ের দৃষ্টি তার পিঠে বিদ্ধ হচ্ছে।

ওয়াশিংটনের গৎবাঁধা আমলাতান্ত্রিক অফিস, কোনও ব্যতিক্রম নেই। কেবল আসবাবপত্র এবং সাজ-সজ্জায় ফ্রেজারের নিজস্ব রুচির ছাপ স্পষ্ট।

'মিস...?'

'আলেকজান্ডার, ক্যাথরিন আলেকজান্ডার।'

'স্যালি বলছিল, তুমি লাইফের কপিটা যোগাড় করে নিয়ে এসেছ।'

'জ্বী, স্যার।'

'তিন সপ্তাহের পুরানো পত্রিকা। তোমার পার্সে ছিল না নিশ্চয়ই?'

'না, স্যার।'

'কী করে তাহলে এত তাড়াতাড়ি ওটা খুঁজে বের করলে?'

'চুল-কাটার সেলুন থেকে। ওসব জায়গায় সবসময় পুরানো পত্রিকা পড়ে থাকে।'

'দারুণ তো! তুমি কি সব ব্যাপারেই এরকম চটপটে?'

ক্যাথরিনের মনে পড়ল রন পিটারসনের কথা। 'না, স্যার।'

'তুমি কি সেক্রেটারির চাকরি খুঁজছ?'

'ঠিক তা নয়।' ফ্রেজারের বিস্মিতভাব লক্ষ করল ক্যাথরিন। 'তবে চাকরিটা আমি নিতে পারি। আমি আসলে চাই আপনার অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে।'

'আজ সেক্রেটারি হিসেবে এখানে যোগ দাও,' শুকনো গলায় বললেন ফ্রেজার, 'কালকে অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যেতেও পারো, কে জানে!'

আশান্বিত হয়ে ক্যাথরিন বলল, 'তার মানে চাকরিটা হচ্ছে আমার?'

BanglaBook.org

'বিবেচনাধীন।' ফ্রেজার নিচু হয়ে ইন্টারকমে কথা বলতে শুরু করলেন। 'স্যালি, ওখানে অপেক্ষমাণ সবাইকে জানিয়ে দাও, শূন্যপদ পূরণ হয়ে গেছে।' তারপর ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সপ্তাহান্তে তিরিশ ডলার করে পাবে, রাজি?'

'জ্বী, স্যার। ধন্যবাদ, মিস্টার ফ্রেজার।'

'আগামীকাল সকাল ন'টা থেকে কাজ শুরু করবে।'

অফিস থেকে বেরিয়ে ক্যাথরিন সোজা গিয়ে হাজির হলো 'ওয়াশিংটন পোস্ট' পত্রিকা অফিসে। পুলিশ তাকে থামিয়ে দিল গেটে।

'আমি উইলিয়াম ফ্রেজারের একান্ত সচিব,' ক্যাথরিন জানাল পুলিশকে। 'আমার কিছু তথ্য জানা দরকার এখান থেকে।'

'কী ধরনের তথ্য?'

'উইলিয়াম ফ্রেজার সম্পর্কে।'

ক্যাথরিনের দিকে অবাক চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে পুলিশটি বলল, 'আমার গোটা চাকরি-জীবনে এমন কিম্ভূত অনুরোধ আগে কাউকে করতে শুনিনি। আপনার বস্ কি আপনাকে জ্বালাতন করছেন কোনভাবে?'

'না,' এক মুহূর্ত ভেবে বলল ক্যাথরিন, 'আমি তাঁর ওপরে একটা প্রবন্ধ লেখার চিন্তা করছি।'

পাঁচ মিনিট পরে উইলিয়াম ফ্রেজারের পার্সোনাল ফাইল হাতে পেল সে। পড়তে শুরু করল ফাইলটা খুলে।

ফ্রেজারের বয়স পঁয়তাল্লিশ। গ্র্যাজুয়েশনের পরে 'ফ্রেজার অ্যাসোসিয়েটস' নামে এক বিজ্ঞাপন সংস্থা খোলেন। অল্পদিনের মধ্যেই আমেরিকার সফলতম বিজ্ঞাপন সংস্থায় পরিণত হয় ফ্রেজার অ্যাসোসিয়েটস। এর পরে প্রসিডেন্টের ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি সরকারের হয়ে কাজ করা শুরু করেন। এই সময় ধনীর মেয়ে লিডিয়া ক্যাম্পিয়নের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। বিয়ে ভেঙে যায় চার বছর পর। সন্তান-সন্ততি নেই। ফ্রেজার কোটিপতি—জর্জ টাউনে বিশাল একটা বাড়ি ছাড়াও বার হারবারে গ্রীষ্মাবাস আছে। টেনিস, বোটিং এবং পোলো তাঁর হবি। কিছু কিছু পত্রিকার তরফ থেকে 'আমেরিকার সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাচেলর' উপাধি জুটেছে তাঁর।

BanglaBook.org

*

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে হাজির হলো ক্যাথরিন। অফিসের দরজা খোলা, ভেতর থেকে ভেসে আসছে পুরুষের কণ্ঠস্বর। ভেতরে ঢুকে পড়ল সে।

উইলিয়াম ফ্রেজার তাঁর ডেস্কে বসে টাইপ করছেন। ক্যাথরিনকে দেখে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি!'

'চারদিকটা একটু দেখে নিতে চাই।'

'বসো।' তাঁর গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যা দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলল ক্যাথরিনকে। ক্ষুব্ধ মনে হলো তাঁকে। 'অন্য কেউ আমার ব্যাপারে নাক গলাক, এটা আমি পছন্দ করি না।'

চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠল ক্যাথরিনের। 'আ-আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—'

'ওয়াশিংটন খুব ছোট একটা শহর, বুঝলে? এখানে কোনও কিছু ঘটলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাই তা জেনে যায়।'

'আমি এখনও বুঝতে পারছি না আপনি কেন—'

'গতকাল ওয়াশিংটন পোস্টের প্রকাশক আমাকে ফোন করেছিলেন। তুমি ওখান থেকে চলে যাবার ঠিক দু'মিনিট পরেই। আমার সেক্রেটারি কেন আমার ব্যাপারে তথ্য অনুসন্ধান করবে—এটা তাঁকে কৌতূহলী করে তুলেছিল।'

হতবুদ্ধি হয়ে চুপচাপ বসে রইল ক্যাথরিন।

'যেসব গুজব তোমার জানার দরকার ছিল, জেনেছ সব?' ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন।

ক্যাথরিন অনুভব করল, বিব্রত হবার বদলে ক্ষুব্ধ বোধ করছে সে। 'আমি আপনার ব্যাপারে নাক গলাইনি।' বলতে বলতে সে উঠে দাঁড়াল। 'আপনার ব্যাপারে কিছু তথ্য আমার জানার দরকার ছিল শুধু একটা কারণেই। আমি যার সঙ্গে কাজ করব, তার সম্পর্কে জানাটা কি প্রয়োজনীয় নয়?' ক্রোধপ্রসূত উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল তার গলার স্বর। 'আমি মনে করি, একজন ভাল সেক্রেটারি তার বসের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে বাধ্য। আমি কেবল জানতে চেয়েছিলাম, আমি কীভাবে নিজেকে আপনার সঙ্গে খাপ খাওয়াব।'

কয়েকটা মুহূর্ত কেটে গেল নীরবে। ঘৃণামেশানো দৃষ্টিতে ফ্রেজারের দিকে তাকাল ক্যাথরিন। 'এ ব্যাপারে আপনাকে আর উদ্বিগ্ন হতে হবে না, মিস্টার

BanglaBook.org

ফ্রেজার।' চোখ ফেটে জল এল তার। 'চাকরি ছেড়ে দিচ্ছি আমি।' উঠে দাঁড়াল সে।

'বসো,' ফ্রেজার বললেন। 'আমি দুঃখিত। আমি আসলে, বোধ হয়, খুব বেশি অনুভূতিপ্রবণ। আমেরিকার সবচে' যোগ্য ব্যাচেলর উপাধিটা আমাকে মোটেও আনন্দ দেয় না।' একটু চুপচাপ থেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন। 'তুমি ওয়াশিংটনে কোথায় থাকো?'

'আমি আর আমার বান্ধবী একটা অ্যাপার্টমেন্টে একসাথে থাকি।'

'কোনও বন্ধু আছে?—মানে, পুরুষ-বন্ধু।'

'ন্-না। কেউ নেই।'

আবার নীরবতা। এবারেও নীরবতা ভাঙলেন ফ্রেজার, 'ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকা অফিসে আমার সম্পর্কে যে-তথ্য লেখা নেই, তা জানিয়ে রাখছি তোমাকে। আমার সঙ্গে কাজ করা খুব কঠিন ব্যাপার। আমি এমনিতে ভদ্র, কিন্তু নিখুঁত কাজে বিশ্বাসী। তুমি মানিয়ে নিতে পারবে তো?'

'চেষ্টা করব।'

'আরেকটা জরুরি তথ্য—আমি সারাক্ষণ কফি খাই। এবং আমার পছন্দ গরম কালো কফি। কথাটা মনে রেখো সবসময়।'

ফ্রেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এল ক্যাথরিন। সে মনে মনে যা আশা করেছিল, এই সাক্ষাতে তার কোনওটাই ঘটল না। উইলিয়াম ফ্রেজারকে আর পছন্দ করতে পারছে না সে। বউ তাহলে সাধেই তাঁকে তালাক দেয়নি। এমন স্বেচ্ছাচারী শাসন সহ্য করবে কে? এখন এখানে কাজ সে শুরু করবে বটে, তবে অন্য একটা চাকরি খুঁজে নেবে অবশ্যই।

ক্যাথরিন বেরিয়ে যাবার পর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন ফ্রেজার। প্রচণ্ড রাগের মাথায় ক্যাথরিনের চোখ দিয়ে যখন জল পড়ছিল, দেখে ভীষণ মায়া হয়েছিল তাঁর। ইচ্ছে হয়েছিল ক্যাথরিনকে আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে তাঁর ক্রোধ থেকে তাকে রক্ষা করতে। মেয়েটি চমৎকার, উজ্জ্বল—এবং সবচেয়ে বড় কথা, চলে নিজস্ব ধ্যান-ধারণায়। সে, সম্ভবত, তাঁর শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারি হবে। আর মনের গহীনে ফ্রেজার অনুভব করলেন, ক্যাথরিন সেক্রেটারির চেয়েও বেশি একটা

BanglaBook.org

কিছু হতে চলেছে। কতটা বেশি, তা নিশ্চিত জানেন না। সারা জীবনে তিনি এতবার দগ্ধ হয়েছেন যে, কোন মেয়ে তাঁর মনের ভেতরটা স্পর্শ করলেই স্বয়ংক্রিয় সতর্ক-ধ্বনি বেজে ওঠে সেখানে।

কিছুক্ষণ পরে ক্যাথরিনের ডাক পড়ল ডিকটেশানের জন্যে। খুব সৌজন্যমূলক ঠাণ্ডা ব্যবহার করল ক্যাথরিন। অপেক্ষা করছিল, কোনও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে ফ্রেজার হয়তো কথা বলবেন তার সঙ্গে। কিন্তু বস্-সেক্রেটারির দূরত্ব বজায় রেখে চললেন তিনি। সকালের ঘটনা কি দূর হয়ে গেছে তাঁর মন থেকে? পুরুষরা এত অনুভূতিহীনও হতে পারে!

এত কিছুর পরেও চাকরিটা আকর্ষণীয় মনে হলো ক্যাথরিনের। বিখ্যাত নামী-দামী সব ব্যক্তিদের ফোন তাকে ধরতে হচ্ছে একের পর এক। চাকরির প্রথম সপ্তাহেই আমেরিকার ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফোন করেছিলেন দু-দু'বার। পরের সপ্তাহে সবচেয়ে উত্তেজনাকর টেলিফোন কল এসেছিল সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে। তার স্পষ্ট মনে পড়ে, ফোন তুলে কেমন নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সে।

ফোন কল ছাড়াও প্রতিদিন নিত্যনতুন অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে ফ্রেজারের—অফিসে, তাঁর নিজস্ব কান্ট্রি-ক্লাবে কিংবা বড়োসড়ো কোন রেস্টুরেন্টে। এক সপ্তাহ যাবার পরই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নির্ধারণের দায়িত্ব ফ্রেজার পুরোপুরি ছেড়ে দিলেন ক্যাথরিনের ওপরে। সে এখন জানে, ফ্রেজার কার সঙ্গে দেখা করতে চান আর কাকে এড়িয়ে চলতে চান। মাসের শেষে নতুন চাকরি খোঁজার কথা ভুলেই গেল ক্যাথরিন।

ফ্রেজারের সঙ্গে ক্যাথরিনের সম্পর্ক আগের মতই সৌজন্যমূলক। কিন্তু সে ইতোমধ্যে বুঝে গেছে, স্বেচ্ছাচারী শাসন আসলে তাঁর মুখোশ। তিনি খুব বন্ধুসদৃশ। সে জানে, ফ্রেজার খুব নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব তাঁর সব সময়ের সঙ্গী।

BanglaBook.org

একদিন অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতেই সুসি খবর দিল ক্যাথরিনকে, 'তোমার কাছে আজ এক অতিথি এসেছিল।'

'কে?'

'ফেডেরাল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশান থেকে।'

'মানে এফ বি আই থেকে?' সর্বনাশ! ক্যাথরিন কুমারী, খবরটা নিশ্চয়ই ওরা পেয়ে গেছে! আর ওয়াশিংটনে কুমারীদের বিরুদ্ধে কোনও একটা আইন হয়তো আছে! 'কী প্রয়োজন তার আমার কাছে?'

'তুমি সরকারের হয়ে কাজ করছ, তাই খোঁজখবর নিতে এসেছিল।'

'ও!' হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ক্যাথরিন।

এরমধ্যে একদিন অফিসে প্রচণ্ড কাজের চাপ। ক্যাথরিনকে ডেকে ফ্রেজার বললেন, একটু ওভারটাইম করতে হবে। অতএব তাকে ডিনার করতে হবে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে, যাতে ডিনার শেষে তারা একত্রে কাজ করতে পারে।

অফিস-শেষে তারা দু'জন গিয়ে উঠল ফ্রেজারের গাড়িতে। চারদিকের অসংখ্য উৎসুক দৃষ্টি অনুসরণ করতে লাগল তাদের। গাড়ির এঞ্জিন চালু করল ফ্রেজারের ড্রাইভার টাল্‌মাট্‌জে।

পুরানো জর্জিয়ান ধাঁচের অ্যাপার্টমেন্ট ফ্রেজারের। গেট খুলে দিল সাদা পোশাক পরা খানসামা।

ফ্রেজার তাকে নিয়ে গেলেন স্টাডিতে। চারদিকে বইয়ের স্তূপ। পুরানো, নতুন—সব ধরনের। বিস্মিত হলেও দৃষ্টিতে তা প্রকাশ করল না ক্যাথরিন। ধরা দেবে না সে কিছুতেই। তাই খুব কায়দা করে মন্তব্য করল, 'কংগ্রেস লাইব্রেরির চেয়ে অনেক ছোট এটা।'

সশব্দে হেসে উঠলেন ফ্রেজার।

ক্যাথরিন তখনও স্থির করতে পারছে না, উইলিয়াম ফ্রেজারকে সে অপছন্দ করে, নাকি ভালবাসে। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিত, তার জানাশোনার মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার লোক তিনি।

ডিনারের পর মাঝরাত পর্যন্ত কাজ করল তারা। ক্যাথরিনকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন ফ্রেজার। সেখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছিল টাল্‌মাট্‌জে।

সারা পথ ফ্রেজারের কথা ভাবল সে, ভাবল তাঁর পুরুষত্বের কথা, তাঁর রসবোধের কথা। এই সন্ধেটা তার জীবনে সবচেয়ে স্মরণীয়। সেও কি তাহলে অন্যসব মেয়ের মত ফ্রেজারের প্রেমে পড়ে যাচ্ছে? না। ওয়াশিংটনের সব মেয়ে ফ্রেজারের সামনে প্রেমের পশরা সাজিয়ে বসে আছে, থাক। গড্ডলিকা প্রবাহে সে গা ভাসাবে না।

BanglaBook.org

*

পরবর্তী ছয় মাস খুব ব্যস্ত কাটালেন ফ্রেজার। শিকাগো, সান-ফ্র্যান্সিসকো ছাড়াও তাকে ইয়োরোপ যেতে হলো। এদিকে কাজের কমতি নেই অফিসে। তবু ফ্রেজারবিহীন অফিস ভীষণ ফাঁকা ফাঁকা লাগে ক্যাথরিনের। অফিসে হরেকরকম লোকের আনাগোনা বেড়ে গেছে। অনেকের কাছ থেকেই নানা ধরনের প্রস্তাব পেতে শুরু করল সে—লাঞ্চ-ডিনার করা থেকে শুরু করে ইয়োরোপ এবং বিছানায় যাবার প্রস্তাব পর্যন্ত। কিন্তু কোনওকিছু গ্রাহ্য করে না সে। এটার আংশিক কারণ, সে কোন আকর্ষণ বোধ করে না ওইসব লোকের প্রতি। তবে প্রধান কারণ, তার আশঙ্কা—ফ্রেজার, বোধ হয়, এসব পছন্দ করেন না।

ইতোমধ্যে শহরের চেহারায় এসে গেছে আকস্মিক পরিবর্তন। বেড়ে গেছে লোকজনের হাঁটাচলার গতি, সকলের চোখেমুখে উদ্বিগ্নতার ছাপ। ইয়োরোপের নানান দুর্যোগ এবং সমস্যার খবর দিয়ে শিরোনাম বানাচ্ছে পত্রিকাগুলো। ফ্রান্স এবং নরওয়ের পতন; ইংল্যান্ডের প্রাণপণ যুদ্ধ; জার্মানি, জাপান আর ইতালির চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি খবর আমেরিকার যুদ্ধে অংশগ্রহণের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। একদিন ফ্রেজারকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'ইংল্যান্ড হিটলারকে রুখতে না পারলে আমাদেরকেই তা করতে হবে,' ফ্রেজার বললেন।

'কিন্তু হিটলারের এত ট্যাঙ্ক আর প্লেনের সামনে ইংল্যান্ড কতক্ষণ টিকতে পারবে? তাদের তো কিছুই নেই।'

'নেই, কিন্তু অচিরেই হবে।' ফ্রেজার আশ্বাস দিলেন যেন।

এক সপ্তাহ পরে পত্রপত্রিকা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের ইংল্যান্ডকে অস্ত্র সাহায্যের সিদ্ধান্তের খবরে মুখর হয়ে উঠল। তার মানে, ক্যাথরিন ভাবল, এই তথ্য আগে থেকেই জানতেন ফ্রেজার!

BanglaBook.org

একদিন নাটক দেখে সন্ধেবেলা অফিসে ঢুঁ দিয়ে ফ্রেজার দেখলেন, ক্যাথরিন কাজ করছে নিবিষ্ট মনে। তাঁকে ঢুকতে দেখে থতমত খেয়ে গেল সে।

'এত রাত পর্যন্ত কী এত কাজ তোমার?' ফ্রেজার জানতে চাইলেন।

'এই রিপোর্টটা আজই শেষ করে ফেলতে চাই, যাতে আপনি ওটা কাল সঙ্গে করে সান-ফ্র্যান্সিসকোতে নিয়ে যেতে পারেন।'

'এটা পরে ডাকে পাঠাতে পারতে।' বিপরীত দিকের চেয়ারে বসে তাকে লক্ষ করতে লাগলেন ফ্রেজার। 'এই শুকনো রিপোর্ট তৈরি করার চেয়ে ভাল কোনওকিছু কি করতে পারো না সন্ধেবেলায়?'

'আজ সন্ধেয় কোন কাজ ছিল না তো, তাই...'

ফ্রেজার স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন ক্যাথরিনের দিকে। 'অফিসে প্রথমদিন এসে কী বলেছিলে আমাকে, মনে আছে?'

'অনেক ফালতু কথা বলেছিলাম সেদিন।'

'বলেছিলে, তুমি আমার সেক্রেটারি না—অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে চাও। গত তিন মাস ধরে তুমি সত্যিকার অর্থে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করেছ। আমি তোমাকে এখন পাকাপাকিভাবে নিয়োগ করে ফেলতে চাই সেই পদে।'

অবিশ্বাসের চোখে ক্যাথরিন তাকাল তাঁর দিকে। 'আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব, মিস্টার ফ্রেজার।'

'আমার অ্যাসিস্ট্যান্টরা আমাকে ডাকে "বিল" বলে।'

'বিল।'

সেদিন রাতে শুয়ে শুয়ে ক্যাথরিন ভাবছিল, কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে ফ্রেজার তাকিয়ে ছিলেন তার দিকে।

ঘুমিয়ে পড়তে সেদিন অনেক সময় লাগল তার।

দীর্ঘ দু'মাস বাবার কোন চিঠিপত্র পায়নি ক্যাথরিন। কতবার বাবাকে লিখেছে ওয়াশিংটন বেড়িয়ে যেতে! তার খুব ইচ্ছে, বাবাকে ঘুরে ঘুরে শহর দেখাবে, পরিচয় করিয়ে দেবে উইলিয়াম ফ্রেজারের মত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। কিন্তু বাবার নীরবতায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওমাহায় চাচার বাসায় ফোন করল সে। ফোন ধরলেন চাচা।

'ক্যাথি, আমি নিজেই তোমাকে ফোন করার কথা ভাবছিলাম।'

'বাবা কেমন আছেন?'

কিছুক্ষণ নীরবতা বয়ে গেল টেলিফোনে।

'তার স্ট্রোক হয়েছিল। আমি তখনই তোমাকে জানাতে চেয়েছিলাম।

BanglaBook.org

কিন্তু সুস্থ না হয়ে ওঠা অব্দি অপেক্ষা করতে বলেছিল তোমার বাবা।'

'তিনি কি সুস্থ এখন?'

'না, ক্যাথি,' ভারি হয়ে এল চাচার গলার স্বর। 'তার প্যারালাইসিস হয়ে গেছে।'

'আমি আজই রওনা দিচ্ছি।'

বিল ফ্রেজারকে সব খুলে বলল ক্যাথরিন। আন্তরিক সহানুভূতির সুরে তিনি বললেন, 'তোমাকে কীভাবে সাহায্য করতে পারি, বলো?'

'আমি এক্ষুণি ওমাহা যেতে চাই, বিল।'

'অবশ্যই যাবে।' ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে শুরু করলেন ফ্রেজার।

টাল্‌মাট্‌জে গাড়ি করে ক্যাথরিনকে পৌঁছে দিল এয়ারপোর্টে। ফ্রেজার ফোন করে টিকেট রিজার্ভ করে রেখেছিলেন তার জন্য।

ওমাহা এয়ারপোর্টে চাচা-চাচী এসেছিলেন ক্যাথরিনকে রিসিভ করতে। তাঁদের মুখের দিকে এক নজর তাকিয়েই সে বুঝে গেল, দেরি হয়ে গেছে তার। তারা বাসায় এসে ঢুকল নীরবে। অপরিসীম ক্ষতি আর একাকীত্বের বেদনা আচ্ছন্ন করে ফেলল ক্যাথরিনকে। যেন মরে গেছে তার নিজের একটা অংশ। ছোট এক ঘরে ঢুকল তারা। বাবা শুয়ে আছেন কফিনে তাঁর সবচেয়ে সুন্দর স্যুট পরা অবস্থায়।

বাবার সারা জীবনের উদ্যোগের ফসল, সারা জীবনের সঞ্চয় চাচা তুলে দিলেন ক্যাথরিনের হাতে—নগদ পঞ্চাশ ডলার, পুরানো কিছু ছবি, একটা হাতঘড়ি আর ক্যাথরিনের লেখা সব চিঠি। তার হৃদয় কেঁদে উঠল বাবার কথা ভেবে। কী বিশাল এবং ব্যাপক ছিল তাঁর স্বপ্ন, অথচ সাফল্য কী নগণ্য সেই তুলনায়! মনে পড়ল ছোটবেলার কথা। পকেট ভর্তি টাকা আর দু'হাত ভর্তি উপহার নিয়ে বাসায় ফিরতেন বাবা। হঠাৎ ক্যাথরিন অনুভব করল, সে অনেক কথা বলতে চায় বাবাকে, তাঁর জন্যে করতে চায় অনেক কিছু। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

ক্যাথরিন ভেবে রেখেছিল একটা রাত সে চাচা-চাচীর সাথে কাটাবে।

BanglaBook.org

কিন্তু বাবাকে সমাহিত করার পর সিদ্ধান্ত পাল্টাল। দুঃসহ একাকীত্বের ভার সে বইতে পারছিল না। পরের প্লেনেই সে ফিরে গেল ওয়াশিংটনে।

এয়ারপোর্টে বিল ফ্রেজার রিসিভ করলেন ক্যাথরিনকে। ক্যাথরিনের জন্য অপেক্ষা করছেন ফ্রেজার, পাশে থাকছেন অসহায় মুহূর্তে—এটাই যেন সবচেয়ে স্বাভাবিক আর সরল সত্য পৃথিবীতে।

ক্যাথরিনকে কয়েকদিন ছুটি নেবার প্রস্তাব দিলেন ফ্রেজার। সে রাজি হলো না। ব্যস্ত থাকতে চায় সে। ফ্রেজারের সঙ্গে সপ্তাহে দু'তিনবার ডিনার করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ল সে এবং ক্রমশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠল তাদের মধ্যে।

একদিন সন্ধের খানিকটা পরে অফিসে বসে প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখছিল ক্যাথরিন। হঠাৎ অনুভব করল, ফ্রেজার তার পেছনে দাঁড়িয়ে। তাঁর আঙুল আলতোভাবে ছুঁয়ে রেখেছে তার কাঁধ।

'ক্যাথরিন!'

সে ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল তাঁর দিকে। আর মুহূর্তের ব্যবধানে ঘটে গেল ঘটনাটি। গভীর আলিঙ্গনে ক্যাথরিনকে জড়িয়ে ধরলেন ফ্রেজার। তারা এমনভাবে চুমু খেল, যেন সহস্রবছর পরস্পরের প্রতি অভ্যস্ত। অভূতপূর্ব স্বস্তি এবং নিরাপত্তাবোধে ছেয়ে গেল ক্যাথরিনের মন। হ্যাঁ, এখন সে জানে, এটাই তার অতীত এবং এটাই তার ভবিষ্যৎ।

ফ্রেজারের অ্যাপার্টমেন্টে গেল তারা। ক্যাথরিনের বাহু জড়িয়ে ধরে রেখেছেন ফ্রেজার। আহা, এত শান্তি, এত সুখ! আবেশে চোখ বন্ধ করে ফেলল ক্যাথরিন।

কিন্তু হঠাৎ রন পিটারসনের কথা মনে পড়তেই অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সে। ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও কিছু হয়েছে তোমার?'

বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার সেই পুরুষের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্যাথরিন কথাটা লুকোতে পারল না, 'আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাইছিলাম—আমি এখনও কুমারী।'

বিস্মিত ফ্রেজার মৃদু হেসে বললেন, 'কী আশ্চর্য! ওয়াশিংটনের একমাত্র কুমারী মেয়ে এখন আমার সঙ্গে!' ক্যাথরিনকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। 'চলো, ওপরে যাই।'

ক্যাথরিনও আঁকড়ে ধরল তাঁকে। আজ উল্টোপাল্টা কিছু করা চলবে না।

BanglaBook.org

'চলো।' ফ্রেজারের হাত ধরল সে।

ফ্রেজারের বেডরুমটা বিশাল, পুরুষালি চেহারার।

'ড্রিঙ্ক চলবে?'

'না।'

'ভাল করে ভেবে দেখো।'

'আমার প্রয়োজন নেই।'

আবার ফ্রেজার তাকে জড়িয়ে ধরলেন। এবার তাঁর পুরুষালি কঠোরতার স্পর্শ পেল ক্যাথরিন। সারা শরীরে বিদ্যুৎ চমকে গেল যেন।

'দাঁড়াও আমি আসছি।' ফ্রেজার চলে গেলেন ড্রেসিং রুমে।

ফ্রেজারের সামনে কাপড় ছাড়তে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে পারে সে, এটা ভেবেই সুযোগ করে দেয়া,—তা বুঝতে কষ্ট হলো না তার। ঝটপট কাপড় খুলে নিজের বিবস্ত্র শরীরের দিকে তাকিয়ে ক্যাথরিন মনে মনে বলল, 'বিদায়, কুমারী ক্যাথরিন, বিদায়।'

কম্বল গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে।

ফ্রেজার এলেন ড্রেসিং গাউন পরে। শায়িত ক্যাথরিনের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে কী যেন ভাবলেন। ক্যাথরিনের কালো চুল সাদা বালিশের সঙ্গে দারুণ বৈপরীত্য সৃষ্টি করেছে। কী নির্মল, নিষ্পাপ তার মুখ!

ফ্রেজার ঢুকে পড়লেন কম্বলের ভেতরে। তার হাত বিচরণ করতে লাগল ক্যাথরিনের সারা শরীরে। মুহূর্তে সব ভুলে গেল সে। তীব্র অসহনীয় উত্তেজনায় দুমড়ে-মুচড়ে উঠল তার শরীর।

সবকিছু হয়ে যাবার পর ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন লাগল তোমার?'

'চমৎকার।'

আসলে মনে মনে একটু হতাশই হয়েছে ক্যাথরিন। কিন্তু তা প্রকাশ করল না। তার তো এই ব্যাপারে সঠিক কোনও ধারণাই নেই। হতে পারে, সে খুব বেশি আশা করেছিল, কিংবা কেবল শুয়ে থাকা ছাড়া আর তেমন কোনও ভূমিকা তার ছিল না এতে। কে জানে, কোনটা সত্যি!

ফ্রেজারের বাহুর ওপরে মাথা রেখে ক্যাথরিনের মনে হলো, তবে এটা ঠিক যে, দু'জন মানুষের এভাবে কাছাকাছি থাকা, ভালবাসা, সুখ-দুঃখ সব ভাগাভাগি করে নেয়াটা জীবনে খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ।

BanglaBook.org

'ব্র্যাণ্ডি খাবে?' ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন।

'না।'

'আমি খাব। একজন কুমারীকে নিয়ে শোবার সৌভাগ্য প্রতিদিন হয় না।

'তুমি কি রাগ করেছ আমি কুমারী বলে?'

'পাগল নাকি!' হাসলেন ফ্রেজার। 'আসলে দুনিয়ার সমস্ত নার্ভাস বাবা-মা নির্ভেজাল রাখতে চান তাঁদের মেয়েদের। সেক্সের ব্যাপারে তাঁদের ধারণা খুব উদ্ভট। কিন্তু, ক্যাথরিন, জানো, সেক্স দু'জনকে কখনও দূরে সরিয়ে দেয় না, বরং আরও ঘনিষ্ঠ হতে সাহায্য করে।'

কথাটা সত্যি। আগে কখনও কারও সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ বোধ করেনি ক্যাথরিন। তার চেহারায় হয়তো কোন পরিবর্তন আসেনি; তবে সে জানে, সে বদলে গেছে।

যে-কুমারী মেয়ে সন্ধেবেলা ঢুকেছিল এই বাড়িতে, সে আর নেই। তার জায়গায় এখন আছে এক মহিলা।

যাক, এখন এফ বি আই আর পিছু লাগবে না তার!

নোয়েল

প্যারিস : ১৯৪১

প্যারিসে ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করে ফেলেছে জার্মান গোয়েন্দা বাহিনী গেস্টাপো। ফ্রান্সের ইহুদিদের তারা নানা উপায়ে অত্যাচার করতে লাগল—তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হলো, ধ্বংস করে ফেলা হলো কোনও কোনও ক্ষেত্রে।

ফ্রান্সের গুপ্ত প্রতিরোধ বাহিনী মাকী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে যারা ধরা পড়ছে, তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে পাশবিক উপায়ে।

এদিকে জার্মানরা জীবন যাপন করছে লাট সাহেবের মত। আর সাধারণ নাগরিকদের জন্যে অসহনীয় ঠাণ্ডা এবং দুর্দশা ছাড়া বাকি সবকিছুই দুর্লভ। সবকিছুর সংকট তখন। গ্যাসে রেশনিং, সেন্ট্রাল হীটিং সিস্টেমে উত্তাপ নেই। কাঠের গুঁড়োর বিক্রি বেড়ে গেছে হঠাৎ করে। চালু হলো স্পেশাল বার্নিং

BanglaBook.org

স্টোভে কাঠের গুঁড়ো জ্বালিয়ে ঘর গরম রাখার সাময়িক পদ্ধতি। পৃথিবীর সবচেয়ে সুবেশী হিসেবে খ্যাত ফরাসী মহিলারা ঘুরে বেড়াতে লাগল মলিন পোশাকে।

দীর্ঘ এই দুঃসময়েও প্যারিসের থিয়েটার প্রসার লাভ করতে থাকল অতি আড়ম্বরে। কঠিন বাস্তব থেকে পালানোর জন্য প্যারিসবাসীদের এই একটা পথই খোলা তখন।

ইতোমধ্যে নোয়েল পাজ তারকা বনে গেছে রাতারাতি। আরমাঁদ গোতিয়েরকে খুব বাহবা দিয়েছে সবাই। দর্শকদের ভীষণ পছন্দ নোয়েলকে। জননন্দিতা অভিনেত্রী হিসেবে তার জনপ্রিয়তার ব্যাপ্তি বেড়েই চলেছে ক্রমশ।

আরমাঁদ স্পষ্ট অনুভব করেন, তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে নোয়েলের কাছে। সে যে এখনও আছে তাঁর সঙ্গে, এটা তার মর্জি বা খেয়াল। অবিরাম একটা উৎকণ্ঠা তাকে ঘিরে থাকে—যে-কোনও সময় তাঁকে ছেড়ে চলে যেতে পারে নোয়েল। তিনি প্রায় সারাটা জীবন কাজ করেছেন থিয়েটারে। কিন্তু নোয়েলের মত কাউকে আর কখনও দেখেননি। ঠিক যেন অতৃপ্ত স্পঞ্জ সে—যা শেখাও, সব শুষে নিয়ে আরও শিখতে চাইবে। নোয়েলের তারকা হবার সম্ভাবনা তিনি টের পেয়েছিলেন শুরু থেকেই। পরে তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে আরেকটা সত্য আবিষ্কার করেছেন—তারকা হওয়াই তার সর্বশেষ লক্ষ্য নয়। সত্যি বলতে কি, অভিনয়ে সে আন্তরিকভাবে উৎসাহী নয়, অনেকটা বাধ্য যেন।

শুরুতে এটা বিশ্বাস করতে পারতেন না আরমাঁদ এবং নোয়েলের চূড়ান্ত লক্ষ্য আন্দাজ করবার ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। নোয়েল, তাঁর কাছে, রহস্যের মত। মেয়েদের মনস্তত্ত্ব ভাল বোঝেন ভেবে তিনি আত্মতৃপ্তি বোধ করতেন একসময়। কিন্তু যে-মেয়েকে তিনি ভালবাসেন এবং বসবাস করছেন যার সঙ্গে, সেই মেয়ের মনস্তত্ত্ব তিনি বুঝতে পারেন না একবিন্দুও। নোয়েল তাঁর সঙ্গে বিয়েতে রাজি কি না, একদিন এই প্রশ্ন করায় সে উত্তর দিয়েছিল নিরাসক্ত গলায়, 'হ্যাঁ, আরমাঁদ।' কিন্তু তিনি জানেন, এই 'হ্যাঁ' কোনও অর্থই বহন করে না। তার পক্ষে এটা বলা খুব সহজ এবং অনায়াসসাধ্য—অন্তত ফিলিপ সোরেলের সঙ্গে তার এনগেজমেন্টের ব্যাপারটা যাচাই করে তিনি তা বুঝতে পারেন। এর আগে কত পুরুষকে নাকে দড়ি লাগিয়ে ঘুরিয়েছে সে, কে জানে! আরমাঁদ জানেন, তাঁর প্রস্তাবিত বিয়ে বাস্তবের মুখ দেখবে না কখনও। তৈরি

BanglaBook.org

হলেই তাকে ছেড়ে চলে যাবে নোয়েল।

সেদিনের কথা মনে পড়ল তাঁর, যেদিন তিনি নোয়েলের জন্যে প্রথম অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন। একদিন এক প্রযোজক এলো তাঁর কাছে। সে তাঁকে পরিচালক হিসেবে পেতে চায়। আরমাঁদ পাণ্ডুলিপি পড়ে অনুভব করলেন, নায়িকার চরিত্রে অপূর্ব মানাবে নোয়েলকে। তিনি রাজি হলেন এই শর্তে যে, মুখ্য নারী চরিত্রে অভিনয় করবে নোয়েল। কিন্তু প্রযোজক অজানা এক মেয়েকে প্রধান চরিত্রে নামানোর ঝুঁকি নিতে চায় না, অথচ হাতছাড়া করা চলে না আরমাঁদকেও। নোয়েলের অডিশন নিতে চাইল সে। আরমাঁদ তড়িঘড়ি করে বাসায় ফিরলেন নোয়েলকে সুসংবাদটা দেয়ার জন্যে। সে তাঁর কাছে এসেছে তারকা হবার স্বপ্ন নিয়ে এবং সত্যি হতে চলেছে তাঁর স্বপ্ন। এরপর সে নিশ্চয়ই আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলবে তাঁর সঙ্গে এবং ভালবাসবে সত্যিকার অর্থে। তারপর বিয়েটা সেরে ফেললেই বাকি জীবনের জন্যে নোয়েল তাঁর।

তিনি অতি উৎসাহ নিয়ে খবরটা জানালেন নোয়েলকে। সে শান্তভাবে মুখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ, আরমাঁদ।' সিগারেটে আগুন ধরিয়ে দেয়ার জন্য কিংবা সঠিক সময় বলার জন্য লোকজন এই সুরে ধন্যবাদ জানিয়ে থাকে।

দীর্ঘসময় ধরে নোয়েলকে পর্যবেক্ষণ করলেন তিনি। সে, সম্ভবত, মানসিকভাবে অসুস্থ। তার আবেগের একটা অংশ হয় মরে গেছে অথবা আদৌ জীবিত ছিল না কখনও। তাকে কেউ কোনওদিন পুরোপুরি নিজের করে পাবে না। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, তাঁর খেয়ালখুশি মত সব কাজ করে নোয়েল এবং বিনিময়ে কিছু চায় না, দাবি করে না। আরমাঁদ তাঁকে ভালবাসেন বলেই যাবতীয় উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা সরিয়ে রাখলেন মন থেকে।

অডিশনে দুর্দান্ত অভিনয় দেখিয়ে নোয়েল নায়িকার চরিত্র পেয়ে গেল। দু'মাস পর নাটকের প্রদর্শনী শুরু হলো প্যারিসে এবং রাতারাতি ফ্রান্সের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারকা বনে গেল সে। নাটকের প্রথম প্রদর্শনীর আগে সাংবাদিকরা ওত পেতে বসে ছিল নাটক এবং নোয়েলকে ঘায়েল করার জন্য। তারা জানত, আনকোরা অনভিজ্ঞ এক মেয়েকে সুযোগ করে দিয়েছেন আরমাঁদ গোতিয়ের মেয়েটি তাঁর রক্ষিতা বলে। ঘটনাটি বস্তুত খুবই উপাদেয় এবং মুখরোচক,

BanglaBook.org

সন্দেহ নেই। কিন্তু যুগপৎ হতাশ ও বিমোহিত হলো তারা এবং নোয়েলের অভিনয় নৈপুণ্য এবং সৌন্দর্য বর্ণনার জন্যে নতুন বিশেষণ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

প্রতিদিন নাটকের পর ভিড় লেগে যায় নোয়েলের ড্রেসিং-রুমে। সবার সঙ্গেই কথা বলে সে—সৈনিক, সেলসগার্ল,জুতোর দোকানের কর্মচারী, কোটিপতি—সবার সঙ্গে সমান সৌজন্য বিনিময় করে। অপরিসীম ধৈর্য তার।

এই সময় নোয়েলের নামে তিনটে চিঠি এলো মার্সেই থেকে। চিঠিগুলো না খুলেই ছিঁড়ে ফেলে দিল সে।

সে-বছরেই আরমাঁদ গোতিয়ের পরিচালিত সিনেমায় অভিনয় করল নোয়েল। বেড়েই চলল তার জনপ্রিয়তার পরিধি। ইন্টারভিউ দিতে ক্লান্তি নেই তার, ছবি তোলায় আপত্তি করে না কখনও। তারকাসুলভ অহমিকা নেই তার।

সব কিছু করে সে ল্যারি ডগলাসের কথা ভেবে।

ছবির জন্যে পোজ দিয়ে নোয়েল দিব্যচক্ষে কল্পনা করে, ল্যারি পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে থমকে দাঁড়িয়ে ছবিটা দেখল এবং চিনতে পারল নোয়েলকে। শুটিং-এর সময় দেখতে পায় ল্যারি ডগলাসকে, সিনেমা হলে বসে নোয়েল অভিনীত ছবি দেখছে সে। এসব নোয়েলের সঙ্কেত, যা একদিন ল্যারিকে নিয়ে আসবে নোয়েলের কাছে। এবং সে নিজের হাতে ধ্বংস করবে ল্যারিকে।

এর মধ্যে গোয়েন্দা ক্রিশ্চিয়ান বারবেত আরও কিছু তথ্য সরবরাহ করল নোয়েলকে। ল্যারির প্লেন ধ্বংস হয়ে পড়ে গিয়েছিল ইংলিশ চ্যানেলে। কিন্তু সে প্রাণে বেঁচে গেছে। তাকে উদ্ধার করেছে ব্রিটিশ রেসকিউ বোট। ব্রিটিশ অ্যাডমিরালের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ভেঙে গেছে তার এবং যথারীতি নতুন মেয়ে জুটেছে অনেক।

BanglaBook.org

একদিন অভিনয়ের পর নোয়েল ড্রেসিংরুমে মেক-আপ ছাড়াচ্ছে, এমন সময় টোকা পড়ল দরজায়। ভেতরে ঢুকল গ্রীনরুমের গেটম্যান। মাফ করবেন 'মিস পাজ, এক ভদ্রলোক এসব আপনাকে পৌঁছে দিতে বলেছেন।'

আয়না দিয়ে নোয়েল দেখল, বিশাল এক ফুলদানিতে প্রচুর গোলাপ।

'ওখানে রাখো,' গম্ভীরভাবে নোয়েল বলল।

তখন নভেম্বর মাস। গোটা প্যারিসে গোলাপ ফুলের কোনও চিহ্ন নেই। অথচ এই তোড়ায় কমপক্ষে চার ডজন শিশিরে-ভেজা লাল গোলাপ। অদ্ভুত কাণ্ড! তোড়ার ভেতরে রাখা কার্ডটা তুলে নিল নোয়েল। ওতে লেখা—'সুন্দরী নোয়েল পাজকে। আপনি কি আজ আমার সঙ্গে ডিনার করবেন?—জেনারেল হ্যান্স শেইডার।'

'তিনি উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' গেটম্যান জানাল।

'এই ফুলগুলো তুমি তোমার স্ত্রীর জন্য নিয়ে যাও। আর ভদ্রলোককে বলো, ডিনার করার অভ্যেস আমার নেই।'

অবাক হয়ে তাকাল গেটম্যান। 'কিন্তু জেনারেল...'

'আমি যা বললাম তা-ই করো।'

নোয়েল জানে, গেটম্যান অচিরেই ফলাও করে প্রচার করবে, কী অসীম সাহসিকতায় জার্মান জেনারেলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে নোয়েল। অনেক জার্মান অফিসারের ভাগ্যেই নোয়েলের প্রত্যাখ্যান জুটেছে ইতোমধ্যে। সে হিসেবে ফরাসীরা নোয়েলকে আদর্শবাদী দেশপ্রেমিকা হিসেবে সম্মান করে খুব। কিন্তু সে নিজে জানে, নাৎসী বাহিনীর বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত কোনও অভিযোগ নেই। তাদের ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন সে। তার নিজস্ব জীবন এবং পরিকল্পনার কোনও অংশ নয় তারা। তাই জার্মানদের এই অন্যায় দখল নিয়ে কোন প্রসঙ্গ উঠলে নোয়েল অংশ নেয় না সেই আলোচনায়।

একদিন এক পার্টিতে জেনারেল হ্যান্স শেইডারকে দেখল নোয়েল। চল্লিশোর্ধ বয়স, লম্বাটে বুদ্ধিদীপ্ত মুখমণ্ডল, সবুজ চোখ, চমৎকার স্বাস্থ্য, গালের হাড়ের কাছ থেকে চিবুক পর্যন্ত কাটা একটা দাগ। দূরে এক কোণে বসে তিনি সারাক্ষণ তাকিয়ে ছিলেন নোয়েলের দিকে।

পরদিন ড্রেসিংরুমে ঢুকেই নোয়েল দেখল, ছোট্ট ফুলদানিতে একটি গোলাপ। পাশে পড়ে থাকা কার্ডে লেখা—'সম্ভবত, অল্প থেকেই শুরু করা উচিত। আপনার সঙ্গে কি দেখা করতে পারি?—হ্যান্স শেইডার।' কার্ড এবং ফুল ছিঁড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল নোয়েল।

মাকীর সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জার্মানদের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে

BanglaBook.org

বীরবিক্রমে—কিন্তু সেসব খবর ছাপা হয় না নিয়ন্ত্রিত পত্রিকাগুলোয়। বরং হঠাৎ করে একটা শব্দের আবির্ভাব হলো পত্র-পত্রিকায়। শব্দটি—আরশোলা। কার যেন ছদ্মনাম। জার্মান গোয়েন্দাবাহিনী উঠে পড়ে লেগেছে তাকে গ্রেফতার করার জন্য। কারণ আরশোলার আঁকা জার্মানবিরোধী কার্টুনভিত্তিক ছবিতে রাতারাতি ছেয়ে গেছে প্যারিসের দালানকোঠা, দেয়াল, ফুটপাত। কিন্তু কেউ জানে না, কে এই আরশোলা।

এক আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে আরমাঁদ হাজির হলেন নোয়েলকে নিয়ে। নোয়েল ছবি দেখছিল ঘুরে ঘুরে। হঠাৎ তার হাতে অনুভব করল অন্যের স্পর্শ। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল নোয়েল। মাদাম রোজ। সেই পরিচিত মুখ। ইজরায়েল কাৎস-এর কথা মনে পড়ল। নোয়েল কথা বলতে উদ্যত হতেই কনুই দিয়ে খোঁচা মেরে থামিয়ে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন মাদাম রোজ, 'পারলে ম্যাগোৎস ক্যাফেতে আমার সঙ্গে দেখা করো।'

নোয়েল উত্তর দেয়ার আগেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন তিনি। প্রয়োজনের মুহূর্তে ইজরায়েল আর মাদাম রোজ দু'জনেই অনেক সাহায্য করেছেন নোয়েলকে। কিন্তু মাদাম রোজের কী প্রয়োজন এখন তার কাছে? টাকা? হয়তো তা-ই।

বিশ মিনিট পর ট্যাক্সি নিয়ে ম্যাগোৎসে হাজির হলো নোয়েল। ট্যাক্সি থেকে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো এক লোক। চিনতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল নোয়েলের। ইজরায়েল কাৎস। হঠাৎ করে বয়স অনেকটা বেড়ে গেছে যেন। শক্ত চোয়াল, চোখ ভেতরে বসা। যেন অনেক রাত ঘুমোয়নি সে।

ক্যাফেতে জনা ছয়েক ফরাসী বসে আছে। তারা গিয়ে বসল পেছনে এক কোণের টেবিলে।

'কোনও ড্রিঙ্ক?' ইজরায়েল জিজ্ঞেস করল।

'না, ধন্যবাদ।'

নোয়েল ততক্ষণে বুঝে গেছে, টাকার জন্য ইজরাইল তাকে ডাকেনি এখানে।

'আপনি এখনও সুন্দরী, নোয়েল। আপনার সব নাটক আর ছবি আমি

BanglaBook.org

দেখেছি। আপনি সত্যি দারুণ অভিনেত্রী।'

'আমার ড্রেসিং-রুমে এসে দেখা করেননি কেন আমার সঙ্গে?'

'আপনাকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চাইনি বলে।'

'আমার বন্ধু আমি বেছে নিই নিজে। অন্য কেউ এ-ব্যাপারে আমাকে উপদেশ দিতে আসে না।'

হাসল ইজরায়েল। 'আপনার এই সাহস নষ্ট করবেন না। সঠিক জায়গায় প্রয়োগের চেষ্টা করবেন।'

'আপনার সম্পর্কে বলুন এখন।'

'আমি এখন সার্জন। কিন্তু জার্মানরা আমার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে। বাধ্য হয়ে কাঠমিস্ত্রি হয়েছি এখন।'

'আমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা করতে চাইলেন কেন?'

ইজরায়েল ঝুঁকে পড়ল নোয়েলের দিকে। নিচু স্বরে বলল, 'আমার একটু সাহায্য দরকার। প্রয়োজন একজন বন্ধুর—'

কথা শেষ হবার আগেই দরজা ঠেলে ইউনিফর্ম-পরা একদল জার্মান সৈন্য ঢুকে পড়ল ক্যাফের ভেতরে। সবার সামনে একজন কর্পোরাল। কম্যান্ডের ভঙ্গিতে চিৎকার করে বলল সে, 'অ্যাটেনশান, প্লীজ। আমরা সকলের পরিচয় পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে পড়ল ইজরায়েল। ডান হাত ওভারকোটের পকেটে ঢুকিয়ে তাকাল পেছনের দরজার দিকে, নোয়েল সেটা লক্ষ করল। কিন্তু একজন সৈনিক ইতোমধ্যে পৌঁছে গেছে সেখানে। ইজরায়েল ফিসফিস করে বলল নোয়েলকে, 'এক্ষুণি আমার কাছ থেকে সরে যান। এক্ষুণি!'

'কেন?'

দরজার কাছের লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে জার্মানরা।

'প্রশ্ন না করে, প্লীজ, সরে যান।' ইজরায়েলের গলায় আদেশের সুর।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে নোয়েল হাঁটতে শুরু করল দরজার দিকে। নড়ে-চড়ে আরাম করে বসল ইজরায়েল। জার্মানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ব্যাপারটা। একজন এগিয়ে গিয়ে বলল, 'পরিচয়-পত্র দেখান।'

ঠিক সেই মুহূর্তে কোনও এক ব্যাখ্যাতীত উপায়ে নোয়েল জেনে গেল, ইজরায়েলকেই খুঁজছে জার্মানরা। ভয়ে অবশ হয়ে এলো সে। ইজরায়েলের

BanglaBook.org

পালানোর কোনও পথ নেই।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে নোয়েল বলল ইজরায়েলের উদ্দেশে, 'ফ্রান্সিস, দেরি হয়ে যাচ্ছে থিয়েটারে। বিল শোধ করে জলদি চলো।'

সৈনিকরা অবাক চোখে তাকাল নোয়েলের দিকে। সে তখন হাঁটতে শুরু করেছে ইজরায়েলের টেবিল লক্ষ্য করে।

কর্পোরাল শুল্‌ৎস জিজ্ঞেস করল নোয়েলকে, 'এই লোক কি আপনার সঙ্গের?'

'অবশ্যই,' আত্মবিশ্বাস ফিরে এল নোয়েলের কণ্ঠে। 'নিরীহ ফরাসী নাগরিকদের হয়রানি করা ছাড়া আর কোনও কাজ কি নেই আপনাদের?'

'আমি দুঃখিত, কিন্তু...'

'শুনে রাখুন, আমার নাম নোয়েল পাজ, আর এ আমার সহ-অভিনেতা। আজ রাতে ডিনারে জেনারেল হ্যান্স শেইডারকে আপনার এমন আচরণের কথা বলব।'

'ক্ষমা করবেন, আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি ঠিকই, কিন্তু চিনতে পারলাম না এই লোকটিকে।' ইজরায়েলের দিকে ঘুরে তাকাল কর্পোরাল।

'চিনতে পারবেন কী করে, জীবনে থিয়েটারে গেছেন কখনও?' নোয়েল বলল। 'এখন বলুন, আমাদের গ্রেফতার করা হলো, নাকি আমরা যেতে পারি?'

খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল কর্পোরাল শুল্‌ৎস। 'হ্যাঁ, অবশ্যই যেতে পারেন। আপনাদের কোনও বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি আবার।'

নোয়েল আর ইজরায়েল ট্যাক্সিতে উঠল নীরবে। এক ট্রাফিক সিগন্যালে ট্যাক্সি থামতেই নোয়েলের হাতে মৃদু চাপ দিয়ে নেমে পড়ল ইজরায়েল।

সন্ধেবেলা নোয়েল তার ড্রেসিং-রুমে ঢুকে দেখল, দুজন লোক অপেক্ষা করছে তার জন্য। একজন কর্পোরাল শুল্‌ৎস, অন্যজন এসেছে সাধারণ পোশাকে। ত্রিশোর্ধ বয়স, চুলহীন মাথা, চোখে শকুনের দৃষ্টি।

'মিস নোয়েল পাজ?' রীতিমত হাস্যকর, মেয়েলি গলার স্বর তাঁর। কিন্তু তাতে কী একটা আছে, যা বয়ে নিয়ে আসে ভীতি, আতঙ্ক।

'হ্যাঁ।'

'আমি কর্নেল কুর্ট ম্যুলার। জার্মান-গোয়েন্দা। কর্পোরাল শুল্‌ৎসের সঙ্গে

BanglaBook.org

আপনার দেখা হয়েছে নিশ্চয়ই।'

নোয়েল উদাসীন ভঙ্গিতে তাকাল শুল্‌ৎসের দিকে। 'না, আমি তাকে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

'আজ বিকেলে, কফি হাউসে,' মনে করিয়ে দিতে চাইল কর্পোরাল শুল্‌ৎস।

ম্যুলারের দিকে তাকিয়ে নোয়েল বলল, 'প্রতিদিন অজস্র লোকের সঙ্গে দেখা হয় আমার।'

'তা ঠিক। আপনার এত ভক্ত, এত বন্ধু যে, সবাইকে মনে রাখাটা আপনার পক্ষে দুরূহই বটে।'

'অবশ্যই।'

'আজ বিকেলে যে-বন্ধুটি ছিল আপনার সঙ্গে,' নোয়েলের চোখে স্থির দৃষ্টি রেখে কথা বলছিলেন ম্যুলার, 'সে আপনার সঙ্গে এই নাটকে অভিনয় করেছে—অন্তত আপনি তা-ই বলেছেন কর্পোরাল শুল্‌ৎসকে।'

হতভম্ব নোয়েল তাকাল ধুরন্ধর জার্মান গোয়েন্দাটির দিকে। বলল, 'কর্পোরাল, মনে হয়, ভুল বুঝেছে আমাকে।'

'না,' প্রতিবাদ করল কর্পোরাল। 'আপনি বলছিলেন...'

কর্পোরালের দিকে রক্ত হিম-করা দৃষ্টিতে তাকালেন কর্নেল ম্যুলার। বাক্যের মাঝখানে এসে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল সে।

'এরকম ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে ফরাসী ভাষায় আমাদের দুর্বল জ্ঞানের কারণে,' ম্যুলার বললেন অমায়িকভাবে।

'তা সত্যি।'

'অকারণে আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি সত্যি দুঃখিত।'

পাষাণভার নেমে গেল নোয়েলের বুক থেকে। কী গভীর উৎকণ্ঠা ঘিরে ছিল তাকে এতক্ষণ!

'আপনাদের দু'জনকে আজকের শো'র টিকিট দিতে পারি,' নোয়েল প্রস্তাব দিল কর্নেল ম্যুলারকে।

'ধন্যবাদ, আমি দেখেছি এই নাটক। আর কর্পোরাল শুল্‌ৎস টিকেট কিনেছে। আজকের।'

উঠে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন কর্নেল ম্যুলার। থামলেন হঠাৎ, বললেন, 'নাটক

BanglaBook.org

দেখে না বলে মৃদু ভর্ৎসনা করেছিলেন আপনি। তাই সে আজকেই নাটক দেখবে স্থির করেছে। কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর পরিচিতির তালিকায় ক্যাফের সেই লোকের ছবি চোখে না পড়ায় খটকা লাগে তার এবং সে ডেকে পাঠায় আমাকে।'

নোয়েল টের পেল, তার রক্ত চলাচল দ্রুততর হয়ে উঠেছে আবার।

'সত্যি করে বলুন তো,' অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কর্নেল ম্যুলার, 'সে আসলে কে? অভিনেতা যে নয়, তা বোঝাই যাচ্ছে।'

'আমার বন্ধু।'

'নাম কী?'

'সেটার কি খুব দরকার?'

'আমরা এক অপরাধীকে খুঁজছি। আপনার সেই বন্ধুর এবং অপরাধীর বর্ণিত চেহারায় ভীষণ সাদৃশ্য আছে। আপনার বন্ধুটির নাম কী?'

'আ-আমি জানি না।'

'তার মানে, আপনার অচেনা সে?'

'হ্যাঁ।'

নোয়েলের দিকে মর্মভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন ম্যুলার, 'তাহলে তাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কেন?'

'তার জন্য দুঃখ হয়েছিল আমার। সে বলছিল...'

'কোথায় দেখা তার সঙ্গে?'

খুব দ্রুত ভেবে নিল নোয়েল। 'ক্যাফের ঠিক বাইরে। আমার কাছে এসে সে বলল, তার স্ত্রী আর ছেলেমেয়ের জন্য দোকান থেকে কিছু জিনিস চুরি করেছে বলে জার্মান সৈন্যরা খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে। এখানকার এই দুর্ভিক্ষের সময় অপরাধটা খুব নগণ্য মনে হয়েছে আমার। তাই সাহায্য করেছি তাকে।'

'আপনি কেন এত মহান, এখন তা বুঝতে পারছি। তবু আপনাকে কিছু উপদেশ দিতে চাই। আমরা, জার্মানরা, ফরাসীদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখার পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের শত্রুকে যে সাহায্য করে, তাকেও আমরা শত্রু হিসেবে গণ্য করি। একদিন সে ধরা পড়বেই এবং আমি নিশ্চিত, সে সবকিছু বলবে।'

'এতে আমার ভয়ের কিছু নেই।' গলার স্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করল

BanglaBook.org

নোয়েল।

'আপনার ধারণা ভুল। অন্তত আমাকে ভয় করে চলতে হবে আপনার।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন ম্যুলার। 'আপনার সেই বন্ধুর কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। জানাতে ব্যর্থ হলে...' ক্রুর হাসি ফুটে উঠল কর্নেলের মুখে। কর্পোরালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি।

নোয়েল খুব অসহায় বোধ করল সেই মুহূর্তে। সে ধরা পড়ে গেছে। অথচ মনে হয়েছিল ঘটনাটির সমাপ্তি ক্যাফেতেই। গেস্টাপো সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনীর কয়েকটি মনে পড়ল তার। কেঁপে উঠল গোটা শরীর। তৎক্ষণাৎ একটা ধারণা খেলে গেল মাথায়—'আরশোলা' ছদ্মনামধারী ব্যক্তিটি আসলে ইজরায়েল কাৎস।

সেদিনের নাটকে অভিনয় শেষে অবিরাম করতালির ভেতরে ফিরে এল নোয়েল তার ড্রেসিং-রুমে। সেখানে বসে আছেন জেনারেল হ্যান্স শেইডার। নোয়েল ঢুকতেই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'খবর পেলাম, আপনার সঙ্গে আজ নাকি আমার ডিনার করার কথা।'

জার্মানরা যে এত পিছু লাগা জাত, আগে ভাবতে পারেনি নোয়েল।

ডিনারে বসে খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেদিনের ঘটনার কোনও উল্লেখই করলেন না জেনারেল শেইডার। অবশেষে কথাটি যখন পাড়লেন, প্রতিবাদ করতে চাইল নোয়েল। বলল, 'ব্যাপারটা ছিল পুরোপুরি অন্যরকম। সামান্য চুরির কারণে অভিযুক্ত এক অসহায় গরীব লোক—'

'মিস পাজ, সব জার্মানই নির্বোধ, এমন ভুল ধারণা পোষণ করবেন না কখনও। আর জার্মান গুপ্তচরদের অতটা ক্ষমতাহীন মনে করার কোনও কারণ নেই। কর্নেল ম্যুলার সন্দেহ করছেন, এক দাগী অপরাধীকে আপনি সাহায্য করেছেন পালাতে, যাকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন বহুদিন হলো। তাঁর ধারণা সঠিক হলে পরবর্তীতে অনেক বিপত্তিতে পড়তে হবে আপনাকে। কর্নেল ম্যুলার কোন কিছু ভোলেন না, কাউকে ক্ষমা করেন না। তবে সেই লোকের সঙ্গে আপনার যদি আর দেখা না হয়, তাহলে ব্যাপারটি চুকে যেতে পারে এমনিতেই।' এক নিঃশ্বাসে এতগুলো কথা বলে দম নিলেন জেনারেল শেইডার। 'কনিয়াক চলবে?'

BanglaBook.org

'প্লীজ।'

তিনি অর্ডার দিলেন। 'আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, আপনি এর আগে কেন আমার ডিনারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন? আরমাঁদের ভয়ে?'

'না। প্যারিস শহর মেয়েতে ভর্তি। তাই ভেবেছিলাম, আপনি অন্য কাউকে খুঁজে নিতে পারবেন।'

'কোনও বিশ্লেষণ দেয়ার জন্য নয়, শুধু নিজের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই আমি। বার্লিনে আমার স্ত্রী এবং সন্তান আছে। উড়নচণ্ডী প্রকৃতির লোক আমি নই। কিন্তু আপনাকে প্রথম যেদিন দেখি স্টেজে, তার পর থেকেই কী যেন হয়ে গেছে। আমি আপনার বন্ধুত্বপ্রার্থী, মিস পাজ।'

'আমি আপনার পক্ষ থেকে কোনও নিশ্চয়তা, আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিতে পারছি না,' নোয়েল বলল তাঁকে।

মাথা নাড়লেন তিনি। বুঝতে পেরেছেন।

ডিনারের পরে ফেরার সময় গাড়িতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন নোয়েলকে, 'আপনি কি আরমাঁদ গোতিয়েরকে ভালবাসেন?'

তাঁর গলার স্বর স্বাভাবিক, কিন্তু নোয়েল অনুভব করল এটার উত্তর তাঁর জন্য ভীষণ জরুরি, ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

'না,' খুব আস্তে উত্তর দিল সে।

জেনারেল শেইডার বললেন, 'আমি আপনার খুব ভাল বন্ধু হতে পারব।'

নোয়েল ফিরল রাত তিনটেয়। ক্ষুব্ধ অবস্থায় অপেক্ষা করছিলেন আরমাঁদ গোতিয়ের। নোয়েল ঘরে ঢুকতেই চিৎকার করে উঠলেন, 'এত রাত পর্যন্ত কোথায় ছিলে, শুনি?'

'দেখা করতে গিয়েছিলাম একজনের সঙ্গে।' ঘরের ভেতর চোখ গেল নোয়েলের। জিনিসপত্র সব পড়ে আছে লণ্ডভণ্ড অবস্থায়, যেন সাইক্লোন বয়ে গেছে। 'কী ব্যাপার? কী হয়েছে?'

'গেস্টাপো এসেছিল। কী ক্ষতি করেছ তুমি তাদের?'

'কোনও ক্ষতিই করিনি।'

'তাহলে তারা এসেছিল কেন? কী করতে?'

চুপ করে রইল নোয়েল। তার দু'কাঁধে হাত রেখে আরমাঁদ বললেন, 'আমি

BanglaBook.org

সবকিছু জানতে চাই। কী হয়েছে, আমাকে বলো।'

পুরো ঘটনা শুনে পাথরের মত বসে রইলেন তিনি। 'ওই লোকের সঙ্গে আর দেখা কোরো না। তাহলে আমাদের দু'জনকেই মেরে ফেলবে জার্মানরা।'

পরদিন থিয়েটারে যাবার সময় নোয়েলকে অনুসরণ করল দু'জন জার্মান গুপ্তচর।

সেদিন থেকেই শুরু। নোয়েলের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শুরু করল তারা। সাদা পোশাকে থাকলেও তাদের চেনা যায় হাঁটার উদ্ধত ভঙ্গি দেখে, মুখের নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি দেখে। নোয়েল আরমাঁদকে কিছুই জানাল না এ-ব্যাপারে। এমনিতেই ভীষণ ঘাবড়ে গেছেন তিনি।

জেনারেল শেইডার বহুবার ফোন করেছেন এর মধ্যে। নোয়েল গুরুত্ব দেয়নি। নাৎসী বাহিনীকে সে শত্রু হিসেবে দেখতে চায় না, পেতে চায় না বন্ধু হিসেবেও। সে থাকবে নিরপেক্ষ—সুইজারল্যাণ্ডের মত। দুনিয়ার সব ইজরায়েল কাৎস আত্মরক্ষার পথ বেছে নিতে পারবে। তবে ইজরায়েল কী চায় তার কাছে, সে-উৎসুক্য তার এখনও যায়নি। তবে তার সঙ্গে কোনও ব্যাপারে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

দু'সপ্তাহ পরের ঘটনা। দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার খবর—'আরশোলা'-র কিছু সহকর্মীকে গেস্টাপো গ্রেফতার করেছে। নোয়েল খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ল খবরটি। আচ্ছা, ইজরায়েল কি নিরীহ এক কাঠমিস্ত্রিমাত্র? নিরীহই যদি হবে, জার্মানরা তাকে খুঁজছে কেন? তবে সে-ই কি 'আরশোলা'? সে কি পালিয়ে গেছে? নাকি পারেনি পালাতে?

জানালার পাশে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল নোয়েল। রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের নিচে কালো বর্ষাতি পরা অপেক্ষমাণ দুই গোয়েন্দা। মনে পড়ল কর্নেল ম্যুলারের কথা 'আমাকে ভয় করে চলতে হবে আপনার।' ঠিক যেন চ্যালেঞ্জ। তার কেন জানি মনে হলো, আবার দেখা হবে ইজরায়েলের সঙ্গে।

পরদিন সকালে নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টের বৃদ্ধ লিফটম্যান বলল, 'জন্মদিনের কেকের যে অর্ডার আপনি দিয়েছিলেন, তা প্যাসি স্ট্রীটের বেকারিতে প্রস্তুত অবস্থায় পড়ে আছে।'

BanglaBook.org

অবাক হলো নোয়েল। সে কি ঠিক শোনেনি? 'কোনও কেকের অর্ডার তো আমি দিইনি,' নোয়েল জানাল।

তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে লিফটম্যান আবার বলল, 'পাসি স্ট্রীট।'

ইঙ্গিতটি বুঝে ফেলল নোয়েল। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা গুপ্তচরদের দেখার আগে পর্যন্ত সে নিশ্চিত ছিল, এ-ব্যাপারে নিজেকে জড়াবে না। কিন্তু এখন পরস্পর আলাপে মত্ত এই দুই গোয়েন্দাকে দেখে জিদ চেপে গেল তার। কেন তাকে অপরাধীর জীবন যাপন করতে হবে? গোয়েন্দারা লক্ষ্য করেনি নোয়েলকে। তাকে পেছনের দরজা দিয়ে বের করে নিয়ে গেল লিফটম্যান। ট্যাক্সিতে চেপে নোয়েল রওনা দিল ইজরায়েলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশে।

বেকারির ভেতরে ঢুকল নোয়েল। সাদা ধবধবে অ্যাপ্রন-পরা এক মেয়ে এগিয়ে এল।

'জন্মদিনের কেকের অর্ডার দিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, সেটা প্রস্তুত, মিস পাজ।' বেকারির দরজা সে বন্ধ করে দিল ভেতর থেকে।

পেছনের ছোট ঘরে শুয়ে আছে ইজরায়েল কাৎস। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেছে মুখ, নেয়ে উঠেছে ঘামে। যে-চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তাকে, ছোপছোপ রক্ত লেগে আছে তাতে। নোয়েলকে দেখে নড়েচড়ে উঠতেই চাদরটা পড়ে গেল গা থেকে। বাম হাঁটুতে তার গভীর ক্ষত। থেঁতলে যাওয়া মাংস আর সাদা হাড় বেরিয়ে আছে।

'কী হয়েছে আপনার?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

হাসতে চেষ্টা করল সে, সফল হলো না। বলল, 'ওরা "আরশোলা"-কে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু আরশোলা এত সহজে মরে না।'

ঠিকই ধারণা করেছিল নোয়েল। 'আমি পত্রিকায় পড়েছি।'

'জার্মানরা গোটা প্যারিস তোলপাড় করে খুঁজছে আমাকে। এই শহর থেকে বেরুতে পারলেই শুধু বাঁচার সম্ভাবনা আছে। লে হাভ্র-এ যেতে পারলে হতো। আমার বন্ধুরা সেখান থেকে নৌকোয় করে আমাকে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দিতে পারবে।'

'আপনার কোনও বন্ধু আপনাকে গাড়িতে করে প্যারিসের বাইরে নিয়ে

BanglaBook.org

যেতে পারে না?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল। 'ধরুন, লুকিয়ে রইলেন কোন ট্রাকের পেছনে।'

'সব পথ বন্ধ, নোয়েল। একটা ইঁদুরেরও ক্ষমতা নেই প্যারিসের বাইরে যাবার।'

এমনকি আরশোলারও? 'পায়ের এমন অবস্থায় আপনি ভ্রমণ করতে পারবেন?'

'এই পা নিয়ে ভ্রমণ করতে আমি চাচ্ছিও না।'

নোয়েল ঠিক বুঝতে পারল না কথাটা। সেই মুহূর্তে দরজা খুলে দীর্ঘদেহী দাড়িওয়ালা এক লোক ঢুকল সেখানে। তার হাতে ধারালো কুড়োল।

'ও কী করবে এখন, বুঝতে পারছেন?' নোয়েলকে জিজ্ঞেস করল ইজরায়েল।

রক্তহীন হয়ে গেল নোয়েলের মুখ।

'আমি আপনাকে সাহায্য করব,' বলল সে।

ক্যাথরিন

ওয়াশিংটন ডি. সি.–হলিউড : ১৯৪১

ক্যাথরিনের মনে হলো, নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে তার জীবনে। তাঁকে ছোট্ট, চমৎকার অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজে দিয়েছেন বিল ফ্রেজার। ভাড়া দিতেও উদ্যোগী হয়েছিলেন, সে বাধা দিয়েছে। ফ্রেজার এখন তার একমাত্র সঙ্গী, একমাত্র বন্ধু। প্রতিদিন তারা ডিনার করে একসঙ্গে, কনসার্ট বা অপেরায় যায়।

ফ্রেজার একদিন বলছিলেন, তাঁর আর ক্যাথরিনের যৌনজীবন অজানা কোনও কারণে খুব বেশি তৃপ্তিকর হয়ে উঠতে পারেনি। ক্যাথরিনের ধারণা অবশ্য অন্যরকম। তার মতে, সেক্স হলো সম্পর্কের সামান্য একটি অংশমাত্র, ক্যাথরিন তাঁকে ভালবাসে এবং তিনি–ক্যাথরিনকে, এটাই তো যথেষ্ট। তাদের সম্পর্কের ভেতরে নাইবা থাকল উন্মত্ত উত্তেজনার তীব্র অনুভূতি।

ফ্রেজারের বিজ্ঞাপন সংস্থার সার্বিক দেখাশোনা করেন উইলিয়াম টার্নার। তবে

BanglaBook.org

বড় কোনও সমস্যা দেখা দিলে তিনি সচরাচর ফ্রেজারকে ফোন করে পরামর্শ চেয়ে থাকেন। ক্যাথরিনের সঙ্গে আলোচনা না করে কোনও পরামর্শ দেন না তিনি।

একদিন ডিনারের পর ফ্রেজার বললেন ক্যাথরিনকে, 'মিস্টার টার্নার ফোন করেছিলেন আজ। আমাদের সংস্থাকে এয়ারফোর্স রিক্রুটিং ফিল্ম বানাতে হবে। শুটিং হবে হলিউডে। আমাকে তো কাল লন্ডন যেতে হচ্ছে সরকারী কাজে। অতএব তোমাকে এই ফিল্ম তৈরির সময় হাজির থাকতে হবে হলিউডে।'

'আমাকে?' বিস্ময়ে ঘোর লেগে গেল ক্যাথরিনের। 'আমি ফিল্মের কী বুঝি। তার ওপরে আবার এয়ারফোর্স বিষয়ে!'

'তোমাকে অতো ভাবতে হবে না। ওখানে প্রযোজক থাকবে, ছবিতে অভিনয় করবে পেশাদার অভিনেতারা। তোমাকে শুধু দেখতে হবে, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে কিনা। তুমি হবে সেখানে প্রধান ব্যক্তি। তোমার অনুমতি এবং সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হবে।'

'বেশ তো।'

'কাল সকাল ন'টায় তোমার প্লেন। সীট রিজার্ভ করা আছে।'

'আমি তোমাকে মিস করব, বিল।'

'আমিও। তোমার জন্য কী আনব লন্ডন থেকে?'

'আমার কিছুর প্রয়োজন নেই। তুমি ফিরে এসো, তাহলেই চলবে।' এক মুহূর্ত থামল ক্যাথরিন। 'অবস্থার দিন দিন অবনতি হচ্ছে, তাই না, বিল?'

'হ্যাঁ, আমার তো মনে হয়, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে অচিরেই।

নীরবে কফি শেষ করল তারা। ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ যাবে আমার অ্যাপার্টমেন্টে রাত কাটাতে?'

'না, আজ নয়। তোমাকে সকালে উঠতে হবে, আমাকেও।'

'ঠিক আছে।'

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে শোবার আগে ভাবল ক্যাথরিন, তাদের এই সাময়িক বিচ্ছেদের আগে কেন সে গেল না ফ্রেজারের সঙ্গে রাত কাটাতে?

কোনও উত্তর পেল না খুঁজে।

হলিউডে খুব ব্যস্ত সময় কাটছে ক্যাথরিনের। তদারকি ছাড়া আর কোনও দায়িত্ব নেই। আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছে সবাই। শুধু একজন এক্সট্রা জ্বালাচ্ছে

BanglaBook.org

খুব। শুটিং-স্পটে এসে সে আড্ডা দেয় কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে, হাসাহাসি করে গলা ফাটিয়ে। ফ্লাইট লেফটেন্যান্টের ইউনিফর্ম-পরা সেই এক্সট্রা একদিন লাঞ্চের সময় যেচে পড়ে আগ বাড়িয়ে আলাপ করতে চেয়েছিল ক্যাথরিনের সঙ্গে। তুমুল উত্যক্ত করেছিল কথাবার্তায় এবং আচার-আচরণে। নিরুপায় হয়ে ক্যাথরিন বলতে বাধ্য হয়েছিল, 'শুনুন, কাল থেকে আপনাকে শুটিং-এ আর আসতে হবে না। প্রযোজক সাহেবকে আপনার পারিশ্রমিকের চেক পাঠিয়ে দিতে বলব। কী নাম আপনার?'

'ডগলাস,' বলল সে। 'ল্যারি ডগলাস।'

একদিন রাতে ফ্রেজার হিলস হোটেলে ক্যাথরিনকে ফোন করলেন লন্ডন থেকে। তাঁকে সে সবকিছু বলল সবিস্তারে। শুধু এড়িয়ে গেল ল্যারি ডগলাসের কথা। ভাবল, ঘটনাটি ফ্রেজারকে সাক্ষাতে মজা করে বলে দু'জন মিলে হাসা যাবে প্রাণ খুলে।

পরদিন সকালে বেল বেজে উঠল ক্যাথরিনের ঘরে। দরজা খুলে দেখল সে, এক তোড়া গোলাপসহ দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের এক কর্মচারী।

'ক্যাথরিন আলেকজান্ডার?'

'হ্যাঁ।'

'এখানে সই করুন, প্লীজ।'

স্বাক্ষর করতে গিয়ে ক্যাথরিনের চোখ পড়ল ফুলগুলোর ভেতরে রাখা কার্ডের ওপরে। কার্ডটি তুলে নিল সে। তাতে লেখা ঃ 'ফুলের দাম আমি নিজেই দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো এখন বেকার, আশা করি, পনেরো ডলার দিয়ে দেবেন। ভালবাসা।—ল্যারি।'

'ফিরিয়ে নিয়ে যান এসব,' প্রায় চিৎকার করে উঠল ক্যাথরিন।

ঘটনাটি সারাদিন ঘুরপাক খেল তার মাথায়। ল্যারি ডগলাসের মত এতটা উদ্ধত এবং আত্মবিশ্বাসী লোক আর দেখেনি সে। ক্যাথরিনকে নিশ্চয়ই আর দশজন মেয়ের মত ভেবেছে! ছি! সে চেষ্টা করল ল্যারির কথা না ভাবতে।

শুটিং শেষ হলো তিনদিন পর। ওয়াশিংটনে ফিরে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল ক্যাথরিন। পরদিন থেকে আবার অফিস। কত কাজ যে আছে জমে! কাজে ডুবে গেল সে।

BanglaBook.org

একদিন লাঞ্চের ঠিক আগে ক্যাথরিনের সেক্রেটারি অ্যানি দৌড়ে এসে বলল, 'হলিউড থেকে জনৈক ল্যারি ডগলাস ফোন করেছেন। আপনি কি কথা বলবেন তাঁর সঙ্গে?'

'না,' মুহূর্তে রাগ চড়ে গেল ক্যাথরিনের মাথায়। 'তাঁকে বলে দাও—না, ঠিক আছে, আমিই বলছি।'

রিসিভার তুলে নিল ক্যাথরিন। 'মিস্টার ডগলাস?'

'গুড মর্নিং। লাইন পাওয়া গেল বহু কষ্টে। আমি জানতে চাইছিলাম, গোলাপ কি আপনি পছন্দ করেন না?'

'মিস্টার ডগলাস,' ক্যাথরিনের গলার স্বরে নিষ্ঠুরতা। গভীর শ্বাস নিয়ে বলল সে, 'গোলাপ আমি পছন্দ করি, পছন্দ করি না আপনাকে। আপনার কোনওকিছুই আমি পছন্দ করি না।'

'আপনি আমার সম্পর্কে কতটা জানেন?'

'যতটা জানা দরকার, তারচে' বেশিই জানি। আপনি কাপুরুষ। আর কখনও আমাকে ফোন করবেন না।' ক্যাথরিন কাঁপছিল রাগে। কতটা স্পর্ধা তার! বিল যে কবে ফিরবে!

তিনদিন পর একটা ছবি এল ক্যাথরিনের নামে। ল্যারি ডগলাসের ছবি। পেছনে লেখাঃ 'ক্যাথরিনকে, ভালবেসে।— ল্যারি।'

ছবিটি সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেললো ক্যাথরিন।

পরবর্তী দু'সপ্তাহে অন্ততপক্ষে বারদশেক ফোন করেছে ল্যারি ডগলাস। কিন্তু যথাযথ নির্দেশ দেয়া ছিল অ্যানিকে। ক্যাথরিনের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ল্যারির তাই হয়নি।

একদিন অ্যানি বললো ক্ষমাসূচক স্বরে, 'আপনি বারণ করেছিলেন, তবু বলছি, ল্যারি ডগলাস ফোন করেছিলেন আবার। খুব হতাশ মনে হলো তাঁকে—যেন মানসিকভাবে খানিকটা অসুস্থ। আপনার সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন অনেক কথা। আমি কিছুই বলিনি।'

'বেশ করেছ,' খুশি হয়ে বলল ক্যাথরিন।

সেদিন আর মন বসলো না কাজে। ফ্রেজারের অভাব সে অনুভব করল তীব্রভাবে।

ফ্রেজার লন্ডন থেকে ফিরলেন রোববারে। ক্যাথরিন গিয়েছিল এয়ারপোর্টে।

BanglaBook.org

তাকে দেখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ফ্রেজারের চোখ-মুখ।

'আমাকে মিস করেছ তুমি?' তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'খুউব।'

'হলিউডে কেমন কাটলো?'

'চমৎকার। ছবি নিয়ে তারা খুশি।'

'আমিও তা-ই শুনেছি।'

'বিল, পরের বার তুমি যখন কোথাও যাবে, আমাকে নেবে তোমার সঙ্গে।'

কথাটা স্পর্শ করলো ফ্রেজারকে। তৃপ্ত চোখে তাকালেন ক্যাথরিনের দিকে। প্রথমবারের মত মনে হলো ক্যাথরিনের, অচিরেই সে 'মিসেস উইলিয়াম ফ্রেজার' হতে চলছে। 'মিসেস উইলিয়াম ফ্রেজার'। চমৎকার লাগছে শুনতে।

সেদিন তারা ডিনার করলো জেফারসন ক্লাবে। ফ্রেজারের বাবা ছিলেন এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যদের একজন। ক্যাথরিন আর ফ্রেজার এই ক্লাবে ডিনার করেছে বহুদিন।

খাবার শেষে ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও ড্রিঙ্ক চলবে?'

'না।'

'না কেন? তোমাকে যে কিছু বদভ্যাস ধরিয়ে দিতে চাই।'

'কম তো দাওনি ইতোমধ্যে।'

ফ্রেজার স্কচ আর সোডার অর্ডার দিলেন নিজের জন্য।

হঠাৎ একটি দৃশ্য দেখে কী যে হয়ে গেল ক্যাথরিনের মধ্যে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। ল্যারি ডগলাস এগিয়ে আসছে তাদের টেবিল লক্ষ্য করে। মুখে পরিচয়ের হাসি, পরনে বিমানবাহিনীর পোশাক। হায় ঈশ্বর! সে এখানে এল কোত্থেকে?

'হ্যালো,' ক্যাথরিনকে নয়, ফ্রেজারকে বলল ল্যারি। ফ্রেজার উঠে দাঁড়িয়ে হাত মেলালেন তার সঙ্গে।

ফ্রেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন তাদের মধ্যে।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে পেরে আমি ভীষণ আনন্দিত, মিস আলেকজান্ডার,' বিনয়ের সুরে ল্যারি বললো কথাগুলো। ক্যাথরিনের মাথা কাজ করছিল না তখন। ল্যারি আর ফ্রেজারের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সে।

'তুমি কি আমাদের সঙ্গে বসবে, ল্যারি?' ফ্রেজার জানতে চাইলেন।

BanglaBook.org

'যদি আপনাদের অসুবিধে না হয়।'

'না, না। অসুবিধে হবে কেন?'

ল্যারি বসলো ক্যাথরিনের পাশের চেয়ারে।

'কী খাবে, বলো,' প্রশ্ন করলেন ফ্রেজার।

'স্কচ আর সোডা,' উত্তর দিল ল্যারি।

'আমিও তা-ই,' ক্যাথরিন বলল।

ফ্রেজার বিস্মিত হয়ে তাকালেন ক্যাথরিনের দিকে। 'আমার বিশ্বেস করতে কষ্ট হচ্ছে।'

'কেন, তুমি না বলছিলে, কিছু বদভ্যাসে আমার অভ্যস্ত হওয়া দরকার। এখন থেকেই শুরু হোক সেটা।'

ফ্রেজার আর ল্যারি গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে ফ্রেজার বললেন, 'জানো, ল্যারি কাজ করেছে ব্রিটেনের রয়্যাল এয়ারফোর্সে। সেখানকার আমেরিকান ঈগল স্কোয়াড্রনের লীডার ছিল সে।'

ক্যাথরিন তাকালো ল্যারির দিকে। হাসছিল সে। ক্যাথরিনের মনে পড়লো হলিউডের ঘটনাগুলোর কথা। তাকে এক্সট্রা ভেবেছিল সে। এমনকি কাপুরুষ বলতেও দ্বিধা করেনি। ছি! ছি! লজ্জায় মুখ লুকোতে ইচ্ছে করল ক্যাথরিনের।

ল্যারি বলল ফ্রেজারকে, 'হলিউডে আপনাকে খুঁজেছি। আপনার বিজ্ঞাপন সংস্থার একটা ফিল্ম করার কথা শুনেছিলাম আগেই। কিন্তু শুটিং স্পটে কোথাও খুঁজে পাইনি আপনাকে।'

'সেই সময় লন্ডন যেতে হয়েছিল আমাকে,' ফ্রেজার বললেন। 'তবে ক্যাথরিন তো ছিলো সেখানে। তোমরা যে ওখানে পরিচিত হওনি পরস্পরের সঙ্গে, সেটা ভেবে রীতিমতো আবাক লাগছে আমার।'

ক্যাথরিন তাকালো ল্যারির দিকে। তার চোখে কৌতুকের হাসি। যা কিছু ঘটেছিল হলিউডে, সেসব খুলে বলার উপযুক্ত সময় এটা। ক্যাথরিন এখন সব বলবে ফ্রেজারকে। কিন্তু কথা যেন আটকে গেল গলার ভেতরে।

ল্যারি বললো, 'সেটে বেশি লোকজন ছিল বলেই হয়তো পরিচয়ের সুযোগ ঘটেনি।'

ড্রিঙ্ক এল। ক্যাথরিন নিমেষে এক পেগ ঢেলে দিল গলায়। এখানে আর বসে

BanglaBook.org

থাকতে পারছে না সে। এই মুহূর্তে ল্যারির সামনে থেকে চলে যেতে পারলে স্বস্তি পেত। আরও এক পেগ চাইল ক্যাথরিন।

ল্যারি এত হালকাভাবে তার যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করছে, যেন কোনও অভিযানে গিয়েছিল সে—যুদ্ধে নয়। খুব লঘু চরিত্রের লোক। এমন লোক যে বীর হয় কী করে! বীর বলেই ঘৃণাবোধ উপচে উঠছে ক্যাথরিনের মনে। আরও এক পেগ গলায় চালান করে দিল সে।

এতকিছুর পরেও কিন্তু মনে মনে সে স্বীকার করতে বাধ্য হলো, ল্যারির কথা বলার ধরনটিতে আশ্চর্য এক আকর্ষণ আছে, যা ক্যাথরিনের ঘৃণাবোধকে ছাপিয়ে স্পর্শ করছে তাকে। এত জীবন্ত, এত প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর লোক সে দেখেনি কখনও।

ল্যারির চোখে চোখ পড়লো তার। কী আছে তার চাউনিতে? ঠিক যেন সাইক্লোন সে, এক অমোঘ প্রাকৃতিক শক্তি, যার ভেতরে পড়লে ধ্বংস হতে বাধ্য যে-কোনও মেয়ে।

ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন ল্যারিকে, 'বিয়ে করেছ তুমি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ল্যারি। 'আমাকে কে বিয়ে করবে?'

বিনয়ের অবতার! ক্যাথরিন চারপাশে তাকিয়ে দেখলো, অন্তত জনাছয়েক মেয়ে লক্ষ করছে ল্যারিকে।

'ইংরেজ মেয়েরা কেমন?' ল্যারিকে প্রশ্ন করল ক্যাথরিন।

'চমৎকার। তবে ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির সময় ছিল না একদম।'

মিথ্যুক কোথাকার! ভাবল ক্যাথরিন। সে বাজি রেখে বলতে পারে, ল্যারি যেখানে ছিল, তার একশো মাইলের মধ্যে কোনও মেয়ের কুমারিত্ব অটুট ছিল না।

একটু পরে কথা জড়িয়ে আসতে লাগল ক্যাথরিনের। কোনওমতে বলল, 'আমি বাসায় যেতে চাই।'

BanglaBook.org

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল ক্যাথরিনের। ঝিমঝিম করছে মাথা। ভেতরে হরেক রকম বীটে ড্রাম বাজছে যেন। সব দোষ ল্যারি ডগলাসের! সে না থাকলে মদ ছুঁয়েও দেখত না ক্যাথরিন। খুব সাবধানে বিছানা ছেড়ে গেল সে বাথরুমে। স্নান করল ঠাণ্ডা জল দিয়ে। এখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ বোধ করছে সে।

অফিসে পৌঁছুতেই অ্যানি বলল উত্তেজিত স্বরে, 'আন্দাজ করুন দেখি, কী হয়েছে?'

'জানি না,' সেক্রেটারির অকারণ ছেলেমানুষি আচরণে মেজাজ বিগড়ে গেল তার।

'দেখুন।' একটা দৈনিক পত্রিকা মেলে ধরলো অ্যানি। 'ল্যারি ডগলাস।'

পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ল্যারি ডগলাসের ছবি। প্রকাণ্ড শিরোনাম: 'আমেরিকান ঈগল স্কোয়াড্রনের বীর বৈমানিকের ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্তন'।

'কী দারুণ ব্যাপার! তাই না?' উদগ্রীব স্বর অ্যানির।

'হ্যাঁ, দারুণ।' পত্রিকাটা মুড়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে দিল ক্যাথরিন। 'যাও, নিজের কাজে মন দাওগে।'

আহত স্বরে অ্যানি বললো, 'আমি দুঃখিত। ভেবেছিলাম, উনি আপনার বন্ধু।'

'সে আমার বন্ধু নয়। ভুলে যাও তার কথা।'

'কিন্তু তিনি যে আজও ফোন করেছিলেন।'

'কখন?'

'সকালে। তিন-তিনবার।'

গলার স্বর স্বাভাবিক রেখে ক্যাথরিন বলল, 'আমাকে আগে জানাওনি কেন?'

'আপনিই তো মানা করে দিয়েছিলেন,' দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ল অ্যানি।

'কোনও নম্বর দিয়েছেন তিনি?'

'না।'

'ঠিক আছে।' ল্যারির চোখের গভীর চাউনির কথা মনে পড়লো তার। আবার বললো সে, 'ঠিক আছে।'

অ্যানি চলে গেলে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেট থেকে পত্রিকাটি তুলে নিয়ে ল্যারির খবরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল ক্যাথরিন। আটটা জার্মান বিমান ধ্বংস করার কৃতিত্ব তার দখলে। তার বিমান দু'বার ধ্বংস হয়ে পড়েছিল ইংলিশ চ্যানেলে। কিন্তু অপরিসীম সাহসিকতা দেখিয়ে প্রাণে বেঁচে যায় সে দু'বারই।

অ্যানিকে ডেকে ক্যাথরিন বললো, 'ল্যারি ডগলাস আবার ফোন করলে আমাকে বলো। আমি কথা বলব তাঁর সঙ্গে।'

BanglaBook.org

তার প্রতি এতটা নির্দয় হবার কোনও কারণই থাকতে পারে না।

সেদিন সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করল ক্যাথরিন। ফোন করল না ল্যারি। জনাকয়েক মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে হয়তো।

অফিস ছেড়ে যাবার আগে অ্যানিকে বলে গেল ক্যাথরিন, 'আগামীকাল ল্যারি ডগলাস ফোন করলে তাঁকে বলো—আমি নেই।'

লিফটে ঢুকলো সে। চিন্তায় আচ্ছন্ন। সে নিশ্চিত জানে, ফ্রেজার বিয়ে করতে চান তাকে। আজ রাতেই সে বলবে ফ্রেজারকে, বিয়েটা যাতে অতি সত্বর হয়। বিয়ের পর তারা যাবে হানিমুনে। এর মধ্যে ল্যারি ডগলাস হয় চলে যাবে এই শহর ছেড়ে অথবা ভুলে যাবে তার কথা।

খুলে গেল লিফটের দরজা। ক্যাথরিন বেরিয়ে এল। সেখানে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ল্যারি ডগলাস।

'প্লীজ, আমাকে স্বস্তিতে থাকতে দিন, আমি বিলকে ভালবাসি,' ক্যাথরিন বলল।

'আপনার বিয়ের আংটি কোথায়?' ল্যারি হাত ধরলো ক্যাথরিনের। চমকে উঠলো তার শরীর। ল্যারির শরীরের বিদ্যুৎ যেন পুড়িয়ে দিল তাকে।

'দোহাই লাগে, ছেড়ে দিন আমাকে,' কাতরভাবে বললো ক্যাথরিন। 'কী চান আপনি আমার কাছে?'

'সব। আমি আপনাকে চাই।'

'আমাকে আপনি পাবেন না। অন্য কাউকে ধরুন। কাল রাতের পর থেকে ভীষণ মাথা ব্যথা করছে আমার। এখন যেতে দিন।'

'আমার কাছে মাথা ব্যথার ভাল ওষুধ আছে।' ক্যাথরিনের হাত ধরে ল্যারি এগিয়ে চললো গ্যারেজের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' ক্যাথরিনের চোখে-মুখে উদ্বেগ, আতঙ্ক।

'আপাতত আমার গাড়িতে।'

ক্যাথরিন ঘুরে তাকালো তার দিকে। উষ্ণতা আর গভীর ভালবাসায় ভরা মুখ, লম্বা শরীর, অসাধারণ পুরুষালি—আর কিছু চোখে পড়লো না ক্যাথরিনের।

ক্যাথরিনকে গাড়িতে উঠতে সাহায্য করল ল্যারি, নিজে বসল স্টিয়ারিং-এর পেছনে। শূন্য দৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইল ক্যাথরিন। নিজের জীবন সে ধ্বংস করে ফেলছে, তা সে জানে। কিন্তু নিজেকে বাধা দেবার বা সংযত করার

BanglaBook.org

ক্ষমতা তার নেই। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছে সে।

'কোথায় যাব? আপনার ঘরে, না আমার ঘরে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'যেখানে খুশি,' ক্যাথরিন বলল হতাশভাবে।

'ঠিক আছে, আমার অ্যাপার্টমেন্টেই যাওয়া যাক।'

একেবারে কাণ্ডজ্ঞানহীন নয় সে তাহলে। উইলিয়াম ফ্রেজারের ছায়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এড়িয়ে চলতে চায়।

সন্ধের ব্যস্ত ট্রাফিকের ভেতর দিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলল ল্যারির গাড়ি। সত্যিই সে ভয়-ভাবনাহীন। এটাই, বোধ হয়, তার অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণের প্রধান কারণ। ফ্রেজারকে ভালবেসেও ল্যারি সম্পর্কে সে এমন ভাবতে পারছে কী করে? তাঁকে আঘাত দেয়ার কথা মনেই আসে না তার কখনও। বিল তার অতি আপনজন। সে জানে, বিরাট ভুল করতে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে সে।

অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকেই ক্যাথরিনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল ল্যারি। আগুন জ্বলে উঠল ক্যাথরিনের শরীরে। এত উত্তেজনা, এত উত্তাপ কোথায় ছিল এতদিন? দ্রুত কাপড়-চোপড় খুলে ফেলল দু'জনেই।

বিছানায় শুয়ে কী একটা বলতে চেয়ে মুখ খুলল ক্যাথরিন। কিন্তু ল্যারির ঠোঁট এসে রুদ্ধ করে দিল সে-পথ। ক্যাথরিনের সারা শরীরে ঘুরে বেড়াতে লাগল ল্যারির পর্যটক-হাত। সবকিছু বিস্মৃত হলো ক্যাথরিন, আঁকড়ে ধরলো ল্যারিকে প্রাণপণ শক্তিতে। পৃথিবীর সবকিছুর গতি যেন দ্বিগুণ হয়ে গেল নিমেষে। স্বপ্নাতীত উত্তেজনা আর অবিশ্বাস্য ভালো-লাগা ছড়িয়ে পড়ল ক্যাথরিনের শরীরে, ঘরে, পৃথিবীতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে। কল্পনাতীত তীব্র এক বিস্ফোরণ দহন করলো তাকে। ল্যারিকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইল সে। তার এই সুখানুভূতি শেষ হয়ে যাক, সে চায় না। কোনও পুরুষের শরীর এতটা আনন্দ দিতে পারে, তা সে আগে জানত না। ল্যারির সঙ্গে আর কোনওদিন দেখা না হলেও সে তার প্রতি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে রোমাঞ্চকর এই অভিজ্ঞতার জন্য।

শুয়ে শুয়ে ল্যারি কথা বলছিল অনর্গল। ক্যাথরিন শুনছে না কিছুই। তার গলার স্বরের শব্দই যথেষ্ট তার জন্য। এই লোকটিকে ছাড়া আর কাউকে চায় না সে। যদিও জানে, ল্যারি একজন মেয়েতে তৃপ্ত বা স্থিত নয় এবং তার অবিরাম অন্বেষণের একটি শিকার সে, ক্যাথরিন আলেকজান্ডার।

BanglaBook.org

'তুমি খুব সুন্দর, ক্যাথি।'

শুনে খুশি হলেও ক্যাথরিনের মনে হলো, এই একই বাক্য কত মেয়ের কাছে যে আউড়েছে সে! ক্যাথরিন দেখতে চায়, ল্যারি কীভাবে বিদায় দেবে তাকে। ভদ্রভাবেই হয়তো বলবে, 'ফোন কোরো সময় পেলে' অথবা 'আমি তোমাকে ফোন করব কয়দিনের ভেতরেই' কিংবা নতুনতর মেয়ের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত তার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে আরও বারদুয়েক। তবে এই ঘটনার জন্য একমাত্র দায়ী ক্যাথরিন নিজে।

'তুমি কত সুন্দর, তা তুমি জানো, ক্যাথি?' ল্যারি বলল, 'তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই কী যেন হয়েছে আমার। অন্য কারও সম্পর্কে এমন ভাবিনি কখনও।'

চুপ করে রইলো ক্যাথরিন।

'স্নান করে নিই, চলো,' প্রস্তাব দিল ল্যারি। 'খিদে পেয়ে গেছে।'

ক্যাথরিনকে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো ল্যারি। সাবান মাখাতে শুরু করলো ক্যাথরিনের শরীরে। সেই উন্মাদনা আবার গ্রাস করলো ক্যাথরিনকে। সাবানটা নিয়ে সে এবার মাখাতে শুরু করলো ল্যারির শরীরে। আবার তারা হারিয়ে গেল অবিশ্বাস্য উত্তেজনার জগতে।

তারা বেরিয়ে পড়লো ল্যারির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। গাড়ি ছুটে চলল মেরিল্যান্ডের দিকে। ছোট্ট এক রেস্টুরেন্টে ডিনার করলো তারা।

ভোর পাঁচটায় ক্যাথরিন ফোন করলো উইলিয়াম ফ্রেজারকে। আশি মাইল দূরে ফ্রেজারের ঘরে রিং বাজলো অনেকক্ষণ। ফোন তুলে ঘুম-জড়ানো গলায় ফ্রেজার বললেন, 'হ্যালো?'

'হ্যালো, বিল? ক্যাথরিন বলছি।'

'ক্যাথরিন! আমি সারা সন্ধে খুঁজেছি তোমাকে। ক্যাথি, তুমি কোথায় এখন? কেমন আছ?'

'খুব ভাল। আমি এখন মেরিল্যান্ডে। ল্যারি ডগলাসের সঙ্গে। আমরা এইমাত্র বিয়ে করেছি।'

BanglaBook.org

নোয়েল

প্যারিস : ১৯৪১

নোয়েলকে ঢুকতে দেখে গোয়েন্দা ক্রিশ্চিয়ান দাঁড়িয়ে পড়লো আসন ছেড়ে।

'গুড আফটারনুন। আসুন, বসুন।'

বসল নোয়েল। কোনও মেয়ের এতটা সুন্দরী হওয়াটা রীতিমত অন্যায়। 'বলুন, আপনার রিপোর্ট শুনতে এসেছি,' বলল সে।

'বেশ কিছু তথ্য আছে আমার কাছে। আপনার বন্ধুর প্রমোশন হয়েছে। তাকে বদলি করা হয়েছে ১৩৩ নম্বর স্কোয়াড্রনে।'

'সে এখন কোথায়?'

'আমেরিকায়, ওয়াশিংটনে।'

'ছুটিতে নাকি?'

'না। ঈগল স্কোয়াড্রন ফিরে গেছে ব্রিটেন থেকে।'

নোয়েলের মুখের অভিব্যক্তি দেখে বোঝার উপায় নেই, তথ্যগুলো পেয়ে কেমন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার। একটা পেপার-কাটিং তার হাতে তুলে দিয়ে বলল বারবেত, 'বোধ করি, এটা আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য।'

'নিউ ইয়র্ক ডেইলি নিউজ' পত্রিকা থেকে কাটা একটা ছবি। নিচে লেখা: 'সমরনায়কের বিয়ে'। নোয়েল স্থির দৃষ্টিতে দেখল ছবিটি। ল্যারি ডগলাস এবং তার পরিণীতা।

যাবার সময় নোয়েল বলে গেল, 'ওয়াশিংটনে আপনার কোনও প্রতিনিধি না থাকলে যোগাড় করে নিন। আমি রিপোর্ট চাই প্রতি সপ্তাহে।'

হায় দুর্বোধ্য নারী! দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্রিশ্চিয়ান বারবেত।

BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ঘরের দরজা বন্ধ করে ছবিটা দেখতে বসল নোয়েল। যেমন দেখেছিল ল্যারিকে, তেমনি আছে সে। ল্যারির নববধূটি সুন্দরী, আকর্ষণীয় চেহারা। মুখমণ্ডল বুদ্ধিদীপ্ত, ঠোঁটে চমৎকার হাসি।

এটা তার শত্রুর মুখ। ল্যারির সঙ্গে ধ্বংস হতে হবে তাকেও।

সেদিন রাতে ভয়ঙ্কর এক দুঃস্বপ্ন দেখল নোয়েল। কর্নেল ম্যুলার তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে অত্যাচার করছেন লোহিততপ্ত লোহার রড দিয়ে। শরীরের স্থানে স্থানে মাংস ঝলসে যাচ্ছে, গভীর ক্ষত আর জখমে ভরে যাচ্ছে তার শরীর।

ঘুম যখন ভাঙল নোয়েলের, ঘামে ভিজে গেছে সে। বেডসাইড ল্যাম্প জ্বেলে সিগারেট ধরাল। মনে পড়ল ইজরায়েল কাৎসের কথা। তার একটা পা কুড়োল দিয়ে অঙ্গচ্যুত করা হয়েছে। বেকারিতে সেই যে দেখা হলো, তার পরে আর দেখা হয়নি তাদের। তবে নিয়মিত খবর আসছে বুড়ো লিফটম্যানের মাধ্যমে। ইজরায়েল জীবিত, কিন্তু খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাকে লুকিয়ে রাখা দুরূহ হয়ে উঠছে ক্রমশ। জার্মানরা জোরদার করেছে অনুসন্ধান অভিযান। তাকে প্যারিস থেকে পাঠাতে হবে অন্য শহরে এবং কাজটা সারতে হবে অচিরেই। নোয়েলের প্রাণ সে বাঁচিয়েছে একসময়, প্রয়োজনে পয়সা-কড়ি দিয়েছে, সাহায্য করেছে চাকরি পেতে। পৃথিবীর অনেকেই নোয়েলকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি সহায়তা করেছে নানা সময়ে। তাদের প্রত্যেকে, এমনকি তার বাবাও, প্রতিদান দাবি করেছে। তাদের প্রতি কোনও কৃতজ্ঞতাবোধ নেই তার। সবার পাওনা সে সাধ্যমতো মিটিয়ে দিয়েছে। আর ইজরায়েল কাৎস তাকে সাহায্য করেছে নিঃস্বার্থভাবে। বিনিময়ে কখনও কিছু চায়নি। তাকে সাহায্য করা অবশ্য কর্তব্য।

কিন্তু পরিস্থিতি ভীষণ জটিল। কর্নেল ম্যুলার ভীষণ সন্দেহপ্রবণ তার ব্যাপারে। স্বপ্নটার কথা মনে পড়তেই কেঁপে উঠল নোয়েল। তবু ইজরায়েলকে প্যারিসের বাইরে চালান করতেই হবে। কিন্তু কীভাবে? রাস্তা-ঘাট সব বন্ধ অথবা কড়া প্রহরায়। নদীপথেও প্রহরা আছে নিশ্চয়ই। নোয়েল তবু চেষ্টা করে দেখবেই।

BanglaBook.org

সংস্কৃতির ধনী পৃষ্ঠপোষক লেসলি রোকা-র বাসায় ডিনারপার্টি পরদিন। আরমাঁদ গোতিয়ের নোয়েলকে নিয়ে গেলেন সেই পার্টিতে। বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের বিশাল সমাবেশ—ব্যাঙ্কার, শিল্পী, অভিনেতা, রাজনীতিক—কে নেই সেখানে! ডিনার শুরু হবার পনেরো মিনিট আগে এলেন আলবার্ত হেলার। তাঁকে দেখেই নোয়েলের মনে হলো, তার সমস্যা সমাধানের পথে। এক পরিচারিকাকে অনুরোধ করল

সে, 'আমাকে আলবার্ত হেলারের পাশে বসার ব্যবস্থা করে দিন, প্লীজ।'

ফ্রান্সের সেরা চিত্রনাট্যকার—আলবার্ত হেলার। ষাটের ওপরে বয়স, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, লম্বা শরীর। তবে চেহারাটি কুৎসিত, চোখ জোড়া শকুনের মত। কোনকিছুই এড়ায় না তার চোখ। উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তির কল্যাণে প্রচুর জনপ্রিয় নাটক এবং সিনেমার চিত্রনাট্য লিখেছেন। সম্প্রতি তাঁর লেখা একটি নাটকের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছেন নোয়েলকে। তাঁর ইচ্ছে, নোয়েল নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করুক।

আলবার্ত হেলারের পাশে বসে নোয়েল বলল, 'আপনার নাটকটি পড়ে শেষ করেছি। অদ্ভুত!'

ঝিলিক খেলে গেল হেলারের চোখে। 'তুমি নেবে নায়িকার চরিত্র?'

'অবশ্যই,' নোয়েল তার হাত রাখল হেলারের হাতের ওপরে। 'আপনার লেখার ধরনটি ভীষণ পছন্দ আমার। বিশেষ করে কাহিনীর নিখুঁত বর্ণনা।'

'এটা বেচেই তো বেঁচে আছি।'

'জানেন, আমিও লেখার চেষ্টা করছি একটু-আধটু।'

'খুব ভাল কথা।'

'কিন্তু লিখতে গিয়ে ঠেকে গেছি এক জায়গায়,' টেবিলের চারপাশে তাকিয়ে দেখল নোয়েল। সবাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় মশগুল। হেলারের দিকে ঝুঁকে নিচুস্বরে বলল সে, 'একটা দৃশ্য এরকম। নায়িকা তার নায়ককে প্যারিসের বাইরে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু জার্মানরা তাকে খুঁজছে হন্যে হয়ে।'

'উত্তর খুব সহজ—তাকে জার্মান সৈনিকের ইউনিফর্ম পরিয়ে অনায়াসে কার্যোদ্ধার সম্ভব।'

'কিন্তু জটিলতা অন্য জায়গায়। সে আহত, হাঁটতে পারে না। তার এক পা কাটা।'

'নদীপথে নৌকায় করে—'

'সেখানে প্রহরা।'

'প্যারিস থেকে বহির্গামী সব গাড়ি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'সেক্ষেত্রে কোনও জার্মানের সহায়তা ছাড়া সম্ভব নয়।'

'কিন্তু সেটা কী করে সম্ভব?'

BanglaBook.org

'আপনার নায়িকা সুন্দরী তো?'

'হ্যাঁ।'

'তার সঙ্গে জার্মান কোনও বড় অফিসারের বন্ধুত্ব করাতে হবে। কয়েকদিন দেখা করে বিশ্বস্ততা অর্জন করতে হবে। তারপর উইকএন্ড কাটাতে প্যারিসের বাইরে কোথাও যাবার প্রস্তাব দেবে নায়িকা। নায়কের বন্ধুরা অফিসারের গাড়ির পেছনে লুকিয়ে রাখবে নায়ককে। তবে মনে রাখতে হবে, অফিসার বেছে নিতে হবে উচ্চপদের, যাতে তার গাড়ি কেউ পরীক্ষা না করে।'

'কিন্তু গাড়ির লাগেজ-বক্সে দমবন্ধ হয়ে নায়ক তো মারা পড়তে পারে।'

'তা পারে, তবে ব্যবস্থা আছে।' আলবার্ত হেলার নিচুস্বরে আরও মিনিট পাঁচেক কথা বললেন নোয়েলের সঙ্গে।

পরদিন সকালে নোয়েল ফোন করল জেনারেল শেইডারকে। তাঁর সেক্রেটারি জানতে চাইল, 'কে বলছেন আপনি?'

'নোয়েল পাজ।'

'দুঃখিত, জেনারেল এখন কনফারেন্সে আছেন। তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না।'

'আমি পরে আবার ফোন করতে পারি?'

'তিনি আজ সারাদিন কাটাবেন কনফারেন্সে। আপনি বরং আপনার বক্তব্য একটা চিঠিতে লিখে পাঠিয়ে দিন তাঁর ঠিকানায়।'

নিঃশব্দে হাসলো নোয়েল। 'সেটার দরকার হবে না। তাঁকে বলবেন, আমি ফোন করেছিলাম।'

এক ঘণ্টা পরে ফোন বেজে উঠল নোয়েলের ঘরে। জেনারেল হ্যান্স শেইডার। 'আমি সত্যি খুব দুঃখিত। এইমাত্র খবর পেলাম, আপনি ফোন করেছিলেন। আমাকে আপনি টেলিফোন করতে পারেন, কখনও ভাবিনি। আমি অসম্ভব খুশি।'

'ক্ষমা চাইবার কথা তো আমার। এতদিন টেলিফোন করিনি।'

'এখন বলুন, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'সেদিন ডিনারে আপনি কী বলেছিলেন আমাকে, মনে আছে?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে জেনারেল শেইডার বললেন, 'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'আপনার কথা খুব ভাবছিলাম ক'দিন ধরে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারলে খুশি হতাম খুব।'

'আজ ডিনার করবেন আমার সঙ্গে?' উদ্‌গ্রীব তাঁর গলার স্বর।

'অবশ্যই, তবে প্যারিসে নয়। আমি আপনার সঙ্গে একত্রে কিছু সময় কাটাতে চাই এবং তা প্যারিস থেকে দূরে হওয়াই, বোধ হয়, ভাল।'

'কোথায়?'

'কোন এক বিশেষ জায়গায়।' ইচ্ছে করেই একটু সময় চুপ করে রইল নোয়েল। তারপর বলল, 'চলুন না এৎরেতা-য়। চেনেন আপনি?'

'না।'

'লে হাভ্‌র-এর কাছে চমৎকার এক গ্রাম। প্যারিস থেকে দেড়শো কিলোমিটার দূরে। পুরানো একটা সরাইখানা আছে ওখানে। খুব সুন্দর, নিরিবিলি।'

'দারুণ আপনার পরিকল্পনা, নোয়েল। তবে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে যাওয়াটা একটু কঠিন হবে। আমি একটা কাজ নিয়ে—'

'বুঝতে পেরেছি। তাহলে অন্য কোনও সময়?'

'একটু অপেক্ষা করুন।' দীর্ঘ নীরবতা। 'আপনার কখন সময় হবে?'

'আমার? শনিবার রাতে নাটকের পর।'

'ঠিক আছে আমি সব ব্যবস্থা করে রাখব। প্লেন রিজার্ভ করে রাখব।'

'প্লেনে যাব আমরা?' অপছন্দের সুর নোয়েলের কথায়। 'গাড়িতে যাবার ব্যবস্থা করা যায় না?'

'আপনি যেমন চান, তেমনই হবে। আমি আপনাকে তুলে নেব থিয়েটার থেকে। প্রস্তুত থাকবেন।'

এক মুহূর্ত ভাবল নোয়েল। 'না, আমাকে ঘরে ফিরতেই হবে শো'র পরে। কাপড়-চোপড় পাল্টানোর ব্যাপার-স্যাপার আছে। আমার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে আমাকে তুলে নিতে পারবেন, প্লীজ?'

'অবশ্যই। তাহলে সে-কথাই রইল। শনিবার রাতে আপনার অ্যাপার্টমেন্টে।'

নোয়েল তার বুড়ো লিফটম্যানের সঙ্গে কথা বলল এ-ব্যাপারে। প্রবলভাবে মাথা

BanglaBook.org

ঝাঁকিয়ে আপত্তি জানাল সে। কিন্তু নোয়েল তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'এটা ব্যর্থ হতে পারে না। ফ্রান্সের সেরা মগজের বাতলে দেয়া কৌশল অনুসারে কাজ হবে।'

লিফটম্যান যথাসাধ্য খেটে খবরটা পৌঁছে দিল ইজরায়েল এবং তার বন্ধু-বান্ধবদের।

শনিবার রাতে নাটকের পর গ্রীনরুমে ঢুকে নোয়েল দেখল কর্নেল ম্যুলার বসে আছেন। রক্ত হিম হয়ে গেল তার। কিছু কি আঁচ করেছেন তিনি। কিন্তু এখানে দেরি হলে তো চলবে না। ঘড়ির কাঁটা ধরে সব পরিকল্পনা করা। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে পণ্ড হয়ে যাবে সবকিছু।

'আপনার অভিনয় যতবার দেখি, তত বেশি মুগ্ধ হই,' ম্যুলার বললেন।

'ধন্যবাদ, কর্নেল,' নোয়েল বলল। 'মাফ করবেন, এখন কাপড় পাল্টাব আমি।'

নোয়েল গেল ড্রেসিং-রুমে। কর্নেল ম্যুলার এলেন পিছু পিছু। বললেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

দু'জনেই ঢুকলো ড্রেসিং-রুমে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে তাঁর সামনেই এক এক করে কাপড় খুলতে লাগলো নোয়েল। কর্নেল ম্যুলার এক কোণে বসে তাকে দেখছেন নিরাসক্ত দৃষ্টিতে। তিনি নাকি সমকামী, নোয়েল লোকমুখে শুনেছে সে-কথা। নইলে তার অব্যর্থ অস্ত্র—সেক্স দিয়ে তাঁকে ঘায়েল করার চেষ্টা করতে পারতো।

'খবর পেলাম,' বললেন কর্নেল ম্যুলার, 'সে নাকি আজ পালানোর চেষ্টা করবে।'

ধক করে উঠল নোয়েলের বুক, কিন্তু তার কোনও ছায়া পড়ল না মুখে। 'কে চেষ্টা করবে পালাতে?'

'আপনার বন্ধু, ইজরায়েল কাৎস।'

এক মুহূর্ত ভাবল নোয়েল। 'আপনি তরুণ এক ডাক্তারের কথা বলছেন?'

'তার মানে, আপনি মনে রেখেছেন তাকে?'

'আমার নিউমোনিয়ার সময় চিকিৎসা করেছিল সে।'

এর মধ্যে জড়িয়ে পড়াটা বোকামির কাজ হয়েছে। কিন্তু পিছিয়ে আসার

BanglaBook.org

সময় আর নেই। কাজ শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আর কয়েকঘণ্টার মধ্যে ইজরায়েল কাৎস হয় মুক্ত হবে, নয়তো মারা পড়বে। আর সে নিজে?

কর্নেল ম্যুলার বললেন, 'আপনি বলছিলেম, ইজরায়েলের সঙ্গে আপনার সর্বশেষ দেখা হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগে এক ক্যাফেতে।'

'এমন কোনও কথা আমি বলিনি,' প্রতিবাদ করল নোয়েল।

কর্নেল ম্যুলারের দৃষ্টি নোয়েলের চোখ থেকে নামলো তার অনাবৃত স্তনের দিকে, তারপর আরও নিচে তলপেটের কাছে চিকন পাতলা প্যান্টির দিকে। দৃষ্টি ওপরে তুলে আবার নোয়েলের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'সৌন্দর্য খুব ভালবাসি আমি। আর আপনার এই সৌন্দর্যকে ধ্বংস হতে দেখলে কষ্ট পাব খুব। তবে এসব হবে এমন এক লোকের জন্য, যার কোনও মূল্য বা ভূমিকা নেই আপনার জীবনে। তো আপনার বন্ধুটি কীভাবে পালানোর কথা ভাবছে?'

একটা বরফের টুকরো গড়িয়ে গেল নোয়েলের মেরুদণ্ডের ওপর দিয়ে। 'আপনি কী ব্যাপারে প্রশ্ন করছেন, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হতাম, কর্নেল। কিন্তু কীভাবে?'

দাঁড়িয়ে পড়লেন কর্নেল ম্যুলার। চিৎকার করে বললেন, 'কীভাবে? আপনাকে সেটা শিখিয়ে দেব!'

বেরিয়ে যাবার মুহূর্তে দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি আবার বললেন, 'বলতে ভুলে গেছি, আমি জেনারেল শেইডারকে পরামর্শ দিয়েছি, অন্তত আজ যেন তিনি আপনার সঙ্গে কোথাও না যান।'

নোয়েল সুস্থির থাকার চেষ্টা করল আপ্রাণ। 'জেনারেলদের ব্যক্তিগত জীবনে কর্নেলরা হস্তক্ষেপ করে নাকি?'

'না। তিনি আজ যাবেন আপনার সঙ্গে। কথা রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন তিনি। তাঁর সময়জ্ঞান এবং প্রতিশ্রুতি পালনের তাগাদা প্রচণ্ড।'

কর্নেল ম্যুলার চলে গেলে ঘড়ি দেখল নোয়েল। তারপর প্রস্তুত হয়ে নিল দ্রুত।

রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশে বুড়ো লিফটম্যান ফোন করল নিচ থেকে, 'মিস পাজ, জেনারেল শেইডার লিফটের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন।'

'ড্রাইভার কি গাড়িতে বসে আছে?'

BanglaBook.org

'না, জেনারেলের সঙ্গে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ।'

রিসিভার রেখে নোয়েল দৌড়ে গেল বেডরুমে, পরীক্ষা করে নিল স্যুটকেসের ভেতরটা। কোনও ভুল করা চলবে না। বেল বেজে উঠল। ড্রইং রুমের দরজা খুলে দিল নোয়েল। জেনারেল শেইডার। পরনে ধূসর রঙের নিখুঁত স্যুট, হালকা নীল রঙের শার্ট এবং কালো টাই। পেছনে দাঁড়িয়ে তাঁর ড্রাইভার, তরুণ ক্যাপ্টেন।

'গুড ইভনিং,' লৌকিকতার সুরে বললেন জেনারেল। তারপর ইশারা করলেন ক্যাপ্টেনকে।

'আমার ব্যাগটা বেডরুমে,' জানাল নোয়েল।

ড্রাইভার ঢুকল বেডরুমে। জেনারেল শেইডার এগিয়ে এসে হাত ধরলেন নোয়েলের। 'তুমি জানো না, সারাটাদিন কী ভীষণ অপেক্ষায় কাটিয়েছি।' জেনারেলের সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমে এসেছে। শুভ লক্ষণ, ভাবল নোয়েল। 'একবার ভেবেছি, এসে তোমাকে পাব না কিংবা হয়তো শুনবো মত পাল্টেছ তুমি। যতবার ফোন বেজেছে আমার, ততোবার কেঁপে উঠেছি অকারণ আশঙ্কায়।'

নোয়েলের মেক-আপ বক্স আর একটা ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেল ড্রাইভার। জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, 'আর কিছু নেই তো?'

'না।'

'তুমি প্রস্তুত?'

'বেরুনোর আগে একটু ড্রিঙ্ক করে নিলে ভাল হত না?' বরফ-ভর্তি বাকেটে রাখা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে এল নোয়েল।

'কী উপলক্ষে ড্রিঙ্ক করব আমরা?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল শেইডার।

'এৎরেতা।'

'এৎরেতা।'

তাদের দু'জনের গ্লাস ছুঁয়ে গেল পরস্পরকে। গ্লাস নামিয়ে রাখার সময় সাবধানে হাতঘড়ির দিকে তাকাল নোয়েল। জেনারেল শেইডার কথা বলছেন অনর্গল। নোয়েল কিছুই শুনছে না। তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অন্য চিন্তা। খুব সাবধানী হতে হবে তাকে। তাড়াহুড়ো করলেই বিপদ বিলম্ব করলেও।

BanglaBook.org

'তুমি কিন্তু আমার কথা শুনছ না। ভাবছ কী যেন।'

'আমি দুঃখিত। আমি ভাবছিলাম কিন্তু আমাদের দু'জনের কথাই।'

'নোয়েল, তুমি আমার কাছে একটা ধাঁধা।'

'সব মেয়েই কি ধাঁধা নয়?'

'তোমার মত এতটা নয়। প্রথমদিকে আমাকে সহ্য করতে পারতে না। আর এখন আমরা উইকএন্ডে বেড়াতে যাচ্ছি একসঙ্গে। আচ্ছা, আমরা গ্রামের দিকে যাব কেন, তা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।'

'কারণটা আপনাকে আগেই বলেছি।'

'ও হ্যাঁ, কারণটা রোমান্টিক। কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি বাস্তববাদী, রোমান্টিক নও। আর সেটাই ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে আমাকে।'

'আপনি কি ইঙ্গিতবহ কিছু বলতে চাইছেন?'

'না,' হালকাভাবে হাসলেন জেনারেল। 'আমি কেবল চিন্তা করছি সশব্দে। সমস্যার সমাধান খোঁজা আমার প্রিয় কাজ। একদিন আমি তোমার মত দুরূহ ধাঁধার সমাধানও ঠিক করে ফেলব।'

শ্রাগ করল নোয়েল। 'সমস্যার সমাধান একবার পেয়ে গেলে সমস্যাটির কোনও আকর্ষণ কি আর থাকবে?'

'সেটা দেখা যাবে,' হাতের গ্লাস নামিয়ে রাখলেন তিনি। 'রেরুনো যাক, কী বলো?'

শ্যাম্পেনের শূন্য গ্লাসদুটো তুলে নিয়ে নোয়েল বলল, 'এগুলো বেসিনে ডুবিয়ে রেখেই আসছি। এক মিনিট।'

রান্নাঘরে ঢুকল নোয়েল। জেনারেল শেইডার দূর থেকে লক্ষ্য করছেন তাকে। তাঁর জীবনে তিনি এত সুন্দরী মেয়ে দেখেননি, কাউকে এত বেশি পেতে ইচ্ছে করেনি তাঁর। তাকে তিনি নিজের করে পেতে চান। তবে এই মুহূর্তে, তিনি নিশ্চিত, নোয়েলের একটা কিছু প্রয়োজন তাঁর কাছে। তিনি তা জানতে চান। কর্নেল ম্যুলার অবশ্য তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে নোয়েলের ব্যাপারে। কর্নেলের ধারণা, জার্মানদের ঘোর শত্রু ইজরায়েল কাৎসকে সাহায্য করার সবরকম সম্ভাবনা নোয়েলের আছে। কর্নেল ম্যুলার ভুল খুব কমই করেন। কর্নেলের ধারণা সত্য বলেই হয়তো তাঁর আড়ালে আত্মরক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নোয়েল। সেক্ষেত্রে বলা চলে, জার্মান সামরিক চরিত্র সম্পর্কে এক বিন্দু জ্ঞানও

BanglaBook.org

নেই তার। তাকে তিনি চোখ বুজে গেস্টাপোর হাতে তুলে দিতে পারেন। তবে সম্ভাব্য আনন্দটুকু হারাতে তিনি রাজি নন। এই উইকএন্ডের অপেক্ষায় উদগ্রীব ছিলেন বেশ ক'দিন ধরে।

নোয়েল বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। চোখে-মুখে উদ্বিগ্ন অভিব্যক্তি। জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাইভার আমার ক'টা ব্যাগ নিয়ে গেছে?'

'দুটো।'

'আমি খুব দুঃখিত। আরেকটা ব্যাগ ছাড়া পড়েছে।'

নোয়েল টেলিফোন করলো নিচে। 'জার্মান ড্রাইভারকে একবার ওপরে আসতে বলুন, আরেকটা ব্যাগ নিতে হবে।' রিসিভার রেখে দিয়ে জেনারেলকে বলল সে, 'মাত্র এই উইকএন্ডের জন্য যাচ্ছি বটে, কিন্তু আপনাকে যথার্থ আনন্দ দিতে চাই আমি।'

'আনন্দ দিতে চাইলে এত কাপড়-চোপড় না নিলেও চলবে।'

অদূরে টেবিলে রাখা আরমাঁদ গোতিয়েরের ছবির দিকে তাকিয়ে জেনারেল শেইডার প্রশ্ন করলেন, 'তুমি আমার সাথে যাচ্ছ, আরমাঁদ তা জানেন?'

'হ্যাঁ,' মিথ্যে বলল নোয়েল। আরমাঁদ আশু নির্মিতব্য একটি সিনেমার পরিকল্পনায় প্রযোজকের সঙ্গে মশগুল হয়ে আছেন। তাঁকে এই পরিকল্পনার কথা জানানোর কোনও কারণ খুঁজে পায়নি সে।

ড্রাইভার এসে ঢুকল আবার। 'আরও একটা ব্যাগ নাকি আছে?'

'হ্যাঁ, বেডরুমে,' জানাল নোয়েল।

ড্রাইভার চলে গেল বেডরুমে।

'তোমাকে কবে ফিরতে হবে প্যারিসে?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল শেইডার।

'বেশিদিন থাকতে পারলে বেশ হত। তবে ফিরতে হবে সোমবার বিকেলে। দু'দিন আছে আমাদের হাতে।'

বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাগটা কেমন দেখতে?'

'বড় নীল রঙের স্যুটকেস ওটা।' জেনারেল শেইডারের দিকে ঘুরল নোয়েল। 'ওটার মধ্যে একটা নতুন গাউন আছে। আপনার সামনে প্রথম পরবো বলে রেখে দিয়েছি।'

কয়েক মিনিট পর আবার এল ড্রাইভার। 'আমি দুঃখিত। স্যুটকেসটা খুঁজে

BanglaBook.org

পাচ্ছি না।'

'দাঁড়াও, আমি নিজেই দেখছি।' বেডরুমে ঢুকে খুঁজতে শুরু করল নোয়েল। নেই। তিনজন মিলে অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি জায়গায় খুঁজতে লাগল তন্ন তন্ন করে। শেষমেষ খুঁজে পেলেন জেনারেল শেইডার। কিন্তু স্যুটকেসের ভেতরে কিচ্ছু নেই।

'আজ পর্যন্ত কাজ শেখানো গেল না কাজের মেয়েটাকে!' কৃত্রিম রাগে গজরাতে লাগল নোয়েল। 'কবে বলে রেখেছি স্যুটকেস গুছিয়ে রাখতে! এখন কোথায় গাউন, কোথায় কী! আপনাদের জার্মানিতেও কি চাকর-বাকর নিয়ে এমন ঝামেলা হয়?'

'সব দেশেই এই সমস্যা।' নোয়েলের কার্যকলাপ কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করছেন জেনারেল শেইডার। কেমন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে তার আচরণ। কথা বলছে খুব বেশি। তাঁর দৃষ্টি লক্ষ্য করল নোয়েল।

'আমাকে একেবারে স্কুলের মেয়ের মত নার্ভাস করে দিয়েছেন আপনি,' নোয়েল বলল। 'এত নার্ভাস কখনও হয়েছি বলে মনে পড়ে না।'

ও, এই ব্যাপার! মৃদু হাসলেন জেনারেল শেইডার। 'এক্ষুণি রওনা দিতে হবে আমাদের।'

'আমি প্রস্তুত,' নোয়েল বলল এবং মনে মনে কামনা করল, অন্যরাও যেন প্রস্তুত থাকে।

বেরিয়ে এল তারা। গাড়ি দাঁড় করানো ছিল বাইরে। পেছনের দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার। ঢোকার আগে লিফটম্যানের দিকে তাকানোর চেষ্টা করল নোয়েল। কিন্তু জেনারেল শেইডার দাঁড়ালেন দৃষ্টি আগলে। ইচ্ছাকৃত নয় তো? আড় চোখে সে তাকাল গাড়ির লাগেজ-বক্সের দিকে। কিছু বোঝা গেল না। তার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, তা জানা যাবে কয়েক ঘণ্টা পর।

জেনারেল শেইডার লক্ষ্য করছিলেন নোয়েলকে। 'কিছু হয়েছে তোমার?'

নোয়েল তার ঠোঁটে আরোপিত হাসি ধরে রেখে বলল, 'আমার এক বন্ধুর ফোন করার কথা। তার জন্যে একটা মেসেজ রেখে আসতে পারলে—'

'এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক,' নোয়েলের বাহুতে হাত রেখে বললেন জেনারেল শেইডার। 'আর এখন থেকে তুমি ভাববে শুধু আমার কথা।'

চলতে শুরু করল তাদের গাড়ি।

BanglaBook.org

*

পাঁচ মিনিট পরের ঘটনা। কালো এক মার্সিডিজ এসে দাঁড়াল নোয়েলের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে। দু'জন জার্মান গোয়েন্দাসহ কর্নেল ম্যুলার বেরিয়ে এলেন গাড়ি থেকে। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়েই বললেন, 'চলে গেছে তারা!'

বুড়ো লিফটম্যানকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কর্কশ স্বরে, 'নোয়েল পাজ কোথায়?'

'বেরিয়ে গেছেন।'

'তা আমি জানি, গর্দভ কোথাকার! কোথায় গেছে, সেটা বলো।'

'মঁসিয়ে, আমার কোনও ধারণাই নেই এ-ব্যাপারে। শুধু জানি, একজন সিনিয়র আফিসার এসেছিলেন তাঁকে নিতে।'

'নোয়েল তোমাকে বলে যায়নি, কোথায় যাচ্ছে সে?'

'না, মঁসিয়ে। তিনি আমাকে মোটেও বিশ্বাস করেন না।'

কর্নেল ম্যুলার গোয়েন্দাদের বললেন, 'এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি তারা। সব রোড-ব্লকে জলদি যোগাযোগ করে বলে দাও, জেনারেল শেইডারের গাড়ি দেখামাত্র থামাতে। এটা আমার অর্ডার। আরও বলে দাও, গাড়ি থামিয়েই যেন আমাকে খবর দেয়া হয়।'

পঁচিশ মিনিট পর জেনারেল শেইডারের গাড়ি পৌঁছল এক চৌমাথায়। সেখান থেকে তিনটে সড়ক চলে গেছে ভিশি, লে হাভ্র এবং কোতে দ'আজুর-এ। গাড়িতে বসে নোয়েল ভাবছে, কাজ কি এত সহজে হয়ে যাবে? কোথাও কোন তল্লাশি নেই, থামাথামি নেই। কিন্তু ভুল ভাঙল নোয়েলের।

অদূরে সামরিক বাহিনীর এক ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে পথ রুদ্ধ করে। রাস্তার পাশে বসে আছে জনাছয়েক জার্মান সৈনিক। এক জার্মান লেফটেন্যান্ট হাত তুলে থামাল জেনারেল শেইডারের গাড়ি। এগিয়ে এলো সে।

'সবাই নেমে এসে পরিচয়পত্র দেখান।'

জানালার কাচ সরিয়ে জেনারেল শেইডার মাথা বের করলেন। পরিচয় দিলেন, 'জেনারেল শেইডার। হচ্ছেটা কী এখানে?'

মুহূর্তে অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল লেফটেন্যান্ট।

BanglaBook.org

'মাফ করবেন, মিস্টার জেনারেল, আমি জানতাম না, এটা আপনার গাড়ি,' মিনমিন করে বলল সে।

রোড-ব্লকের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল, 'ওটা কী জন্যে?'

'প্যারিস থেকে বেরিয়ে যাওয়া প্রতিটি গাড়ি তল্লাশি করার নির্দেশ আছে আমাদের ওপরে। প্যারিসের বহির্মুখী সব রাস্তাই বন্ধ।'

নোয়েলের দিকে তাকিয়ে জেনারেল শেইডার বললেন, 'আমি খুব দুঃখিত, নোয়েল।'

ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে নোয়েলের মুখ। গাড়ির ভেতরটা ভাগ্যিস অন্ধকার। তার পরিকল্পনামাফিক কাজ হয়ে থাকলে এক্ষুণি ধরা পড়বে ইজরায়েল কাৎস এবং সে নিজেও।

ক্যাপ্টেন-ড্রাইভারকে লেফটেন্যান্ট বললো, 'লাগেজ-বক্সটা খুলুন, প্লীজ।'

'ওখানে দুটো ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই,' প্রতিবাদ করে বলল ক্যাপ্টেন। 'আমি নিজের হাতে রেখেছি।'

'আমি দুঃখিত, মিস্টার ক্যাপ্টেন। কিন্তু প্রতিটি গাড়ি তল্লাশি করে দেখার নির্দেশ আছে আমার ওপরে। আমি বাধ্য। খুলুন, প্লীজ।'

রাগে গজগজ করতে করতে দরজা খুলে নিচে নামল ক্যাপ্টেন। নোয়েলের মাথার ভেতরে তখন ঝড় বইছে। খুব দ্রুত একটা পথ খুঁজে বের করতে হবে। লাগেজ-বক্স খোলা থেকে বিরত তাদের করতেই হবে। কিন্তু তা করতে হবে এমনভাবে, যাতে জার্মানদের মনে কোনও সংশয় না জাগে। ড্রাইভার প্রায় পৌঁছে গেছে লাগেজ-বক্সের কাছে। সময় বয়ে যাচ্ছে অস্বাভাবিক দ্রুততায়। আড়চোখে দেখল সে জেনারেল শেইডারকে। চোখ সরু করে তিনি তাকিয়ে আছেন সামনে, ঠোঁটজোড়া শক্ত করে বাঁধা যেন, রাগে ফুঁসছেন রীতিমত।

খুব সরল ভঙ্গিতে নোয়েল তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদেরকেও কি নামতে হবে? চেক করবে আমাদেরকেও?'

আপাত সরল এই বাক্য একরাশ ক্রোধ বয়ে নিয়ে এলো জেনারেল শেইডারের মনে। চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'দাঁড়াও।' ড্রাইভারকে আদেশ করলেন, 'ফিরে এসো গাড়িতে।' তারপর লেফটেন্যান্টকে বললেন, 'যে তোমাকে এই আদেশ দিয়েছে, তাকে বলো, এইসব নিয়মকানুনের আওতায়

BanglaBook.org

জেনারেলরা পড়ে না। লেফটেন্যান্টের অর্ডার শুনতে আমি বাধ্য নই। সরিয়ে নাও রোড-ব্লক।'

লেফটেন্যান্টের ইশারায় ট্রাকটি সরিয়ে নেয়া হলো পথের ওপর থেকে। রাতের অন্ধকার চিরে ছুটে চলল জেনারেল শেইডারের গাড়ি।

খুব হালকা বোধ করছে নোয়েল। কী উৎকণ্ঠায় ডুবে ছিল সে! তার জানতে ইচ্ছে করছে খুব, ইজরায়েল কাৎস কি আছে লাগেজ-বক্সে?

জেনারেল শেইডারের ক্রোধ প্রশমিত হয়নি তখনও। তিনি বললেন, 'অদ্ভুত এই যুদ্ধ! মাঝে মাঝে গেস্টাপোকে মনে করিয়ে দিতে হয় যে, যুদ্ধ চালায় গোয়েন্দারা নয়—সামরিক বাহিনী।'

জেনারেল শেইডারের বাহু চেপে ধরে নোয়েল বলল, 'আর সামরিক বাহিনী চালায় জেনারেলরা।'

'ঠিক তাই। সামরিক বাহিনী চালায় জেনারেলরা। আমি উচিত শিক্ষা দেব কর্নেল ম্যুলারকে।'

মিনিট দশেক পর গেস্টাপোর হেড-কোয়ার্টার থেকে ফোন এল রোড-ব্লকে। জেনারেল শেইডারের গাড়ি থামানোর নির্দেশ দেয়া হলো ফোনে।

'গাড়িটা তো চলে গেছে,' লেফটেন্যান্ট বলল অসহায়ভাবে।

অপরপ্রান্তে ফোন ধরলেন কর্নেল ম্যুলার।

'কতক্ষণ আগে?'

'দশ মিনিট হয়েছে।'

'গাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছ?'

নিজের ভরাডুবির চিন্তা প্রকট হয়ে উঠল লেফটেন্যান্টের মনে। 'না, স্যার। জেনারেল আমাকে তল্লাশি চালানোর অনুমতি—'

'যত্তোসব! কোন রাস্তায় গেছে তাঁর গাড়ি?'

ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে-যাওয়া লোকের গলার স্বর যেমন হয়, তেমন স্বরে লেফটেন্যান্ট বলল, 'আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারব না। তবে, সম্ভবত, লে হাভ্র-এর দিকে গেছেন।'

'কাল সকাল ন'টায় অফিসে দেখা করবে আমার সঙ্গে,' কর্নেল ম্যুলার বললেন।

BanglaBook.org

'ঠিক আছে, স্যার।'

কর্নেল ম্যুলার তাঁর সঙ্গী দু'জনকে বললেন, 'লে হাভ্র। জলদি গাড়ি বের করো। আমরা আরশোলা শিকারে বেরুচ্ছি।'

চলন্ত গাড়িতে কথা বলছিল নোয়েল আর জেনারেল শেইডার। কিন্তু দু'জনেই তাদের কথাবার্তার এমন মাত্রা বজায় রেখেছে, যাতে মনের ভেতরের কথা বেরিয়ে না পড়ে কোনমতে। নোয়েল বুঝতে পেরেছে, একটা কিছু আঁচ করেছেন জেনারেল এবং তারা দু'জনেই খেলা খেলছে পরস্পরের সঙ্গে। তবে নোয়েলের বিশ্বাস, এই খেলায় সে হারিয়ে দেবে জেনারেল শেইডারকে।

লে হাভ্র-এ পৌঁছুল তারা। এৎরেতা এখনও বেশ খানিকটা দূরে।

'এখানে একটু থামলে কেমন হয়?' নোয়েল প্রস্তাব দিল। 'আমি ভীষণ ক্ষুধার্ত।'

'অবশ্যই,' বললেন জেনারেল শেইডার এবং নির্দেশ দিলেন ড্রাইভারকে, 'খোলা কোনও রেস্টুরেন্ট দেখলে থামাবে।'

'এখানে জেটির পাশে একটা রেস্টুরেন্ট থাকার কথা, আমি জানি,' বলল নোয়েল।

জেটির কাছে এসে থামল গাড়ি। অদূরে জ্বলজ্বল করছে রেস্টুরেন্টের সাইনবোর্ড—'বিস্ট্রো'।

দরজা খুলে ধরল ড্রাইভার, নোয়েল নামল, তারপর নামলেন জেনারেল শেইডার।

'শ্রমিকদের জন্য এই রেস্টুরেন্ট খোলা থাকে সারারাত,' নোয়েল জানাল।

হঠাৎ মোটরের শব্দ শুনে পেছনে ঘুরে তাকাল সে। কার্গো তোলার একটা ফর্কলিফট এসে থামল জেনারেলের গাড়ির পাশে। তা থেকে নামল দু'জন লোক। একজন তীব্র দৃষ্টিতে তাকাল নোয়েলের দিকে, তারপর টুল-ব্যাগ বের করে ফর্কলিফটের নাট-বল্টুতে প্যাঁচ কষাতে শুরু করল।

জেনারেল শেইডারের হাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছিল নোয়েল। ড্রাইভার তখন গাড়িতে বসে।

'ড্রাইভারকে কফি খেতে বললে হত না?' প্রস্তাব দিল নোয়েল।

'সে গাড়িতে বসে থাকবে,' গম্ভীরস্বরে জানালেন জেনারেল।

BanglaBook.org

ড্রাইভার গাড়িতে বসে থাকলে ভণ্ডুল হয়ে যাবে। ওকে সরানোর ব্যবস্থা করতেই হবে।

এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে হাঁটছে তারা। হঠাৎ এক পাথরখণ্ডে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল নোয়েল। চিৎকার করে উঠল সে, যেন প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছে। উদ্বিগ্ন স্বরে জেনারেল শেইডার জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ঠিক আছে তো, নোয়েল? খুব ব্যথা পেয়েছ?'

অবস্থা দেখে ড্রাইভার দৌড়ে এল ঘটনাস্থলে।

'আমার হাঁটু, বোধ হয়, ভেঙে গেছে,' নোয়েল বলল অনেক কষ্টে।

দক্ষ হাতে নোয়েলের হাঁটুতে হাত বোলাতে লাগলেন জেনারেল শেইডার। বললেন, 'না, ভাঙেনি। মচকে গেছে, মনে হচ্ছে। তুমি দাঁড়াতে পারবে?'

নোয়েল জানাল, হাঁটা সম্ভব নয় তার পক্ষে।

ক্যাপ্টেনকে বললেন জেনারেল শেইডার, 'চলো, ধরাধরি করে ওকে রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই।'

তারা দু'জন যখন নোয়েলকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সে ঝুঁকি নিয়ে একটা নজর দিল জেনারেলের গাড়ির দিকে। লোক দু'জন গাড়ির লাগেজ-বক্স খুলে ফেলেছে ইতোমধ্যে।

নোয়েলকে চেয়ারে বসিয়ে দিল তারা।

'ব্যথা করছে খুব?' প্রশ্ন করলেন জেনারেল শেইডার।

'কমেছে কিছুটা,' উত্তর দিল নোয়েল। হাত রাখল তাঁর হাতে। 'চিন্তা করবেন না। এর জন্য আমাদের কোনও আনন্দ মাটি হতে দেব না আমি।'

ঠিক সেই সময় লে হাভ্র-এ এসে পৌঁছুলেন কর্নেল ম্যুলার। সঙ্গে দু'জন গোয়েন্দা। স্থানীয় এক পুলিশ অফিসারকে ঘুম থেকে টেনে তোলা হয়েছিল; সে পুলিশ স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল কর্নেল ম্যুলারের জন্য। সে খবর দিল, 'জেনারেলের গাড়ি রাখা আছে জেটির কাছে।'

তৃপ্তির আভা ছড়িয়ে পড়ল কর্নেল ম্যুলারের চোখে-মুখে। 'আমাকে ওখানে নিয়ে চলুন।'

পাঁচ মিনিট পর কর্নেল ম্যুলারের গাড়ি এসে দাঁড়াল জেনারেলের গাড়ির ঠিক পাশে। সবাই জেনারেলের গাড়ি ঘিরে দাঁড়াল। এই সময় রেস্টুরেন্ট থেকে

BanglaBook.org

বেরিয়ে আসছিল নোয়েল, জেনারেল শেইডার এবং ক্যাপ্টেন-ড্রাইভার।

'কী হয়েছে?' গাড়ির পাশের ভিড় দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল নোয়েল। দূর থেকেই সে চিনতে পেরেছে কর্নেল ম্যুলারকে। আকস্মিক শীতে কেঁপে উঠল তার শরীর।

'জানি না,' জেনারেল বললেন। তারপর গাড়ির কাছে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কী করছেন এখানে?'

'আপনার ছুটির সময় আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, মিস্টার জেনারেল,' বললেন কর্নেল ম্যুলার। 'আমি আপনার গাড়ির লাগেজ-বক্সটা চেক করে দেখতে চাই।'

'ওখানে ব্যাগ ছাড়া আর কিছু নেই,' জানালেন জেনারেল শেইডার।

নোয়েল দেখল, ফর্কলিফট চলে গেছে।

'কিন্তু আমার কাছে খবর এসেছে, আমাদের এক শত্রু লুকিয়ে আছে আপনার গাড়ির পেছনে এবং আপনার অতিথি এসব ব্যাপারে সহায়তা করেছে তাকে।'

'তিনি কী বলতে চাইছেন, আমি বুঝতে পারছি না,' জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে নোয়েল বলল।

জেনারেল শেইডারের দৃষ্টি গেল নোয়েলের হাঁটুর দিকে। তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন তিনি, 'খোলো।'

ড্রাইভার খুলতে শুরু করল লাগেজ-বক্স। সবাই উৎসুক-চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। নোয়েলের মনে হলো, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। লাগেজ-বক্স খুলে ফেলল ড্রাইভার। সম্পূর্ণ ফাঁকা।

'কেউ আমাদের ব্যাগ চুরি করেছে।' ড্রাইভার বলল চিৎকার করে।

কর্নেল ম্যুলারের দৃষ্টি হিংস্র। তিনি বললেন, 'পালিয়ে গেছে।'

'কে?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল শেইডার।

'আরশোলা,' কর্নেল ম্যুলার জানালেন। 'ইজরায়েল কাৎস নামে এক ইহুদি। আপনার গাড়ির লাগেজ-বক্সে সে পালিয়ে এসেছে প্যারিস থেকে।'

'অসম্ভব!' জেনারেল বললেন। 'কেউ এর ভেতরে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে।'

খানিকটা সময় চিন্তা করলেন কর্নেল ম্যুলার. তারপর তাঁর এক সঙ্গীকে

BanglaBook.org

নির্দেশ দিলেন, 'লাগেজ-বক্সে ঢোকো।'

অনুগতের মত সে ঢুকল লাগেজ-বক্সে। কর্নেল ম্যুলার নিজের হাতে শক্ত করে লাগালেন ওটা, তারপর অপেক্ষা করতে লাগলেন ঘড়ি ধরে। পরবর্তী পাঁচ মিনিট কাটল অখণ্ড নীরবতায়। প্রত্যেকে নিজস্ব চিন্তায় নিমগ্ন।

লাগেজ-বক্স খুলে ফেললেন কর্নেল ম্যুলার। লোকটা ভেতরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

বিজয়ীর অভিব্যক্তিতে উদ্ভাসিত হলো জেনারেল শেইডারের মুখমণ্ডল। 'কেউ যদি লাগেজ-বক্সে লুকিয়ে এসেও থাকে, বুঝতে হবে—লাশ এসেছে তার। আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি, মিস্টার ম্যুলার?'

প্রচণ্ড ক্ষোভ এবং হতাশায় আচ্ছন্ন কর্নেল মাথা নাড়লেন। নোয়েলকে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন জেনারেল শেইডার। গাড়ি ছুটে চলল এৎরেতা-র উদ্দেশে।

নাছোড়বান্দা কর্নেল ম্যুলার ব্যাপক তল্লাশি চালালেন আশপাশের এলাকায়। পরদিন বিকেলে পুরানো এক বাড়ির ভেতরে শূন্য অক্সিজেন-সিলিণ্ডার পাওয়া গেল একটা।

এদিকে নোয়েল আর জেনারেল শেইডার এৎরেতা-য় চমৎকার উইকএন্ড কাটিয়ে প্যারিসে ফিরল সোমবার বিকেলে। ফিরেই নোয়েল তাড়াহুড়ো করে রওনা দিল থিয়েটারে। সন্ধেবেলা তার শো।

BanglaBook.org

ক্যাথরিন

ওয়াশিংটন ডি. সি. : ১৯৪১—১৯৪৪

বিয়ের পরদিনই ফ্রেজারের অফিসের চাকরি ছেড়ে দিল ক্যাথরিন। ওয়াশিংটনে ফিরলে ফ্রেজার তাকে লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলেন। খুব উদভ্রান্ত আর হতাশ মনে হলো তাঁকে—হঠাৎ করে বয়স বেড়ে গেছে যেন। একটু সহানুভূতি জেগে উঠল ক্যাথরিনের মনে। ওই পর্যন্তই। ফ্রেজার ফ্যাকাসেভাবে হাসলেন তার দিকে

তাকিয়ে।

'তার মানে, তুমি বিবাহিত মহিলা,' ফ্রেজার বললেন।

'বিশ্বাস হয় না?'

'আমাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগও দিলে না!'

'খুব দ্রুত ঘটে গেল ব্যাপারটা।'

'ল্যারি চমৎকার ছেলে।'

'হ্যাঁ।'

'ক্যাথরিন'—ইতস্তত করছিলেন ফ্রেজার—'ল্যারিকে কতটা জানো তুমি?'

'আমি তাকে ভালবাসি, বিল। সে-ও ভালবাসে আমাকে। এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

'ক্যাথরিন—'

'বলো।'

'সতর্ক থেকো। ল্যারি একটু অন্য ধরনের।'

'কেমন?'

'অর্থাৎ সে আর দশজনের মত নয়।' ক্যাথরিনের চোখে চোখ রাখলেন তিনি। 'বাদ দাও। কান দিয়ো না আমার কথায়। আঙুর ফল টক—গল্পটা পড়েছ না? ঠিক সেই গল্পের শেয়ালের মত কথাবার্তা বলছি।'

মমতার সাথে ফ্রেজারের হাতে হাত রাখল ক্যাথরিন। 'তোমাকে আমি কখনও ভুলতে পারব না, বিল। আমরা তো বন্ধু হয়েও থাকতে পারি।'

'আমিও তা-ই চাই, ক্যাথরিন। তুমি চাকরি করবে না, একেবারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত?'

'ল্যারি চায় না আমি চাকরি করি। সে একটু সেকেলে।'

'তোমার মত পাল্টালে জানিয়ো আমাকে,' ফ্রেজার বললেন।

জীবনের প্রথম পুরুষের প্রতি দুর্বলতা সব মেয়েরই থাকে। ফ্রেজার ক্যাথরিনের প্রথম পুরুষই নন শুধু, তার জীবনে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। সে-কারণেই তার মনে বিশেষ একটা জায়গা দখল করে আছেন ফ্রেজার। তবে ল্যারির প্রতি তাঁর মনোভাব ক্যাথরিনকে সংশয়ে ফেলে দিয়েছে কিছুটা। ফ্রেজার তাকে সতর্ক করে দিতে গিয়েও থেমে গেলেন তার মনের শান্তি নষ্ট হবে বলেই কি? নাকি এটা টক আঙুর ফলেরই ব্যাপার? ফ্রেজার অত নিচুমনা লোক

BanglaBook.org

নন। ক্যাথরিন সুখী হোক, তিনি তা অবশ্যই চান। তবু সে নিশ্চিত জানে, ফ্রেজার একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন তাকে।

ঘণ্টাখানেক পরে ল্যারির সঙ্গে তার দেখা হলো যখন, সব দ্বিধা, সন্দেহ, সংশয় দূর হয়ে গেল নিমেষে। এরকম অসম্ভব সুপুরুষের স্ত্রী হওয়াটা যে কী অসহনীয় আনন্দের ব্যাপার!

ল্যারির মত অন্য কাউকে সে কখনও দেখেনি। প্রতিটি দিন যেন নতুন একটা অ্যাডভেঞ্চার কিংবা ছুটির দিন। প্রত্যেক উইকএন্ডে তারা রাত কাটায় দূরের কোনও সরাইখানায়। এর মধ্যে লেক প্লাসিড ঘুরে এসেছে তারা। মাঝে মাঝেই যায় নৌকোয় চড়ে বেড়াতে কিংবা মাছ ধরতে। তবে জল দেখলেই কেমন জানি ভয় করে ক্যাথরিনের।

ল্যারি কিন্তু তার প্রতি ভীষণ মনোযোগী। মেয়েদের প্রতি তার সহজাত দুর্বলতাও, মনে হয়, দূর হয়ে গেছে। ক্যাথরিনের মধ্যেই যেন সে খুঁজে পেয়েছে তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, চাহিদা, কামনা। হানিমুনের সময় সে ক্যাথরিনকে রূপোর একটা পাখি উপহার দিয়েছে। পাখিটি তার ভীষণ পছন্দ দেখে স্ফটিকের আরেকটি পাখি কিনে এনেছে ল্যারি। এক শনিবারে তারা তাদের বিয়ের তিনমাসপূর্তি উদযাপন করল মেরিল্যাণ্ডে গিয়ে। ডিনার করল সেই ছোট্ট রেস্টুরেন্টে।

পরদিন, ৭ ডিসেম্বর, রোববার পার্ল হারবার আক্রমণ করে বসল জাপানীরা।

তার পরদিন বেলা একটা বত্রিশ মিনিটে আমেরিকা যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপানের বিরুদ্ধে। সেদিন ল্যারি তখন অ্যান্ড্রু এয়ারবেসে। অ্যাপার্টমেন্টে একাকিত্ব সহ্য করতে না পেরে ক্যাথরিন ট্যাক্সি নিয়ে গেল ক্যাপিটল বিল্ডিং-এ। সারি সারি উদ্বিগ্ন লোক কানে রেডিও লাগিয়ে বসে আছে সেখানে। ক্যাথরিন বহু কষ্টে দেখল, ক্যাপিটল বিল্ডিং-এর কাছে এসে থামল প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের গাড়ি। চারদিকে কড়া প্রহরা। গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। পাঁচ মিনিট পর ঢুকলেন ক্যাপিটলে। রেডিওতে ভেসে এল তাঁর কণ্ঠ। কংগ্রেসের যুগ্ম অধিবেশনে বক্তব্য রাখছিলেন তিনি। তাঁর কণ্ঠ দৃঢ়, ক্রুদ্ধ সংকল্পে ভরাট।

যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো সরকারীভাবে। কংগ্রেসে উপস্থিত তিনশো উননব্বই জনের মধ্যে তিনশো আটাশি জনের ভোটে গৃহীত হলো এই সিদ্ধান্ত। মন্টানার

BanglaBook.org

প্রতিনিধি র‍্যাঙ্কিন যুদ্ধ-ঘোষণার বিপক্ষে ভোট দিলেন।

বাইরে অপেক্ষমাণ জনতা চিৎকার করে সমর্থন জ্ঞাপন করল সিদ্ধান্তকে। লোকজনের অভিব্যক্তি দেখে ক্যাথরিনের মনে হলো, তাদের কাছে যুদ্ধ যেন এক ধরনের খেলাবিশেষ। মহিলাদেরও বিপুল উৎসাহ দেখে চরমে পৌঁছুল তার বিস্ময়। তাদের স্বামী, সন্তানেরাই তো যুদ্ধে যাবে, তাহলে ব্যাকুল প্রতীক্ষায় থাকার এত আকুলতা কেন তাদের?

উর্দি-পরা লোকে রাতারাতি ভরে গেল ওয়াশিংটন শহর। প্রতিদিন ষোলো থেকে আঠারো ঘণ্টা এয়ারবেসে কাটায় ল্যারি। মাঝে মাঝে তাকে রাতও কাটাতে হয় সেখানে।

'আমরা যুদ্ধে হেরে যাব না তো?' উদ্বিগ্ন ক্যাথরিন একদিন প্রশ্ন করল ল্যারিকে।

'এটা নির্ভর করছে—কতটা দ্রুত আমরা প্রস্তুত হতে পারব—তার ওপরে। সরু সরু চোখওয়ালা জাপানীদের হাস্যকর খুদে মানুষ বলে হেলাফেলা করলেও সাংঘাতিক বিপজ্জনক তারা। মরতে ভয় পায় না একেবারেই।'

পরবর্তী কয়েক মাস পত্রিকা পড়ে মনে হলো, জাপানীদের ঠেকাতে পারে, এমন কোনও শক্তি পৃথিবীতে নেই। ফিলিপাইন, হংকং-সহ নানান জায়গায় তারা হামলা চালিয়ে যাচ্ছে অবিরাম।

এপ্রিল মাসে একদিন ল্যারি এয়ারবেস থেকে ফোন করল ক্যাথরিনকে। 'আজ উইলার্ড রেস্টুরেন্টে এসো ডিনারে।'

'হঠাৎ?'

'কারণ আছে। দেখা হলে বলব।' রীতিমত উত্তেজিত তার গলার স্বর।

কী বলতে পারে সে? সম্ভাব্য সবকিছু ভাবার চেষ্টা করল ক্যাথরিন। ল্যারির কি প্রমোশন হয়েছে? যুদ্ধ বিষয়ে কি কোনও গোপন সুসংবাদ আছে? নাকি যুদ্ধে যেতে হবে তাকে?

সাতটার সময় ক্যাথরিন পৌঁছুল রেস্টুরেন্টে। ল্যারি এল কিছুটা বিলম্বে। বলল, 'দুঃখিত, আসতে দেরি হয়ে গেল একটু।' খুব আন্তরিক তার কথার সুর।

প্রতীক্ষার উত্তেজনায় ফেটে পড়ছে ক্যাথরিন। তার মনে পড়ল হাঙ্গেরীয় এক প্রবাদবাক্য : 'দুঃসংবাদ পেতে ছুটে যায় কেবল নির্বোধে রাই'। ল্যারির দিকে

BanglaBook.org

তাকাল সে। ভালবাসায়-মাখা সেই মুখ, তাকে ছেড়ে ক্যাথরিন থাকতে পারবে না। পারবে না ল্যারিও। চমৎকার হাসি এখন তার মুখে। তা দেখেই আঁচ করল ক্যাথরিন, কোনও সুসংবাদ আছে নিশ্চয়ই!

ক্যাথরিনের হাতে হাত রাখল ল্যারি। তারপর বালকসুলভ হাসি হেসে বলল, 'কী হয়েছে, ভাবতেও পারবে না। আমাকে বিদেশ যেতে হবে।'

রেস্টুরেন্টের দেয়ালগুলো দুলতে শুরু করল ক্যাথরিনের সামনে।

'ক্যাথরিন!' ল্যারি ধরে ঝাঁকাল তাকে। 'কী হয়েছে তোমার, ক্যাথরিন?'

ধীরে ধীরে দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল তার। 'কিছু না। সব ঠিক আছে।'

'তুমি বুঝতে পারছ না, ক্যাথি, যেতে আমাকে হবেই। আমি বাধ্য।'

'জানি,' মুখে কথাটা বললেও ক্যাথরিন তা বিশ্বাস করে না।

'ক্যাথি, তুমি কাঁদছ?'

'কই, না তো! আমি চেষ্টা করছি বাস্তব সত্যের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে।'

'জানো, আমার সঙ্গে আমার নিজস্ব স্কোয়াড্রন যাবে।'

'সত্যি?' ক্যাথরিন তার গলার স্বরে উৎসাহ আর গর্বিত ভাব ফোটাতে চাইল। নিজস্ব স্কোয়াড্রন! ছোটবেলায় নিশ্চয়ই তার নিজস্ব খেলনা ট্রেন ছিল। এখন সে বড় হয়েছে। তাকে তার নিজস্ব স্কোয়াড্রন দেয়া হয়েছে খেলা করবার জন্য। এগুলো সত্যিকারের খেলনা—গুলি খেয়ে রক্তক্ষরণ হয় এদের এবং মারা যায়।

'কবে যেতে হবে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'পরের মাসে।'

ঝড়ের গতিতে কেটে গেল চারটা সপ্তাহ। অস্বাভাবিক দ্রুততায় ঘনিয়ে এলো ল্যারির চলে যাবার মুহূর্ত।

তারা দু'জন গেল এয়ারপোর্টে। ল্যারি খুব বেশি কথা বলছে, খুব উৎফুল্ল মনে হলো তাকে। ক্যাথরিন শান্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। তাকে ছোট্ট এক চুমু খেয়ে ঢুকে পড়ল ল্যারি, হাত নাড়ল প্লেনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। প্লেনটা উড়তে শুরু করে অদৃশ্য হয়ে গেল ধীরে ধীরে। ক্যাথরিন সেখানে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একঘণ্টা। তারপর ফিরে গেল শূন্য অ্যাপার্টমেন্ট।

BanglaBook.org

প্রতিদিনের খবরের কাগজে যুদ্ধের খবর খুব মন দিয়ে পড়ে সে। প্রায় প্রতিদিন চিঠি লেখে ল্যারিকে। কিন্তু ল্যারির প্রথম উত্তর এলো দু'মাস পর। চমৎকার, প্রাণবন্ত চিঠি। কিন্তু চিঠি থেকে বোঝার উপায় নেই, সে এখন কোথায় কিংবা কী করছে। কড়া সেন্সর করা হয় নিশ্চয়ই। তবে চিঠি পড়ে ক্যাথরিনের মনে হলো, ল্যারি খুব উপভোগ করছে তার কাজ।

উইলিয়াম ফ্রেজারের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে ক্যাথরিন। একদিন ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনও খবরাখবর পেয়েছ ল্যারির?'

'একটা চিঠি পেয়েছি গত সপ্তাহে।'

'কী লিখেছে?'

'চিঠি পড়ে মনে হয়, যুদ্ধ যেন ফুটবল খেলার মত। প্রথমে আমরা নামিয়েছিলাম দু'নম্বর দল। এখন এক নম্বর দল নেমেছে মাঠে এবং মাঠে এখন আমাদেরই প্রাধান্য।'

'ল্যারি ওরকমই।'

হঠাৎ করেই ঘটল ব্যাপারটি। ক্যাথরিন প্রস্তুত ছিল না মোটেও। ফ্রেজার তাকে চাকরির প্রস্তাব দিলেন। ক্যাথরিন অবশ্য কাজ করার কথা ভাবছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। তাই তাকে রাজি করাতে বেগ পেতে হলো না ফ্রেজারের।

ক্রিসমাসের আগের দিন ফ্রেজার অফিসে এলেন সন্ধের দিকে। ক্যাথরিন তখন একা। বাড়ি যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

'তোমার সঙ্গে একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই,' ফ্রেজার জানালেন।

'বলো।'

'আমি তোমাকে পার্টনার হতে প্রস্তাব করছি।'

'পার্টনার?' অবাক হলো ক্যাথরিন।

'হ্যাঁ। গত কয়েক মাসে নতুন যত ক্লায়েন্ট আমরা পেয়েছি, তার অধিকাংশই তোমার দৌলতে।' ফ্রেজার একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেন ক্যাথরিনের দিকে।

মাথা নিচু করে সে জানাল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি।'

মুহূর্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর মুখ। 'তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না, কতটা খুশি আমি।'

BanglaBook.org

ক্যাথরিন উঠে দাঁড়িয়ে ফ্রেজারের হাতে হাত মিলিয়ে চুমু খেল তাঁর গালে। 'এখন আমরা পার্টনার,' কৌতুকের সুরে বলল সে, 'আমি এখন তোমাকে চুমু খেতে পারি।'

ফ্রেজার তাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। 'ক্যাথি, আমি–'

ক্যাথরিন আঙুল চেপে ধরল তাঁর ঠোঁটে। 'কিছু বোলো না, প্লীজ।'

হাসলেন ফ্রেজার। 'না, তোমাকে জ্বালাতন করব না, কথা দিচ্ছি। ল্যারির প্রতি তোমার ভালবাসাকে আমি শ্রদ্ধা করি।'

'ধন্যবাদ, বিল,' ইতস্তত করে বলল ক্যাথরিন। 'আমার জীবনে যদি আর কখনও কেউ আসে, সেটা হবে তুমি।'

ফ্রেজার আনন্দিত হলেন কথাটি শুনে। 'আজ আমার আর ঘুম হবে না। তোমার এই কথা আমাকে জাগিয়ে রাখবে সারারাত।'

নোয়েল

প্যারিস–এথেন্স : ১৯৪৪

নোয়েলের দৌলতে ফ্রান্সে তখন সবচেয়ে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি আরমাঁদ গোতিয়ের। কিন্তু তাঁর মনে শান্তি নেই এক মুহূর্তও। তিনি এখন জেনে গেছেন, নোয়েল তাঁর নয়, কোনওদিন তাঁর হবেও না। একদিন খুব সহজ ভঙ্গিতে তাঁকে ছেড়ে চলে যাবে সে। সেদিনের কথা ভাবতেই অসুস্থ বোধ করেন তিনি। পাগলের মত আরমাঁদ ভালবেসেছেন নোয়েলকে। তার মন পাবার জন্য কত কী করেছেন! পরিবর্তে কখনও পেয়েছেন শুকনো কিছু চুমু, কখনও রাত্রিকালীন কিছু অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

অনেক দেশের চেয়ে আয়তনে বড় ভূমির মালিক গ্রীসের কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিব্রিস। আনুষ্ঠানিক কোনও পদবী তাঁর নেই সত্যি, তবে পৃথিবীর বহু দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত, রাজা-বাদশাহ তাঁর বেচা-কেনার সামগ্রীর মত। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি মালবাহী জাহাজ, একটা এয়ারলাইন, অসংখ্য পত্র-পত্রিকা, অজস্র ব্যাঙ্ক, ইস্পাত কারখানা, সোনার খনি তাঁর সম্পত্তির অংশ। চিত্রকলার সবচেয়ে বড়

BanglaBook.org

ব্যক্তিগত সংগ্রহ তাঁর। নিজস্ব বিমান আছে কয়েকটি, আছে কয়েক ডজন অ্যাপার্টমেন্ট এবং রেস্ট হাউস পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়ানো।

বেশভূষার প্রতি তাঁর মনোযোগ অপেক্ষাকৃত কম। তবু লোকে বলে, তাঁর স্যুটের সংখ্যা নাকি পাঁচশো'রও বেশি। লন্ডন থেকে আসে তাঁর স্যুট, রোম থেকে শার্ট, ফ্রান্স থেকে জুতো আর টাই আসে প্রায় ডজন খানেক দেশ থেকে।

ডেমিরিসের চেহারা এবং ব্যক্তিত্বে এমন কিছু আছে, যা আকৃষ্ট করে সবাইকে। যারা চেনে না তাঁকে, তারাও তাঁকে দেখলে ঘুরে তাকায় আবার। চওড়া কাঁধ, জলপাই-কালো রঙের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। তাঁর ব্যবসা ও সামাজিক কার্যকলাপের ওপর বিশদ রচনা ছেপেছে দুনিয়ার বহু পত্রিকা। তাঁর বেশ কিছু উক্তি সাংবাদিকরা লুফে নিয়ে ছেপেছে ফলাও করে।

একবার এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল তাঁকে, তাঁর এই বিরাট সাফল্যের পেছনে কোনও বন্ধুর অবদান আছে কি না। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'জীবন সফল হতে গেলে বন্ধুর প্রয়োজন, আর খুব বেশি সাফল্যের জন্য প্রয়োজন শত্রুর।'

তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, তাঁর অধীনে কর্মরত লোকের সংখ্যা কত। তিনি বলেছিলেন, 'একজনও না। সবাই উপাসনালয়ের পুরোহিতের অনুগত কর্মচারীমাত্র। যখন প্রচুর অর্থ এবং ক্ষমতার সমাবেশ ঘটে, ব্যবসা তখন পরিণত হয় ধর্মে, অফিস হয় উপাসনালয়।'

তাঁর আরও একটা জনপ্রিয় উক্তি 'পৃথিবীর অধিকাংশ যুদ্ধের কারণ হিংসা-বিদ্বেষ বা ঘৃণা নয়, ভালবাসা।'

কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের স্ত্রী মেলিনা ব্যাঙ্কারের মেয়ে। লাবণ্যময়ী, সুন্দরী। এর পরেও নারীর প্রতি ডেমিরিসের দুর্বলতা সর্বজনবিদিত। চিত্রনায়িকা, বন্ধুদের স্ত্রী, পনেরো বছর বয়সী ঔপন্যাসিকা, বিধবা—সবাইকে শয্যাসঙ্গিনী করেছেন তিনি।

তাঁর সম্পর্কে গোটা ছয়েক বই বাজারে চালু থাকলেও কোনওটাতেই তাঁর সাফল্যের কাহিনীর বিশদ উল্লেখ নেই। ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরাও ভাল করে জানে না তাঁকে। বস্তুত তিনি খুব আত্মকেন্দ্রিক।

তাঁর চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাঁকে কেউ আঘাত করলে, তিনি তাঁকে ক্ষমা করেন না। সাহায্য করলে মনে রাখেন চিরজীবন—চেষ্টা করেন প্রতিদান দেবার।

BanglaBook.org

জীবনে এখনও অনেক প্রতিশোধ নেয়া বাকি আছে তাঁর। তবে তাড়াহুড়ো তিনি পছন্দ করেন না। প্রতিশোধের পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন উপভোগ করেন খুব। ঠিক যেন দাবা খেলা, আর কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস ধুরন্ধর দাবাড়ু।

নোয়েলকে প্রথম তিনি দেখেন থিয়েটারে। কায়রো যাবার পথে কয়েক ঘণ্টা প্যারিসে কাটাচ্ছিলেন। নোয়েলকে দেখেই তিনি অনুভব করলেন, তাকে তাঁর প্রয়োজন।

তিনদিন পর কোনওরকম নোটিস ছাড়া অভিনয়ে ইস্তফা দিয়ে কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের সঙ্গে গ্রীসে চলে গেল নোয়েল।

গোটা পৃথিবীতে খবরটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না বেশি। ডেমিরিস এবং নোয়েল—দু'জনেই স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব। সাংবাদিকেরা প্রাণপাত করতে লাগল ডেমিরিসের স্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়ার জন্য। মেলিনা একটি মন্তব্যই করলেন সাংবাদিকদের সামনে—তাঁর স্বামীর অজস্র ভাল বন্ধু আছে এবং এর মধ্যে খারাপ কিছু তিনি দেখেন না।

মুখে এই কথা বললেও তিনি জানেন, ডেমিরিসের এটা সাম্প্রতিকতম প্রণয়। এর আগে এমন ঘটনা কম ঘটেনি। ক'দিন পরে ব্যবসার কাজে ডেমিরিস হয়তো অন্য দেশে যাবেন, সঙ্গে যাবে নোয়েল; পত্র-পত্রিকায় ফলাও করে ছাপা হবে ছবি এবং খবর। এসব তাঁর ভাল লাগে না। তিনি নিজে খুব গর্বিতা এবং আত্মসম্ভ্রমবোধসম্পন্না। তবু এসব অনুভূতি প্রকাশ করেন না কখনও। কারণ তিনি ভীষণ ভালবাসেন স্বামীকে। ঘটনাটি তিনি মেনে নিয়েছেন মনে মনে। কিন্তু একটা ব্যাপার তাঁর কাছে সবসময় রহস্যাবৃত—কী কারণে একজন পুরুষের একাধিক নারীর প্রয়োজন? স্ত্রীর সঙ্গে গভীর ভালবাসায় আবদ্ধ স্বামী কেন সান্নিধ্য খোঁজে অন্য নারীর? ডেমিরিসের জন্য তিনি যথাসাধ্য করেন। কিন্তু নোয়েল কীভাবে তাঁর স্বামীর তৃপ্তি সাধন করে, তা যদি তিনি জানতেন!

মেয়েদের ভেতরে ডেমিরিসি নতুন বা চমকপ্রদ কিছু খুঁজে পাননি বহুদিন। কিন্তু নোয়েল তাঁর জন্য নিত্যনতুন বৈচিত্র্যের সীমাহীন উৎস। তার মত অন্য কাউকে দেখেননি ডেমিরিস। কিছু না দিলেও সে যতটা খুশি; মহামূল্য কোন উপহার দিলেও তার খুশির পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না কোনও। ডেমিরিসের

জীবনে নারীরা তাদের সেক্সকে পুঁজি করে তাঁর কাছ থেকে লাভবানই হতে চেয়েছে শুধু। নোয়েল কিন্তু কখনও কিছু দাবি করেনি তাঁর কাছে, আব্দার করেনি। এক সময় ডেমিরিসের মনে হয়েছিল, নোয়েল তাঁর প্রেমে পড়েছে। কিন্তু ধারণাটি স্থায়ী হয়নি বেশিক্ষণ।

নোয়েলের সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পান ডেমিরিস। যে-কোনও ব্যাপারে তার প্রচুর জ্ঞান। ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি বরাবরই বিশ্বাস করেন না কাউকে। যাবতীয় সিদ্ধান্ত এতদিন নিয়েছেন তিনি নিজে। কিন্তু নোয়েলের সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন, ব্যবসা বিষয়ে তার জ্ঞান সহজাত। ক্রমশ ডেমিরিসের ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের খবরাখবর নোয়েলের অবগতিতে এসে পড়ল।

ডেমিরিসের ধন-সম্পত্তি নয়, নোয়েলকে আকর্ষণ করেছে তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতা। ইচ্ছের প্রাবল্য তাঁর দৈত্যের মত। তাঁর ভেতরের নির্দয়তাও স্পর্শ করেছে তাকে। এই ব্যাপারটি আছে তার নিজেরও।

নাটক আর সিনেমায় অভিনয়ের প্রস্তাব নোয়েল পায় হরদম। গুরুত্ব দেয় না। নিজস্ব জীবন-নাটকের মুখ্য ভূমিকায় এখন অভিনয় করছে সে।

•

কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত দ্বীপটি ঠিক যেন স্বর্গের মত। ছোট্ট এক পাহাড়ের চূড়োয় অতি অভিজাত এক ভিলা, গোটা দশ-বারো অতিথি-ভবন, কৃত্রিম হ্রদ, ছোট্ট নৌবন্দর—যেখানে তাঁর বিলাস-ভ্রমণের ছোট্ট জাহাজ বা নৌকো ভেড়ে, একটা এয়ারপোর্ট। দ্বীপটি পাহারা দেয় আশিজন কর্মচারী এবং অসংখ্য সশস্ত্র প্রহরী।

দ্বীপটি নোয়েলের খুব পছন্দ। ডেমিরিস খুব তৃপ্তি বোধ করেন এ-কারণে, কিন্তু তিনি জানতেন না, নোয়েলের মন-মস্তিষ্ক একজনের ভাবনা এবং ছায়ায় আচ্ছন্ন, যার অস্তিত্বের কোনও খবর রাখেন না তিনি।

•

ল্যারি ডগলাস তখন নোয়েলের থেকে অনেক দূরে গোপন এক দ্বীপে গোপন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তবু তার সম্পর্কে প্রচুর তথ্য পায় নোয়েল। মাসে অন্তত একবার প্যারিসে দেখা করে সে ক্রিশ্চিয়ান বারবেতের সঙ্গে।

বারবেত বসে থাকে নোয়েলের অপেক্ষায়। তার অভিজ্ঞ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নাক

BanglaBook.org

গন্ধ পেয়েছে আরও টাকার। কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের সঙ্গে নোয়েলের সাম্প্রতিক সম্পর্ক উৎসাহ জোগাচ্ছে তাকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন না কোন উপায়ে সে এ-থেকে লাভবান হবেই। শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, ল্যারি ডগলাসের ব্যাপারে নোয়েলের আগ্রহের খবরটি ডেমিরিসের কানে যেন না যায়। তারপর কৌশলে জেনে নিতে হবে, এই গোপন তথ্যটি ডেমিরিসের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তখন ব্ল্যাকমেইল করার ভয় দেখিয়ে নোয়েলের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যেতে পারে। তবে তাকে চাল দিতে হবে সাবধানে।

ক্যাথরিন না জানলেও বারবেতের সুবাদে নোয়েল ইতোমধ্যে জেনে গেছে, ল্যারি আছে প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম-এর পাশে, টারাওয়া দ্বীপে। পদোন্নতি হয়েছে তার। এখন সে উইং কম্যাণ্ডার।

যুদ্ধ হয়তো শেষ হবে অচিরেই। তখন ক্যাথরিন আর নোয়েল—দু'জনের কাছেই—ফিরে আসবে ল্যারি।

ক্যাথরিন

ওয়াশিংটন ঃ ১৯৪৫—১৯৪৬

৭ মে, ১৯৪৫। ভোরবেলা রাইম্‌স-এ ফ্রান্সের কাছে জার্মানি আত্মসমর্পণ করল বিনাশর্তে। গোটা পৃথিবীর মনোযোগ তখন কেন্দ্রীভূত হলো দূর প্রাচ্যে। খুদে জাপানীরা প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য লড়াই করে চলেছে বীরবিক্রমে। মনে হচ্ছিল, যুদ্ধটি হবে দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল।

৬ আগস্টে হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলল আমেরিকা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হলো অবিশ্বাস্য। মুহূর্তে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল শহরের অধিকাংশ লোক।

তিনদিন পর, ৯ আগস্টে, পড়ল দ্বিতীয় আণবিক বোমা। এবার নাগাসাকিতে। মুষড়ে পড়ল জাপানীরা। ১৯৪৫ সালের ২ সেপ্টেম্বর মিসৌরি নামের যুদ্ধজাহাজে বসে জেনারেল ম্যাকআর্থার গ্রহণ করলেন জাপানীদের আত্মসমর্পণপত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল এখানেই।

BanglaBook.org

*

পরদিন ঘটনাটি ঘটল ভোজবাজির মত। অফিসে বেলা আড়াইটায় ফ্রেজার বললেন, ক্যাথরিনকে, 'একটু অপেক্ষা করো, আসছি এখনই।'

তিনি ঢুকলেন নিজের ক্যাবিনেটে। বেরিয়ে এলেন মিনিট পাঁচেক পর। ক্যাথরিনকে বললেন, 'এক নম্বর লাইনে তোমার একটা ফোন কল। রিসিভার তোলো।'

'হ্যালো,' রিসিভার তুলে বলল ক্যাথরিন।

'মিসেস ল্যারি ডগলাস?' এক পুরুষকণ্ঠ।

'হ্যাঁ,' ধাঁধায় পড়ে গেল সে। 'কে বলছেন আপনি?'

'একটু অপেক্ষা করুন, প্লীজ।'

এক মুহূর্ত নীরবতা। এবারে ভেসে এল অন্য পুরুষের কণ্ঠ, 'ক্যাথি?'

ধক করে উঠল ক্যাথরিনের বুক। কথা বলতে পারছিল না সে। 'কে, ল্যারি?'

'হ্যাঁ।'

'ও ল্যারি!' ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল ক্যাথরিন। তার শরীর কাঁপতে শুরু করল নিয়ন্ত্রণহীনভাবে।

'কেমন আছ, বলো।'

বহু কষ্টে কথা বলতে পারল ক্যাথরিন, 'তুমি এখন কোথায়, ল্যারি?'

'তা বলতে গেলেই লাইন কেটে দেবে, ক্যাথি। শুধু জেনে রাখো, প্যাসিফিকের কোন এক জায়গায় আছি।'

'তুমি ভাল আছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'কবে নাগাদ ফিরবে?'

'যে-কোনও মুহূর্তে।'

বাঁধ-ভাঙা জলে ভরে গেল ক্যাথরিনের চোখ। 'ল্যারি,' কোনওমতে উচ্চারণ করল সে। তার মনে পড়ল ল্যারিবিহীন চারটি বছরের প্রতিদিনের কথা, প্রতিটি মুহূর্তের কথা। 'আমি তোমাকে মিস করেছি, ল্যারি।'

লাইন কেটে গেল। ক্যাথরিন স্থিরভাবে তাকিয়ে রইল টেলিফোনের দিকে। তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করল দু'হাতে মাথা চেপে ধরে।

BanglaBook.org

মিনিট দশেক পরে ইন্টারকমে ভেসে এল ফ্রেজারের কণ্ঠ, 'আমরা এখন লাঞ্চে যাব। প্রস্তুত হয়ে নাও।'

'যে-কোনওকিছুর জন্য প্রস্তুত আমি এখন,' উৎফুল্ল স্বরে বলল ক্যাথরিন।

কী চমৎকার মানুষ ফ্রেজার! টেলিফোনে এই লাইন পেতে হয়তো কত কষ্টই না তাঁকে করতে হয়েছে! সে এই কথা ভুলবে না কখনও। ফ্রেজার তার সবচেয়ে আপনজন। অবশ্য ল্যারিকে বাদ দিলে।

আজ কি ল্যারি ফিরবে? অপেক্ষায় গভীর রাত অব্দি বসে রইল ক্যাথরিন। ল্যারি ফিরল না তখনও। তার মানে—আসবেই আগামীকাল। রাত দু'টোয় ঘুমিয়ে পড়ল ক্যাথরিন।

বাহুতে হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভেঙে গেল তার। চোখ মেলে দেখল, ল্যারি দাঁড়িয়ে তার সামনে। তার প্রাণের ল্যারি। মুহূর্তে ল্যারি জড়িয়ে ধরল ক্যাথরিনকে এবং চার বছরের প্রতীক্ষার সব ব্যথা, উদ্বেগ, একাকিত্ব ধুয়ে মুছে গেল অনাবিল অপরিসীম আনন্দের বন্যায়। ক্যাথরিন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরল ল্যারিকে। তাকে আর কোথাও যেতে দেবে না সে।

'ক্যাথরিন,' হাসছিল ল্যারি, ' "স্ত্রীর কঠোর আলিঙ্গনে যুদ্ধফেরত সৈনিকের মৃত্যু"—পত্রিকার এমন শিরোনাম কি খুব হাস্যকর হবে না?'

ঘরের সব আলো জ্বেলে দিল ক্যাথরিন। প্রাণ ভরে দেখতে চায় ল্যারিকে। সে এখন আগের চেয়েও সুপুরুষ।

ল্যারির ঠোঁট চেপে ধরল ক্যাথরিনের ঠোঁট। তার চুমুতে দাবির আভাস। ক্যাথরিন আশা করেছিল, সাড়া দেবে তার শরীর। কিন্তু অবাক হয়ে লক্ষ করল তার শরীরের নিষ্ক্রিয়তা। ল্যারিকে অসম্ভব ভালবাসে সে। কিন্তু তার মনে হলো, এত তাড়াহুড়ো করাটা উচিত হচ্ছে না। পাশাপাশি বসে গল্প করলেই, বোধ হয়, বেশি ভাল হত। চার বছরের অনভ্যস্ত জীবনে তার যৌন অনুভূতির অনেকটা অংশ হারিয়ে কিংবা তলিয়ে গেছে হয়তো। তা আবার জাগিয়ে তুলতে সময় তো একটু লাগবেই।

কিন্তু সময় দিতে রাজি নয় ল্যারি। কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল সে, 'এই মুহূর্তটির জন্য কী ভীষণ অপেক্ষায় ছিলাম, ক্যাথি!'

ক্যাথরিন মনে-প্রাণে চাইছে, তাকে একটু সময় দিক ল্যারি। ল্যারি এখন

BanglaBook.org

তার পাশে—এই সত্যটার সঙ্গে, তার নগ্নতার সঙ্গে অভ্যস্ত হতে সময়ের প্রয়োজন। কিন্তু কোনও প্রস্তুতি ছাড়া, ভূমিকা ছাড়া বন্য জন্তুর মত ক্যাথরিনের সঙ্গে মিলিত হলো সে।

ফ্রেজারের দৌলতে পরবর্তী মাসটা ক্যাথরিনকে অফিসে যেতে হলো না। সে ল্যারির সঙ্গে কাটাল প্রতিটি মুহূর্ত। রান্না করল মন দিয়ে, গল্প করল অবিরাম, চেষ্টা করল চার বছরের অপূর্ণতা ভরিয়ে ফেলতে। শুধু ভালবাসাবাসির শারীরিক পর্যায়টুকুতে পরিবর্তন এল না কোনও। যান্ত্রিকভাবে, যেন দায়িত্ব পালনের দায়ে, তাতে অংশ নেয় ক্যাথরিন। নারীবিহীন চারটি বছর কাটানোর ফলেই কি ল্যারি এমন বদলে গেছে? বুঝতে পারে না ক্যাথরিন।

ল্যারি একদিন ঠাণ্ডা মাথায় পদত্যাগ করল বিমানবাহিনী থেকে। 'এই চাকরি মূর্খদের জন্য। আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন কারুর উচিত নয় এমন চাকরি করা।'

এদিকে শান্তি নেই ক্যাথরিনের মনে। তাদের সম্পর্কের ছিঁড়ে যাওয়া সুতো জোড়া লাগানো যায় কীভাবে, সেই চিন্তায় মগ্ন সে। কারও সঙ্গে খোলামেলা আলাপ করা প্রয়োজন। বিল ফ্রেজার ছাড়া আর কাকে বলবে সে?

সব শুনে ফ্রেজার বললেন সহানুভূতির সুরে, 'পৃথিবীর লাখ লাখ মহিলা ঠিক তোমার মত জীবন-যাপন করছে, ক্যাথি। এটা তোমার জন্য খুব স্বাভাবিক। কারণ তোমার বিয়ে হয়েছে একজন আগন্তুকের সাথে।'

ক্যাথরিন কাজে ফিরে গেলে অফিসের সবাই খুশি হলো খুব। জমে-থাকা কাগজগুলো খুব দ্রুত ও নিখুঁতভাবে করে ফেলল সে। অফিস থেকে বাসায় ফিরে প্রতিদিন সে দেখে, ল্যারি বসে আছে বাসায়। প্রথম প্রথম প্রতিদিন ক্যাথরিন জিজ্ঞেস করেছে, ল্যারি কী করেছে সারাদিন, কোথাও গিয়েছিল কি না ইত্যাদি। বরাবরই অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট উত্তর দিয়েছে ল্যারি। ক্যাথরিন এখন সেসব প্রশ্ন করে না আর। ল্যারি একটা দেয়াল তৈরি করেছে নিজের সামনে। ইদানীং ক্যাথরিনের অধিকাংশ কথায় বিরক্তি বোধ করে, রেগে যায়। প্রায় অনবরত ঝগড়া হয় তাদের মধ্যে।

ক্যাথরিন অনুভব করল, ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সবকিছু এবং এর

BanglaBook.org

খানিকটা তার নিজস্ব ব্যর্থতার কারণে। এভাবে আর চলতে দেয়া যায় না। একটা কিছু করতে হবে অচিরেই। নইলে ধ্বংস হয়ে যাবে তার জীবন, তাদের জীবন।

উইলিয়াম ফ্রেজারের সাথে লাঞ্চ করছিল ক্যাথরিন।

ফ্রেজার জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছে ল্যারি?'

ফ্রেজারের এই প্রাত্যহিক প্রশ্নের যান্ত্রিক উত্তর আজ দিল না ক্যাথরিন। বলল, 'ওর একটা চাকরি দরকার।'

'পাইলটের চাকরি সে পছন্দ করবে?'

'বিমানবাহিনীতে আর ফিরে যেতে চায় না সে।'

'আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। প্যান অ্যাম-এ আমার এক বন্ধু আছে। ল্যারির মত অভিজ্ঞ পাইলট পেলে তারা নিশ্চয়ই খুশি হবে।'

ক্যাথরিন ভাবার চেষ্টা করল ল্যারির হয়ে। পৃথিবীতে সবকিছুর চেয়ে সে ভালবাসে প্লেন চালাতে। প্রস্তাবটা তার মনঃপূত হবে নিশ্চয়ই। 'বিল, চাকরিটা পেতে তুমি ওকে সাহায্য করতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি। তবে তুমি প্রথমে ল্যারিকে জিজ্ঞেস করে ওর প্রতিক্রিয়া জেনে নাও।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।'

'ধন্যবাদ কেন?'

'ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে আমার পাশে থাকো বলে।'

সবকিছু শুনে আনন্দে লাফিয়ে উঠল ল্যারি। 'যুদ্ধ থেকে ফেরার পর এরচেয়ে চমৎকার প্রস্তাব আমি পাইনি।'

দু'দিন পর প্যান অ্যাম-এর সদর দপ্তরে কার্ল ইস্টম্যানের সঙ্গে ল্যারির দেখা করার কথা। ল্যারির স্যুট ইস্ত্রি করে দিল ক্যাথরিন, বেছে দিল শার্ট আর টাই, জুতো পালিশ করল।

অফিসের চেহারা আর আয়তন দেখে ল্যারি বুঝে গেল, কার্ল ইস্টম্যান প্যান অ্যাম-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত।

BanglaBook.org

'বসুন,' ল্যারিকে ঢুকতে দেখে বললেন তিনি। 'কফি চলবে?'

'ধন্যবাদ, না।'

'আপনি আমাদের এখানে কাজ করতে আগ্রহী?'

'অবশ্যই—যদি কোনও পদ ফাঁকা থেকে থাকে।'

'আছে—একটা মাত্র। তবে হাজারখানেক দরখাস্ত পড়েছে ইতোমধ্যে। এর মধ্যে অনেকেই উঁচুদরের পাইলট।'

হতাশার ছায়া পড়ল ল্যারির মনে। 'তবে আমাকে ডেকেছেন কেন?'

'দুটো কারণে। এক—আপনার জন্য তদবির করা হচ্ছে ওপর থেকে—'

ল্যারি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 'কোনও তদবিরের প্রয়োজন আমার নেই।'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ইস্টম্যান বললেন, 'দ্বিতীয় কারণ—আপনার ফ্লাইং রেকর্ড অসাধারণ।'

'ধন্যবাদ।'

'কিন্তু এর পরেও আপনাকে একটা প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশ নিতে হবে। অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয় পাস করে স্কুলে ভর্তি হবার মত ব্যাপার।'

খানিকটা ইতস্তত বোধ করলেও তা প্রকাশ করল না ল্যারি।

'আপনাকে প্রশিক্ষণ নিতে হবে নিউ ইয়র্কে। প্রশিক্ষণ চলবে দু'মাস। সে-সময় মাসে আপনি পাবেন সাড়ে তিনশো ডলার।'

তার মানে, চাকরিটা হয়ে গেল তার! অথচ হাজারখানেক পাইলটের কথা বলে কী ভয়টাই না তাকে পাইয়ে দিয়েছিল জানোয়ারটা! চাকরি তার হবে না মানে! গোটা বিমানবাহিনীতে তাঁর মত নিখুঁত ফ্লাইং রেকর্ড দ্বিতীয় কারুর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ল্যারি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে সংবাদটা জানাল ক্যাথরিনকে। ল্যারির এমন উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ক্যাথরিন শোনেনি বহুদিন। এখন সে বুঝতে পারছে, সব ঠিক হয়ে আসবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

নোয়েল

এথেন্স : ১৯৪৬

কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত বিমান গোটাকয়েক। তার মধ্যে একটির নাম 'হকার'। বিলাসবহুল আরামে ভ্রমণ করতে পারে ষোলোজন যাত্রী। বিমান তো নয়, যেন উড়ন্ত প্রাসাদ। ভেতরে অসাধারণ সাজসজ্জা, সাধারণ আসনের বদলে ইজিচেয়ার, এক অংশে আকর্ষণীয় বেডরুম, ককপিটের ঠিক পেছনে অত্যাধুনিক রান্নাঘর।

ডেমিরিসের পাইলট দু'জন। পল মেটাক্সাস নামে এক গ্রীক এবং ইংল্যান্ডের রয়্যাল এয়ারফোর্সের প্রাক্তন পাইলট ইয়ান হোয়াইটস্টোন। অতি দক্ষ এই দু'জন পাইলট একসঙ্গে কাজ করছেন তিন বছর। পরস্পরের প্রতি তাঁদের ভীষণ শ্রদ্ধাবোধ।

'হকার'-এ প্রায়ই ভ্রমণ করে নোয়েল—কখনও ডেমিরিসের সঙ্গে ব্যবসায়িক কাজে, কখনও আনন্দভ্রমণে। পাইলট দু'জনের দিকে সে মনোযোগ দেয় না বিশেষ। কিন্তু তাদেরকে তার জানতে হবে ঘনিষ্ঠভাবে। সে অপেক্ষায় আছে।

একদিন নোয়েলের কানে এল ইয়ান হোয়াইটস্টোন রয়্যাল এয়ারফোর্সে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করছে পল মেটাক্সাসকে।

এর পর থেকে প্রতিবার বিমান-ভ্রমণের সময় ককপিটে গিয়ে ইয়ানের সঙ্গে গল্প করে নোয়েল, কখনও তাকে ডেকে নিয়ে আসে কেবিনে। যুদ্ধের কাহিনী শুনতে নোয়েল খুব উৎসাহ দেখায়। একদিন কথায় কথায় ইয়ান জানাল, ল্যারি ডগলাসের স্কোয়াড্রনে লিয়াজোঁ অফিসার হিসেবে কাজ করেছে সে। নোয়েলের উৎসাহ বেড়ে গেল কয়েকগুণ। কাজ হলো এতে। ইয়ান সোৎসাহে বর্ণনা করতে লাগল তার অতীত জীবন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা। ইলেকট্রনিকসে প্রবল উৎসাহ তার শৈশব থেকেই। তার ভাবী-শ্যালক অস্ট্রেলিয়ায় ইলেকট্রনিকসের ফার্ম খুলতে যাচ্ছে। তার সঙ্গে অংশ নেয়ার খুব ইচ্ছে ইয়ানের। কিন্তু মূলধনে কুলোয় না।

BanglaBook.org

*

বারবেতের সঙ্গে নোয়েলের প্রতি মাসে অন্তত একবার দেখা হয়। একদিন ক্ষদে গোয়েন্দাটি বলল, 'আপনি অতদূর থেকে রিপোর্টগুলো কেন নিতে আসেন? আমি তো ওসব এথেন্সে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারি।'

উত্তরে নোয়েল বলল, 'হাতে-হাতে খবর পেতে আমি পছন্দ করি।'

হাসল ক্রিশ্চিয়ান বারবেত। তার মানে, ল্যারি ডগলাস বিষয়ে নোয়েলের উৎসাহের কথা কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস জানুক, তা তার ক্লায়েন্ট চায় না। অর্থাৎ নোয়েলকে ব্ল্যাকমেইল করার সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে ক্রমাগত।

'আপনার বিচক্ষণ কাজে আমি খুশি, মঁসিয়ে বারবেত,' নোয়েল বলল। 'আশা করব, সব সময় সতর্কভাবে ভেবে-চিন্তে কাজ করবেন।'

'কী যে বলেন! আমাদের ব্যবসা চলে তো সতর্কতার ওপরে ভরসা করেই।'

'ঠিক তাই। আমি জানি, আপনি খুব সতর্ক। কারণ কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস আপনার নাম একদিনও উচ্চারণ করেননি আমার সামনে। যেদিন এটা ঘটবে, আমি তাঁকে বলব, আপনাকে ধ্বংস করে ফেলতে।'

নোয়েল কথাগুলো বলল মধুর স্বরে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হলো বোমা পড়ার। থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো ক্রিশ্চিয়ান বারবেত।

এথেন্স ফেরার পথে বারবেতের দেয়া রিপোর্টগুলো পড়তে শুরু করল নোয়েল। প্যান অ্যাম-এ ল্যারির চাকরি বিষয়ে কথাবার্তা চলছে। খুব দক্ষ পাইলট সে, কিন্তু প্যান অ্যাম-এর মত বিশাল এয়ারলাইনে বিমান চালানোর মত যথাযোগ্য নিয়মানুবর্তী কি না, সেটা যাচাই করা হচ্ছে এখন। তার ব্যক্তিগত জীবন চলছে আগের মতই। স্ত্রীর অজ্ঞাতে যৌনসম্পর্ক গড়ে তুলেছে প্রচুর মেয়ের সঙ্গে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে আরাম করে বসল নোয়েল। ল্যারির এই চাকরি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়ত বিলম্বিত করবে। কিন্তু আজ হোক, কাল হোক, ল্যারিকে তার হাতের মুঠোয় সে নিয়ে আসবেই।

ইয়ান হোয়াইটস্টোনের সঙ্গে কথার ছলে নোয়েল জানতে চাইল তার কাছে, ডেমিরিসের কাজে সে আন্তরিক কি না।

'আমি আমার চাকরি ভালবাসি,' ইয়ান জানাল তাকে। 'বুড়ো হওয়া পর্যন্ত এখানে কাজ করে যেতে চাই।'

BanglaBook.org

'তুমি আমাকে হতাশ করলে,' নোয়েল বলল। 'তোমার মত প্রতিভাবান মানুষের এত ছোট স্বপ্ন মানায় না।'

ইয়ান চুপ করে রইল।

'তুমিই না একদিন আমাকে বলেছিলে তোমার স্বপ্নের কথা,' নোয়েল বলল আবার। 'তোমার না একটা ইলেকট্রনিকসের ফার্ম থাকবে নিজের?'

'এটা একটা অবাস্তব স্বপ্ন, মিস পাজ। অত টাকা আমি কোথায় পাব?'

'তোমার মত সক্ষম লোক টাকার অভাবে চুপচাপ বসে থাকবে, তা মানায় না, ইয়ান।'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল সে। তার কী বলা উচিত কিংবা নোয়েল কী উত্তর আশা করছে তার কাছে, সে জানে না। চাকরিটা তার অপছন্দ নয়। বেতনও যথেষ্ট। কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করলে, সে অন্যের হাতের পুতুলমাত্র। কেবল একটা সঙ্কেত বা ফোন পেলেই রাত-দিন বিচার না করে ছুটতে হয় এক কোটিপতির খায়েশ পূরণ করতে। ব্যক্তিগত জীবন বলতে কিছু নেই তার।

'আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেছি তোমার ব্যাপারে,' বলল নোয়েল। 'খুব সম্প্রতি একটা ইলেকট্রনিকস ফার্ম খুলবে সে।' ইয়ান চোখ তুলে তাকাল নোয়েলের দিকে। 'তোমার ব্যাপারে সে খুব উৎসাহী।'

কথাটা হজম করতে সময় লাগল ইয়ান হোয়াইটস্টোনের। 'আমি কী বলব, বুঝতে পারছি না, মিস পাজ।'

'না, তোমাকে এখন কিছু বলতে হবে না। তুমি ঠাণ্ডা মাথায় ভাল করে ভেবে দেখো।'

'মিস্টার ডেমিরিস কি জানেন এ-ব্যাপারে?'

'জানলে তোমাকে হয়তো ছাড়তে চাইবেন না। বিশ্বস্ত কর্মচারী হাতছাড়া করতে তিনি রাজি নন। তবে তোমার মত লোকের অনেক কিছু নেয়ার আছে জীবন থেকে। অবশ্য তুমি যদি তোমার জীবন এভাবেই কাটাতে চাও, সেটা অন্য কথা।'

'আমি তা চাই না,' বলেই নোয়েলের মুখের দিকে তাকাল ইয়ান। কোন ফাঁদে পা দিচ্ছে না তো? নোয়েলের অভিব্যক্তি পড়ার চেষ্টা করল সে। সেখানে সহানুভূতির ছায়া।

'কাল আবার কথা হবে,' নোয়েল বলল। 'তবে একটা কথা, ব্যাপারটি

BanglaBook.org

আপাতত শুধু আমাদের দু'জনের মধ্যে। অন্য কেউ যেন না জানে।'

'অবশ্যই। এটা সফল হলে দারুণ হবে।' খুব উত্তেজিত কণ্ঠ ইয়ানের।

আর নোয়েলের মনে ইতোমধ্যে ধারণা জন্মে গেছে—সফল হতে চলেছে তার পরিকল্পনা।

ক্যাথরিন

ওয়াশিংটন : ১৯৪৬

সোমবার সকাল ন'টা। প্যান আমেরিকা-র অফিসে চীফ পাইলট হ্যাল সাকোভিট্জের সঙ্গে দেখা করল ল্যারি। কুড়ি বছর পাইলটের চাকরি করে গত পাঁচ বছর ধরে প্যান অ্যাম-এর চীফ পাইলটের দায়িত্বে আছেন তিনি।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর সাকোভিট্জ জানালেন ল্যারিকে, 'এখানে আমরা সবাই ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। তাই প্রমোশনের ব্যাপারে সিনিয়রিটি মেনে চলা হয় কড়াকড়িভাবে।'

'আমি বুঝতে পেরেছি।'

কফি এল, সঙ্গে প্যাস্ট্রি। পরবর্তী এক ঘণ্টা অনেক ধরনের কথা হলো দু'জনের মধ্যে। সাকোভিট্জ দিলখোলা মানুষ—অন্তত ল্যারির তা-ই মনে হলো। কিন্তু ল্যারির কথাবার্তা থেকে তার মনস্তত্ত্বটুকু তিনি ছেঁকে তুলে নিয়েছেন ইতোমধ্যে।

ল্যারি চলে যাবার কয়েক মিনিট পর কার্ল ইস্টম্যান ঢুকলেন সাকোভিট্জের অফিসে।

'কী বুঝলেন?' জিজ্ঞেস করলেন ইস্টম্যান।

'পাইলট সে উঁচু দরের, সন্দেহ নেই। এত চমৎকার ফ্লাইং রেকর্ড অন্য কারুর নেই। কিন্তু—' ইতস্তত করছিলেন তিনি।

'বলুন,' আশ্বাস দিয়ে বললেন ইস্টম্যান।

'ল্যারির ব্যাপারে কিছু খটকা আছে আমার। তাকে যদি আমাদের প্লেনের ক্যাপ্টেন বানিয়ে দেয়া হয়, নিঃসন্দেহে দারুণ কাজ করবে সে। তবে ইঞ্জিনিয়ার, ফার্স্ট অফিসার বা পাইলটের হুকুম পালনের মানসিকতা তার আছে বলে মনে

BanglaBook.org

হয় না। কারণ তার ধারণা, অন্যদের চেয়ে সে দক্ষ। এবং সেটা সত্যি।'

'প্রশিক্ষণের সময় হয়তো শুধরে নেবে নিজেকে।'

'দেখা যাক। তবে প্রশিক্ষণে তার রেজাল্ট সবচেয়ে ভাল হবে, আমি চোখ বুজে বলতে পারি।'

সত্য প্রমাণিত হয়েছিল সাকোভিট্জের ভবিষ্যদ্বাণী।

প্রশিক্ষণ কোর্সের শেষদিন ক্যাথরিন এল নিউ ইয়র্কে। সেদিন রাতে ল্যারি তার কয়েকজন বন্ধুসহ ক্যাথরিনকে নিয়ে ডিনারে গেল টুয়েন্টি-ওয়ান ক্লাবে। ঢোকা গেল না। রিজার্ভেশান ছাড়া এখানে ঢোকা সম্ভব নয়—জানিয়ে দিল গেটম্যান।

'জাহান্নামে যাক শালারা!' ল্যারি বলল। 'তারচে' চলো, অন্য কোথাও যাই।'

'দাঁড়াও এক মিনিট,' বলে ক্যাথরিন গেটম্যানকে গিয়ে অনুরোধ করল জেরি বার্ন্স-কে ডেকে দিতে।

এক মিনিট পর হালকা পাতলা চেহারার এক লোক বেরিয়ে এসে বলল, 'আমি জেরি বার্ন্স। বলুন, কী করতে পারি।'

'আমরা ছ'জন, যদি—'

এদিক-ওদিক মাথা নাড়তে শুরু করল বার্ন্স। 'রিজার্ভেশান না থাকলে কোন সাহায্য করতে আমি অক্ষম।'

'আমি উইলিয়াম ফ্রেজারের পার্টনার,' ক্যাথরিন জানাল তাকে।

'তা আগে বলবেন তো! কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, প্লীজ।'

ল্যারি আর বন্ধুদের কাছে ফিরে এসে ক্যাথরিন বলল, 'খবর আছে! আমরা সীট পেয়ে গেছি।'

'কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'বিল ফ্রেজারের নাম বলতেই কাজ হয়ে গেল। সে খুব ঘন ঘন আসে এখানে। প্রয়োজনে তার নাম বলার পরামর্শ দিয়েছিল সে-ই।'

মুহূর্তে বদলে গেল ল্যারির দৃষ্টি। বলল সে, 'চলো সবাই এখান থেকে। এটা আমলাদের জায়গা।' ক্যাথরিনের দিকে ঘুরে বলল সে, 'কি, যাবে? না দাঁড়িয়ে থাকবে?'

রক্তিম হয়ে গেল ক্যাথরিনের চোখ-মুখ। সবাই তাকিয়ে আছে তার

BanglaBook.org

দিকে। সে হাঁটতে শুরু করল ল্যারির পিছু পিছু।

এক ইতালীয় রেস্টুরেন্টে বাজে ডিনার করে ঘরে ফিরল তারা। মনে মনে ফুঁসছিল ক্যাথরিন। কেমন বাচ্চা ছেলের মত করল ল্যারি! এবং সবার সামনে! কী অপমান!

কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়ল সে। দশ মিনিট পর ঘরে ঢুকল ল্যারি।

'তুমি কি আমাকে সব জায়গায় নিচু করতে চাও?' ক্ষুব্ধ স্বরে জিজ্ঞেস করল সে।

'ল্যারি, আজ সন্ধেয় তোমার ব্যবহার ছিল ক্ষমার অযোগ্য। কী হয়েছিল তোমার?'

'কিছুই হয়নি! শুধু তোমার মাথার পোকাটা আমাকেও জ্বালাতন করেছে।

'কী বলতে চাও তুমি?'

'আমি মিস্টার পার্ফেকশান ওরফে উইলিয়াম ফ্রেজারের কথা বলছি।'

'বিল সব সময় আমাদেরকে সাহায্যই করেছে। খারাপ কিছু করেনি কখনোই।'

'জানি। তোমার চাকরির জন্য তুমি কৃতজ্ঞ তার কাছে, আমার চাকরির জন্য—আমি। ভাল কথা। তাই বলে ফ্রেজারের অনুমতি ছাড়া তুমি-আমি কোনও রেস্টুরেন্টে বসতেও পারব না? তার বন্দনা শুনতে শুনতে মাথাব্যথা শুরু হয়ে গেছে আমার।'

ল্যারির কথায় হতাশা আর অক্ষমতার সুর পেল ক্যাথরিন। সেটাই তো স্বাভাবিক। চার বছর পর যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে ল্যারি দেখল, স্ত্রী ক্যাথরিন তার প্রাক্তন প্রেমিকের ব্যবসার পার্টনার। এমনকি ল্যারির বর্তমান চাকরির পেছনেও ফ্রেজারের অবদান আছে। ক্যাথরিন বুঝল, আজ থেকে তাদের বিবাহিত জীবন মোড় নিচ্ছে নতুন দিকে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ল্যারি বলল, 'আমি দুঃখিত, ক্যাথি। আজ সন্ধেয় আমার ব্যবহার ছিল জঘন্য, স্বীকার করছি। কিন্তু ফ্রেজার নামের জাদুমন্ত্র ছাড়া রেস্টুরেন্টে টেবিল পাওয়া যাবে না, এটা আমি সহ্য করতে পারিনি।'

'আমিও দুঃখিত, ল্যারি। আর কখনও হবে না এমন।'

পরস্পরকে আলিঙ্গন করল তারা। ফিসফিস করে বলল ল্যারি, 'তুমি আমাকে কখনও ছেড়ে যেয়ো না, প্লীজ।'

বিচ্ছেদের কতটা কাছাকাছি তারা এসে পড়েছিল, ভাবতেই ক্যাথরিন

BanglaBook.org

আরও শক্ত করে জড়িয়ে ধরল ল্যারিকে। 'না, ল্যারি, তোমাকে ছেড়ে কখনও যাব না কোথাও।'

ল্যারির চাকরির এক সপ্তাহ পূর্ণ হলো। হ্যাল সাকোভিট্জ অফিসে বসে সবার সাপ্তাহিক রিপোর্ট পরীক্ষা করছেন। ল্যারি ডগলাসের রিপোর্ট পড়ে ভুরু কুঁচকে গেল তাঁর। ডেকে পাঠালেন ল্যারিকে।

ল্যারি এসে ঢুকল তাঁর অফিসে। পরনে তার প্যান অ্যাম-এর পোশাক। কাঁধে ফ্লাইট-ব্যাগ। হেসে সম্ভাষণ জানাল সে সাকোভিট্জকে, 'গুড মর্নিং, চীফ।'

'বসো।'

চেয়ার টেনে বসে সিগারেট ধরাল ল্যারি।

'আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে, গত সোমবার প্যারিস থেকে ফেরার সময় তুমি দেরিতে রেকর্ড-ইন করেছ।'

ল্যারির অভিব্যক্তি বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 'ছোট এক কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম। তবে প্লেন ছাড়তে দেরি তো হয়নি সেদিন।'

'ল্যারি, আমরা এখানে এয়ারলাইন চালাচ্ছি। আমাদেরকে সব কাজ করতে হয় ঘড়ি ধরে।'

'ঠিক আছে। এর পর থেকে আর দেরি হবে না। আর কিছু?' অসহিষ্ণু স্বর ল্যারির।

'হ্যাঁ। ক্যাপ্টেন সুইফটের ধারণা, টেক-অফ করার আগে তুমি ড্রিঙ্ক করো।'

'মহামিথ্যুক তিনি।'

'তিনি মিথ্যে বলতে যাবেন কেন?'

'কারণ তাঁর ধারণা, আমি তাঁকে হটিয়ে তাঁর স্থান দখল করব অচিরেই। বুড়ো শুয়োরটার অবসর নেয়া উচিত ছিল বছর দশেক আগেই।'

'তুমি তো চারজন ভিন্ন ভিন্ন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে ফ্লাই করেছ। এর মধ্যে কাকে তোমার পছন্দ?'

'কাউকেই নয়,' বলেই ল্যারি অনুভব করল ফাঁদে পড়ে গেছে সে। সংশোধনের চেষ্টা করল তড়িঘড়ি করে, 'আমি বলতে চাইছি, তাঁরা তাঁদের

BanglaBook.org

কাজে খুব বিশ্বস্ত। কোনও অভিযোগ নেই আমার তাঁদের বিরুদ্ধে।'

'ল্যারি; তাঁরাও তোমাকে পছন্দ করেন না, তুমি সেটা জানো? কারণ তুমি নার্ভাস করে দাও তাঁদের।'

'তার মানে?'

'কোনও বিপদের সময় তুমি পাইলটকে নিজের পরামর্শ চাপিয়ে দিতে চাও। সেটা কারুর পছন্দ নয়।'

চিৎকার করে উঠল ল্যারি, 'চার-বছর আমি জার্মানি আর দক্ষিণ প্যাসিফিকে কাটিয়েছি স্থায়ী বিপদ মাথায় নিয়ে। আমার জীবন যখন ছিল সার্বক্ষণিক ঝুঁকির ওপরে, তখন এইসব ধেড়ে ভল্লুক পায়ের ওপর পা তুলে ঘরে বসে মোটা অঙ্কের বেতন তুলেছে। আর তারা এখন আস্থা পায় না আমার ওপরে!'

'বোমারু বিমানে তোমার যোগ্যতা সন্দেহাতীত। কিন্তু আমরা চালাই যাত্রীবাহী প্লেন।'

'ঠিক আছে, আমি সব বুঝেছি। আমাকে যেতে হবে এখন। একটা ফ্লাইট আছে আমার কয়েক মিনিট পর।'

'তোমাকে চাকরি থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে।'

ল্যারি অবিশ্বাসের চোখে তাকাল সাকোভিট্জের দিকে।

'আসলে মূল দোষটা আমারই,' সাকোভিট্জ বললেন। 'প্রশিক্ষণের শেষে তোমাকে প্রথম স্থান দেয়াটা উচিত হয়নি।'

ল্যারি দাঁড়িয়ে পড়ল। 'তাহলে দিতে গিয়েছিলেন কেন?'

'কারণ তোমার স্ত্রীর এক বন্ধু আছেন উইলিয়াম ফ্রেজার নামে...

ল্যারি এগিয়ে গেল সাকোভিট্জের দিকে। আচমকা এক ঘুসি গিয়ে পড়ল তাঁর মুখে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেলেন সাকোভিট্জ। সেটা সামলে নিয়েই ল্যারিকে পরপর আঘাত করলেন দু'বার। 'বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও এখান থেকে!'

বাঘের মত স্থির দৃষ্টিতে ল্যারি তাকাল তাঁর দিকে। 'শালা শুয়োরের বাচ্চা। এর পর তোমরা আমার পায়ে পড়ে ভিক্ষে চাইলেও তোমাদের এয়ারলাইনের ধারে-কাছেও ভিড়ব না।' ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল সে।

দশ মিনিট পর কার্ল ইস্টম্যানের সঙ্গে দেখা করলেন সাকোভিট্জ। খুলে

BanglaBook.org

বললেন সব ঘটনা।

'মিস্টার সাকোভিট্জ, ফ্লাই করার আগে সে কখনও মাতাল ছিল না—আমি নিশ্চিত খবর পেয়েছি। সে গ্রাউন্ডে এসে মদ টেনেছে—এটাও কেউ প্রমাণ করতে পারবে না। আর দেরি করার ব্যাপারটা কি সবারই দু'-একবার হতে পারে না?'

'এই দুই কারণে কিন্তু তাকে ছাঁটাই করিনি আমি,' জানালেন সাকোভিট্জ।

'তাহলে?'

'ঈগল স্কোয়াড্রনে ল্যারির সঙ্গে কাজ করেছে, এমন একজন ল্যারি সম্পর্কে যেসব তথ্য দিয়েছে, তা থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছি, কোনও মেয়েকে কাছে পাবার জন্য যে-কোনও ন্যাক্কারজনক কাজ সে করতে পারে। ইংল্যান্ডে থাকার সময় এক ইংরেজ মেয়ের কারণে তার সহকর্মীর সঙ্গে খুব জঘন্য একটি ঘটনা সে ঘটিয়েছিল। বুঝলেন, মিস্টার ইস্টম্যান, আমার খুব দুঃখ হয় ল্যারির স্ত্রীর জন্য।'

ক্যাথরিনের অফিসে এসে বিষণ্ন মুখে জানাল ল্যারি, 'চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছি।'

'কেন, কী হয়েছিল?'

'সাকোভিট্জ আজ তাঁর অফিসে ডেকে আমাকে শোনাল, প্রশিক্ষণ কোর্সে আমাকে প্রথম স্থান দেয়া হয়েছে বিল ফ্রেজার তোমার বন্ধু বলেও আমি সহ্য করতে পারিনি। ঘুসি মেরেছি তাঁকে।'

'চিন্তা কোরো না, ল্যারি। অন্য কোনও এয়ারলাইনে চাকরি হয়ে যাবে তোমার খুব সহজে।'

ভবিষ্যৎবক্তা হিসেবে ক্যাথরিন খুব দুর্বল, তা প্রমাণ হয়ে গেল কয়েকদিনের মধ্যেই।

BanglaBook.org

বেশ কিছুদিন পর নোয়েল কিছু তথ্য পেল ক্রিশ্চিয়ান বারবেতের কাছ থেকে। প্যান অ্যাম-এর চাকরি হারাবার পর ফ্লাইং হুইল ট্র্যান্সপোর্ট কম্পানি নামে ছোট এয়ারলাইনে চাকরি হয় ল্যারির এবং কিছুদিন পর সে-চাকরিও হারায় সে অজ্ঞাত কারণে। পরে গ্লোবাল এয়ারওয়েজের কো-পাইলট হিসেবে চাকরি

জুটিয়ে নেয়। কিন্তু এই কম্পানিও দেউলিয়া হয়ে পড়ে অতি দ্রুত।

নোয়েলের প্রতিশোধ-পর্বের এই অংশে কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের ভূমিকা থাকবে, তবে তিনি তা জানতে পারবেন না। পরিকল্পনামাফিক চলছে সবকিছু।

শুরু করতে প্রস্তুত নোয়েল।

ব্যাপারটি শুরু হলো একটি ফোন-কলের মাধ্যমে।

ক্যাথরিন আর ল্যারি ডিনার করছিল তাদের অ্যাপার্টমেন্টে। খুব অস্বস্তিকর পরিবেশ। থমথমে, গম্ভীর মুখ ল্যারির। চাকরি বিষয়ক জটিলতায় জর্জরিত সে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল। রিসিভার তুলল ক্যাথরিন। 'হ্যালো?'

'ল্যারি ডগলাস আছেন বাসায়?' ইংরেজ পুরুষকণ্ঠ। 'আমি ইয়ান হোয়াইটস্টোন বলছি।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলল ক্যাথরিন। তার ইশারায় উঠে এল ল্যারি। রিসিভার তার হাতে দিয়ে ক্যাথরিন বলল, 'ইয়ান হোয়াইটস্টোন।'

'কে?' প্রথমে চিনতে পারল না ল্যারি। পর মুহূর্তেই খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার মুখ।

রিসিভার মুখের কাছে নিয়ে বলল সে, 'ইয়ান! ঠিক সাত বছর হয়ে গেছে। ...কোথায় ছিলে এতদিন?'

কথা বলতে বলতে ল্যারি হাসছিল মুচকি মুচকি। কথা শেষ করার আগে সে বলল, 'শুনতে তো ভালই লাগছে...হ্যাঁ, অবশ্যই। কোথায়? ...ঠিক আছে। আধঘণ্টা পরে আসছি।'

রাত তিনটার দিকে ফিরল ল্যারি। উত্তেজিত চেহারা। জানাল, গ্রীসের ধনকুবের কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের পাইলট হিসেবে চাকরি হবার একটা সম্ভাবনা আছে। ইয়ান হোয়াইটস্টোন এতদিন তাঁর পাইলট ছিল। কিন্তু সে হুট করে ছেড়ে দিয়ে এসেছে চাকরি এবং ডেমিরিস এখনও কাউকে চাকরিতে নেয়ার সময় পাননি। তিনি চান অতি দক্ষ পাইলট। ইয়ান বলেছে, ল্যারির খুব ভাল সম্ভাবনা আছে। সে-ই নাকি সবচেয়ে উপযুক্ত।

'চাকরি হলে তো তুমি গ্রীসে থাকবে, তাই না?' ক্যাথরিন বলল।

BanglaBook.org

'শুধু আমি কেন? আমরা দু'জনেই থাকব গ্রীসে।'

'ল্যারি,' বলতে ইতস্তত করছিল ক্যাথরিন, 'গ্রীস অনেক দূরে। তাছাড়া ডেমিরিসকে তুমি ভালভাবে জানো না। তারচে' এখানে কোথাও চাকরি খুঁজে নিলেই কি ভাল হত না?'

'না,' ল্যারির গলার স্বর একরোখা। 'এখানে ভাল পাইলটের কোনও দাম নেই। সবাই তাদের সিনিয়রিটি আর ইউনিয়ন নিয়ে ব্যস্ত। আর গ্রীসে আমি থাকব স্বাধীন।' একটু থামল ল্যারি। 'কি, তুমি যাবে না আমার সঙ্গে?'

ল্যারির মুখের দিকে তাকাল ক্যাথরিন। বিয়েটা টিকিয়ে রাখতে হলে তাকে ল্যারির সঙ্গে যেতেই হবে। নষ্ট করে ফেলতে হবে এখানকার তিলে তিলে গড়ে-তোলা ব্যবসা। তা হোক। চাকরি পেলে ল্যারি আবার বদলে যাবে. ফিরে পাবে সে পুরানো ল্যারিকে।

'অবশ্যই যাব,' মৃদুস্বরে বলল ক্যাথরিন। 'আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব।'

পরদিন সকালে কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করতে ল্যারি রওনা দিল এথেন্সে। ছ'দিন পর ফোন করল ক্যাথরিনকে।

'হ্যালো?' ফোন তুলে বলল ক্যাথরিন।

'আমি কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত পাইলট বলছি। সবকিছু গুছিয়ে নিয়ে চলে এস এখানে।'

দশদিন পর ক্যাথরিন রওনা দিল গ্রীসের উদ্দেশে।

BanglaBook.org

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

হেলেনিকন এয়ারপোর্টে ল্যারি অপেক্ষা করছিল ক্যাথরিনের জন্য। ক্যাথরিন বেরিয়ে আসতেই আনন্দে উদ্ভাসিত অভিব্যক্তি নিয়ে সে দৌড়ে এল তার কাছে।

'আমি তোমাকে মিস করেছি, ক্যাথি,' ল্যারি বলল।

'আমিও, ল্যারি।'

'ফ্রেজারের প্রতিক্রিয়া কী এই খবরে?'

'খুব খুশি সে-ও।'

মিথ্যে বলল ক্যাথরিন। উইলিয়াম ফ্রেজার হতাশ হয়েছিলেন সংবাদ শুনে। ক্যাথরিন ওয়াশিংটন ছেড়ে অন্য কোথাও যাক, তা তিনি চাননি।

'দারুণ লোক কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস। ঠিক রাজার মত।'

'তুমি তাকে পছন্দ করেছ জেনে আমি খুশি, ল্যারি।'

'আমাকেও পছন্দ করেছেন তিনি।'

'কেমন ব্যবহার করলেন তোমার সঙ্গে?'

'দারুণ।'

আসলে ডেমিরিসের দেখা পেতে ঠিক তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছিল ল্যারিকে। এসব ক্ষেত্রে ল্যারি সচরাচর মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। কিন্তু তার ক্রোধকে দমিয়ে রেখেছিল উৎকণ্ঠা। সে জানত, এই সাক্ষাতের ওপরে নির্ভর করছে অনেককিছু।

তিন ঘণ্টা পর একজন পরিচালক এসে খবর দিয়েছিল, ডেমিরিস ল্যারির সঙ্গে দেখা করতে প্রস্তুত।

ক্যাবিনেটে বসে দেয়ালে টাঙানো একটা মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন ডেমিরিস। ল্যারিকে দেখেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। 'কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস।'

পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু ছবি দেখেছে ল্যারি। কিন্তু সামনাসামনি তাঁর ব্যক্তিত্ব এতটা প্রবল হবে, ভাবতেও পারেনি।

'আমি ল্যারি ডগলাস।'

ল্যারির চোখ দেয়ালের মানচিত্রের দিকে, লক্ষ করলেন ডেমিরিস। 'আমার রাজত্ব,' বললেন তিনি। 'বসুন।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি আর হোয়াইটস্টোন রয়্যাল এয়ারফোর্সে কাজ করার সময় ফ্লাই করতেন একসঙ্গে, ঠিক বলছি আমি?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সম্পর্কে হোয়াইটস্টোনের খুব উঁচু ধারণা।'

'আমিও তার সম্পর্কে উঁচু ধারণা পোষণ করি। খুব ভাল পাইলট সে।'

BanglaBook.org

'আপনার ব্যাপারেও একই কথা বলেছেন তিনি, শুধু তিনি ব্যবহার করেছিলেন গ্রেট শব্দটা।'

'আমি আমার কাজে বিশ্বস্ত ও দক্ষ।'

ডেমিরিস বললেন, 'নিজের কাজের প্রতি বিশ্বস্ত লোকদের আমি পছন্দ করি। কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই নিজের কাজ বা চাকরিকে ঘৃণা করে। নিজের কাজ যাদের পছন্দ, লক্ষ করলে দেখবেন, সংখ্যালঘু সেইসব লোকই জীবনে সফল।'

'কথাটা সত্যি,' সম্মতি জানাল ল্যারি।

'আপনি কিন্তু সফল লোক নন, মিস্টার ডগলাস।'

ল্যারি তাকাল ডেমিরিসের দিকে। সতর্ক হয়ে উঠল সে। 'জীবনে সাফল্যের মানে কার কাছে কেমন, তা দিয়েই কেবল এটা যাচাই করা সম্ভব।'

'আমি বলতে চাই, যুদ্ধের সময় আপনার কৃতিত্বের সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী আপনার রেকর্ড খাপ খায় না মোটেও। অস্বীকার করবেন?'

শক্ত হয়ে এল ল্যারির চোয়ালের পেশি। তার প্রতি বরাবর অন্যায় করা হয়েছে। ক্রোধ দমনের চেষ্টা করল সে।

'প্যান অ্যাম-এ আপনার চাকরি নিয়ে কী হয়েছিল, মিস্টার ডগলাস?' আবার জিজ্ঞেস করলেন ডেমিরিস।

'শুধু কো-পাইলট হবার জন্য পনেরো বছর ওখানে পচে মরতে রাজি ছিলাম না আমি।'

'সে-কারণেই ঘুসি মেরেছিলেন চীফ পাইলটকে?'

'আপনাকে কে বলেছে এসব কথা?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল ল্যারি।

'মিস্টার ডগলাস,' অসহিষ্ণুভাবে বললেন ডেমিরিস, 'আপনি আমার প্লেন চালাবেন। আপনার সঙ্গে প্লেনে ওঠা মানেই আপনার হাতে আমার জীবন বন্ধক রাখা। আপনি কি মনে করেছেন, আপনার ব্যাপারে সবিস্তারে না জেনেই আপনাকে এখানে ডেকেছি? প্যান অ্যাম-এর পরও দুটো এয়ারলাইন আপনাকে ছাঁটাই করেছে। মোটেও ভাল রেকর্ড নয় এটা।'

'কিন্তু আমার দক্ষতা ও প্রতিভার সঙ্গে এটার কোনও সম্পর্ক নেই,' মৃদুস্বরে প্রতিবাদ করল ল্যারি। 'একটা এয়ারলাইনের ব্যবসা খারাপ যাচ্ছিল খুব, আর অন্যটা ব্যাঙ্কের ঋণ না পেয়ে ব্যবসা গুটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। আমি মনে

BanglaBook.org

করি, আমি যথেষ্ট ভাল পাইলট।'

হাসলেন ডেমিরিস। 'আমি তা জানি। কিন্তু নিয়মানুবর্তিতার প্রতি আপনার অনীহা আছে। ঠিক?'

'আমার চেয়ে কম জানে এবং বোঝে, এমন গবেট এবং ইডিয়টদের আদেশ মানতে আমি রাজি নই।'

'আমিও কি সেই দলে পড়ব?'

'পড়বেন না, যদি প্লেন চালানোর ব্যাপারে কোনও পরামর্শ আমাকে দিতে না আসেন।'

'না, প্লেন চালানো আপনার কাজ। আমি সময়মত নিরাপদে এবং আরামে যথাস্থানে পৌঁছুতে পারলেই হলো।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, মিস্টার ডেমিরিস।'

'আমিও তা-ই বিশ্বাস করি।'

চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইয়ান হোয়াইটস্টোন ল্যারি ডগলাসের নাম অনুমোদন করলে কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস ব্রিটিশ এয়ার মিনিস্ট্রি, নিউ ইয়র্ক এবং ওয়াশিংটনে ফোন করে খবরাখবর নিয়েছেন তার সম্পর্কে। আপাতভাবে সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও একটা অস্বস্তিবোধ জন্ম নিয়েছে ব্যাখ্যাতীত কারণে। ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করেছেন নোয়েলের সঙ্গে। হোয়াইটস্টোনের মাইনে বাড়িয়ে দেয়ার কথাও ভেবেছিলেন। সব শুনে নোয়েল বলেছে, 'ও যেতে চাচ্ছে, যেতে দাও। আর আমেরিকান পাইলটটি সম্পর্কে তার এবং অন্য সবার যখন এত উঁচু ধারণা, তাহলে ওকে নিয়ে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কী?'

নোয়েলের কথা থেকেই সিদ্ধান্ত টেনেছিলেন কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস।

ল্যারি এথেন্সে রওনা দেয়ার খবর পাবার পর থেকে কিছু ভাবতে পারছে না নোয়েল। তার মনে পড়ছে প্রতীক্ষার বছরগুলোর কথা, প্যারিসের নানান স্মৃতি। ল্যারি আসার আগের রাতে ঘুম হলো না একেবারেই। প্রতীক্ষা, উদ্বেগ, সাফল্য কেড়ে নিয়েছে তার ঘুম। সকালে ডেমিরিস খবর পাঠালেন নোয়েলকে, তিনি নাস্তা করতে চান তার সঙ্গে। কিন্তু নোয়েল ভয় পেল তাঁর সামনে যেতে। তার বর্তমান মানসিকতা আঁচ করতে পারলে ঔৎসুক্য জাগবে ডেমিরিসের মনে। এতদিন পর্যবেক্ষণ করে নোয়েল জেনেছে, তাঁর অনুভবশক্তি বেড়ালের মত

BanglaBook.org

তীক্ষ্ণ। তাকে সাবধানে থাকতে হবে।

আর কয়েক ঘণ্টা পরেই সে দেখা পাবে ল্যারি ডগলাসের। সাজগোজ করল সে বিশেষ যত্নে। অনেকক্ষণ ধরে নির্বাচন করল পোশাক।

সকাল এগারোটার একটু পর বাড়ির সামনে গাড়ি থামার শব্দ পেল নোয়েল। এগিয়ে এল জানালার কাছে। গাড়ি থেকে নামছে ল্যারি ডগলাস। তার চেহারায় পুরুষালি ভাব আরও প্রবল হয়েছে। অতিশয় সুপুরুষ সে.এখন। সেই জান্তব আকর্ষণ, সেই পুরানো কামনার প্রাবল্য এখনও অনুভব করতে পারে নোয়েল। আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে সে নেমে গেল নিচতলায়। তার সঙ্গে এক্ষুণি দেখা হবে সেই লোকের, যাকে সে ধ্বংস করবে অচিরেই।

সিঁড়ি বেয়ে নামছিল নোয়েল। তাকে প্রথম দেখে কেমন হবে ল্যারির প্রতিক্রিয়া? সে কি তার বন্ধু-বান্ধবের কাছে সগর্বে গল্প করেনি যে, বিখ্যাত নোয়েল পাজ এক সময় তার প্রেমে পড়েছিল? প্যারিসে তাদের দু'জনের একত্রে থাকার স্মৃতি কি এখনও নাড়া দেয় না ল্যারিকে? নোয়েলের প্রতি তার অন্যায় আচরণের জন্য সে কি অনুতপ্ত? নোয়েলের জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য, আন্তর্জাতিক খ্যাতি এবং তার নিজের জীবনের ধারাবাহিক ব্যর্থতা কি তাকে লজ্জা দেয় না? প্রায় সাত বছর পর ল্যারি যখন তাকে দেখবে, তার চোখে কি এসবের কোনও ছায়া পড়বে না?

নোয়েল পৌঁছুল অভ্যর্থনা-কক্ষে। সামনের দরজা দিয়ে একজন পরিচারকের সঙ্গে সেখানে ঢুকল ল্যারি। নোয়েলকে দেখে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে তার দিকে। কোন সুন্দরী নারী দেখলে প্রশংসাসূচক যে-অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে পুরুষের চোখে, তার চেয়ে বেশি কিছু নোয়েল লক্ষ করল না ল্যারির অভিব্যক্তিতে।

'হ্যালো,' ল্যারি বলল নম্রভাবে। 'আমি ল্যারি ডগলাস। কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

তার আচার-আচরণ, কথাবার্তায় কোথাও পূর্ব-পরিচয়ের চিহ্ন নেই!

একদম নেই!

ক্যাথরিন এথেন্সে এসে পৌঁছুবার পর চার ঘরের চকচকে নতুন একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করেছে ল্যারি। সারাটা দিন সে প্রায় বাইরে বাইরেই

BanglaBook.org

কাটায়। সন্ধেবেলা ডিনার করে ক্যাথরিনের সঙ্গে। এথেন্সে লোকজন ডিনার করে রাত ন'টা থেকে বারোটার মধ্যে। দোকানপাট খোলা থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত।

তিনদিন পর নতুন এক বন্ধুকে বাসায় নিয়ে এল ল্যারি। নাম—কাউন্ট জর্জ পাপাস। পঁয়তাল্লিশোর্ধ বয়স, আকর্ষণীয় চেহারা, লম্বা কালো চুল। কিছু কিছু লোককে দেখলে অজানা কারণেই পছন্দ হয়ে যায়। কাউন্টও তেমনি। তাকে পছন্দ করল ক্যাথরিন।

এথেন্সের প্রাচীন অংশ প্লাকায় এক রেস্টুরেন্টে তাদের নিয়ে গেল কাউন্ট। প্লাকায় তাজা ফলমূলের ব্যাপক সমাহার, অসংখ্য ফুলের দোকান। কফির চমৎকার গন্ধ ছড়িয়ে আছে বাতাসে।

তারা যেখানে গেল, সেটাকে রেস্টুরেন্ট ঠিক বলা যায় না। কেমন অদ্ভুত এক পরিবেশ। ওয়েটারদের পরনে রঙিন ইউনিফর্ম।

'কী খাবে তুমি?' ক্যাথরিনকে প্রশ্ন করল কাউন্ট।

সম্পূর্ণ অপরিচিত মেন্যুর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হতাশভাবে বলল ক্যাথরিন, 'আপনি নিজেই বরং আমাদের হয়ে অর্ডার দিন।'

অনেক খাবার এল টেবিলে। ডোলমাডেস—আঙুরের পাতা দিয়ে মোড়ানো মাংসের টুকরো, মৌসাকা—বেগুন এবং রসালো মাংস দিয়ে বানানো পিঠে, স্টিফাডো—রসুন দিয়ে রান্না করা খরগোশের মাংস, টারামোসালাটা—জলপাই-তেল এবং লেবু সহযোগে ক্যাভিয়ার। আরও এল এক বোতল রেটসিনা।

'এটা আমাদের জাতীয় মদ,' কাউন্ট জানাল।

খাবার সময় তিনজন যন্ত্রী অদ্ভুত বাজনা বাজাতে শুরু করল। অনেকে উঠে গেল ডান্সফ্লোরে। ক্যাথরিন অবাক হয়ে দেখল, যারা নাচছে, তাদের প্রত্যেকেই পুরুষ এবং অত্যন্ত সুপুরুষ।

ল্যারি আর ক্যাথরিনকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিল কাউন্ট রাত তিনটার সময়।

'তোমরা শহরটা ঘুরে দেখেছ ভাল করে?' বিদায় নেবার আগে জানতে চাইল সে।

'না, এখনও দেখা হয়নি,' ক্যাথরিন জানাল। 'ল্যারির অবসর হলে ঘুরতে বেরুব একসঙ্গে।'

BanglaBook.org

কাউন্ট তাকাল ল্যারির দিকে। 'তোমার অনুপস্থিতিতে আমি ক্যাথরিনকে শহর দেখাতে নিয়ে যেতে পারি?'

'অবশ্যই,' ল্যারি আন্তরিকভাবে সমর্থন করল কাউন্টের প্রস্তাব।

পরবর্তী পাঁচটি সপ্তাহ চমৎকার কাটল ক্যাথরিনের। কাউন্টের সঙ্গে ঘুরল নানান জায়গায়। ল্যারির অবসর সময়ে দু'জন ঘুরে বেড়াল একসঙ্গে। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরল ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দোকানপাটে গিয়ে জিনিসপত্র দেখল, কেনাকাটা করল। ক্যাথরিন আরও আবিষ্ট হয়ে পড়ল ল্যারির সাহচর্যে। এত মধুর যার সঙ্গ, তার জন্য আমেরিকার চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে ভুল করেনি সে এতটুকুও। কোনও অনুতাপ নেই তার মনে।

জীবনে কখনও এতটা খুশি হয়নি ল্যারি ডগলাস। এমন চাকরি ছিল তার সারা জীবনের স্বপ্ন। ডেমিরিসের ছ'টি প্লেন চালানোয় অনায়াস দক্ষতা তার এসে গেছে মাত্র এক ঘণ্টার অনুশীলনে। অপর গ্রীক পাইলট পল মেটাক্সাসকে নিয়ে বরাবর ফ্লাই করে ল্যারি। ইয়ান হোয়াইটস্টোনের আকস্মিক ইস্তফা দেয়ার সংবাদে যুগপৎ হতাশ ও বিস্মিত হয়েছিল পল। ল্যারি ডগলাসকে সে শুরুতে মনে মনে মেনে নিতে পারেনি কিছুতেই। কিন্তু সামনাসামনি তাকে দেখে অপছন্দ করতে পারল না। অফুরন্ত জীবনীশক্তিতে ভরপুর অদ্ভুত আকর্ষণীয় চরিত্র ল্যারির। তার সঙ্গে প্রথম ফ্লাই করার পরই অনুধাবন করল পল, ল্যারি পাইলট হিসেবে অসাধারণ।

বন্ধুত্ব গড়ে উঠল পল আর ল্যারির মধ্যে।

চাকরির বৈচিত্র্যময়তা আকৃষ্ট করল ল্যারিকে। এতদিন যাদের ছবি দেখে এসেছে পত্র-পত্রিকায়, তাদের নিয়ে ফ্লাই করা কি কম গৌরবের কথা! ফ্লাই করার সময় মাঝে মাঝে ক্যাবিনে এসে তাঁদের আপ্যায়ন ও আরাম-আয়েশের নিশ্চয়তার তদারকি করে সে।

ডেমিরিসকে নিয়ে প্রথম ফ্লাই করার দিনটির কথা ল্যারি ভুলবে না। এথেন্স থেকে দুব্‌রোভ্‌নিক যাবেন ডেমিরিস। ঘোর মেঘলা আকাশ। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ঝড়ের কথাও বলা হয়েছে। খুব সতর্কভাবে ফ্লাইং-রুট তৈরি করেও ঝড় এড়াতে পারল না ল্যারি। দু'ঘণ্টা স্থায়ী সেই ঝড়ের সময় মেঘের বিশাল

BanglaBook.org

পাহাড় ডিঙিয়ে প্লেন অনেক ওপরে তুলতে ঘাম ছুটে গেল ল্যারির। দেখতে চমৎকার কিন্তু এই মেঘগুলোর চরিত্র ভয়ঙ্কর। ভেতরে বাতাস-ঠাসা এসব মেঘের ভেতরে পড়লে মুহূর্তে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যেতে পারে যে-কোনও প্লেন।

দুব্‌রোভ্‌নিক এয়ারপোর্টে নামবার কিছুক্ষণ আগে ককপিটে হাজির হলেন ডেমিরিস। 'আপনি ঠিকই বলেছিলেন,' তিনি বললেন ল্যারিকে। 'আপনি যা করেন, মন দিয়ে করেন, দক্ষতার সঙ্গে করেন। আমি আপনার কাজে খুব সন্তুষ্ট।'

মরক্কোয় ফ্লাই করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ল্যারি। কাউন্ট পাপাস ফোন করে প্রস্তাব দিল, ক্যাথরিনকে নিয়ে গ্রামের দিকে বেড়াতে যেতে চায় সে। ল্যারি রাজি হলো তৎক্ষণাৎ।

'তোমার ঈর্ষা হয় না, ল্যারি?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'কাউন্টের ব্যাপারে?'

ঠিক তখনই ক্যাথরিন বুঝতে পারল, কাউন্টের সঙ্গে এতটা সময় একসাথে কাটিয়েছে, অথচ একবারও তার দিকে অর্থময় বা ইঙ্গিতবহ দৃষ্টিতে তাকায়নি কাউন্ট।

'সে কি সমকামী?' প্রশ্ন করল ক্যাথরিন।

'ঠিক সে-কারণেই তার সঙ্গে নিশ্চিন্তে ঘুরতে দিই তোমাকে।'

সেদিন কাউন্ট ক্যাথরিনকে নিয়ে গেল থেসালি-র আদিগন্ত বিস্তৃত সমতলভূমির অঞ্চলে। ক্যাথরিন দেখল, কালো পোশাক পরা কৃষক-মহিলারা পিঠের ওপর স্তূপাকারে বোঝা নিয়ে হাঁটছে কুঁজো হয়ে।

'এসব ভারি কাজ পুরুষেরা করে না কেন?' জানতে চাইল ক্যাথরিন।

'মেয়েরাই ভারি কাজ করতে দেয় না পুরুষদেরকে,' উত্তর দিল কাউন্ট। 'তারা পুরুষকে রাতের বেলায় বিছানায় চায় সজীব, তরতাজা অবস্থায়।'

মুচকি হাসল ক্যাথরিন।

একদিন ল্যারি আর ক্যাথরিন একসঙ্গে বেড়াতে গেল পারোস-এ। চমৎকার এক দ্বীপের নাম পারোস। ফুলে ঢাকা পাহাড় চারদিকে। তাদের নৌকো ঘাটে ভিড়তেই এগিয়ে এল গাইড। তার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে তারা এসে পৌঁছুল অতি

BanglaBook.org

মনোরম এক জায়গায়। অসংখ্য গাছ সেখানে। গাছ ভর্তি অগণ্য ফুল, হরেক রঙের। ল্যারি আর ক্যাথরিন অবাক হয়ে চেয়ে রইল অবর্ণনীয় বর্ণময় ফুলগুলোর দিকে।

'এই জায়গার নাম প্রজাপতি-উপত্যকা,' ভাঙা-ইংরেজিতে জানাল গাইড।

চারপাশে তাকিয়ে প্রজাপতি খুঁজল ক্যাথরিন। একটাও নেই।

'প্রজাপতি নেই, তাহলে এমন নাম কেন এই জায়গার?' জানতে চাইল সে।

ঠিক এই প্রশ্নটির জন্যই যেন অপেক্ষা করছিল গাইড। 'এখনই বুঝতে পারবেন,' বলল সে। তারপর লম্বা একটি দণ্ড হাতে নিয়ে এক গাছের ডালে আঘাত করতে শুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে সব 'ফুল' উড়তে শুরু করল বাতাসে। আকাশে তখন বন্য বর্ণালী। আর গাছটি দাঁড়িয়ে আছে নেড়ে হয়ে।

অবাক হয়ে দেখছিল ল্যারি আর ক্যাথরিন। গাইড লক্ষ করছিল তাদের। তার চোখে-মুখে গর্বিত হাসি—যেন এই বর্ণময় বিস্ময়ের পুরো কৃতিত্বই তার।

কৌতুকের স্বরে ল্যারিকে জিজ্ঞেস করল পল মেটাক্সাস, 'বসের বান্ধবীকে দেখেছ তুমি?'

'কে সে?'

'নোয়েল পাজ। তাকে দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না।'

ল্যারির মনে পড়ল, এথেন্স পৌঁছে প্রথমদিনই ডেমিরিসের বাসায় এক মহিলাকে দেখেছে সে। অতিশয় সুন্দরী। তাকে আগে ল্যারি দেখেছে কোথায় যেন। ক্যাথরিনের পীড়াপীড়িতে এক ফরাসী ছবিতে তাকে দেখেছে বলেই কি এমন বোধ হচ্ছে? ল্যারি জীবনে প্রচুর মেয়ের সঙ্গে মিশেছে। কিন্তু ডেমিরিসের বান্ধবী অতুলনীয়। তবে ল্যারির কাছে এখন তার চাকরিটা খুব প্রিয় এবং প্রয়োজনীয়। কোনও অঘটন সে ঘটাবে না। ক্যাথরিনের জন্য নোয়েলের অটোগ্রাফ চেয়ে নেবে বড় জোর।

সেদিন প্লেনে কান-এ যাবার কথা নোয়েলের। গভীর প্রতীক্ষায় আছে সে। ল্যারির সঙ্গে [illegible] দেখা হতে যাচ্ছে দ্বিতীয়বারের মত। প্রথম দর্শনের পর যা ঘটেছে—কিংবা বলা যায়, যা ঘটেনি—নোয়েল ভীষণ মনঃক্ষুণ্ণ তাতে। অথচ গত

BanglaBook.org

ছয় বছরে নোয়েল তাদের এই সাক্ষাতের দৃশ্য কল্পনা করেছে হাজার রকমভাবে। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার—ল্যারি তাকে চিনতে পারেনি। নোয়েলের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোনও অর্থই বহন করে না ল্যারির জীবনে! শত শত মেয়ের সান্নিধ্যে এসেছে ল্যারি, নোয়েলও কি তার কাছে অন্যদের সারিতে ঠাঁই পেয়েছে? এখন নোয়েলের প্রধান কর্তব্য—ল্যারিকে তার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়া। কিন্তু কীভাবে?

ল্যারি এয়ারফীল্ডে প্লেনের পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। অভিজাত এক গাড়ি এসে থামল প্লেনের পাশে। বেরিয়ে এল নোয়েল। ল্যারি এগিয়ে গিয়ে খুব নম্রভাবে বলল, 'গুড মর্নিং, মিস পাজ। আমি ল্যারি ডগলাস। আমি আজ আপনার বিমানের পাইলট।'

মুখ ঘুরিয়ে এমনভাবে সে ল্যারির পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল, যেন ল্যারি কিছুই বলেনি তার উদ্দেশে কিংবা ল্যারির কোনও অস্তিত্বই নেই সেখানে। হতভম্ব ল্যারি তাকিয়ে রইল নোয়েলের দিকে।

এর পরের কিছুদিন নোয়েল ইচ্ছে করে ল্যারিকে অপমান করল পদে পদে। চমৎকার ফ্লাইটের পর পলকে ডেকে বলেছে, 'সৌখিন পাইলটটিকে ফ্লাইং শিক্ষা দিয়ো কিছুদিন।' নিখুঁত থ্রী পয়েন্ট ল্যান্ডিং-এর পর মন্তব্য করেছে, 'আনাড়ি কোনও পাইলট প্লেন চালালে খুব নার্ভাস বোধ করি আমি।' আগ বাড়িয়ে ল্যারি তাকে কিছু বলতে গেলে পলকে ডেকে বলেছে, 'ওকে বলে দাও, আমি কোনও প্রশ্ন না করলে সে যেন আমার সঙ্গে কোনও কথা না বলে ভবিষ্যতে।'

ল্যারি জেনে গেল, কঠিন এক সমস্যার মুখোমুখি সে। চাকরির স্থায়িত্বের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ল রীতিমত। এই চাকরি চলে গেলে কোথায় কাজ খুঁজে পাবে সে? না, খুব সতর্ক হতে হবে তাকে।

BanglaBook.org

ক্যাথরিনকে সব ঘটনা খুলে বলল ল্যারি। সব শুনে প্রশ্ন করল সে, 'তুমি তাকে কখনও কোনওভাবে আঘাত দিয়েছ?'

'তার সঙ্গে আমার সর্বমোট এক মিনিটও কথা হয়নি।'

'দুশ্চিন্তা কোরো না,' ক্যাথরিন সান্ত্বনা দিল তাকে। 'অপেক্ষা করো, দেখবে, সে তোমাকে পছন্দ করতে শুরু করবে ধীরে ধীরে।'

পরদিন তুরস্কে ব্যবসায়িক ভ্রমণে যাবার সময় কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস ককপিটে এসে বসলেন পল মেটাক্সাসের সীটে। তাঁর হাতের ইশারায় পল বেরিয়ে গেল ককপিট থেকে।

'মিস পাজ আপনাকে পছন্দ করেননি,' ডেমিরিস জানালেন ল্যারিকে।

হাতের মুঠো শক্ত হয়ে এল তার। মুঠো খুলতে নিজের ওপর বল প্রয়োগ করল সে। বহু কষ্টে স্থির কণ্ঠে বলতে পারল, 'কেন, কী বলেছেন তিনি?'

'তিনি বলেছেন, আপনি খারাপ ব্যবহার করেছেন তাঁর সঙ্গে।'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও ল্যারি সামলে নিল নিজেকে। 'আমি দুঃখিত। এর পর থেকে আমি সতর্ক হব, মিস্টার ডেমিরিস।'

'আমি আশা করব, আপনি এমনকিছু করবেন না, যাতে মিস পাজ ক্ষুণ্ন হন।' ডেমিরিস চলে গেলেন ককপিট থেকে।

মাথা খারাপ হয়ে গেল ল্যারির। কখন সে খারাপ ব্যবহার করল নোয়েলের সঙ্গে?

কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসকে ক্যাথরিন প্রথম দেখল তাঁর অভ্যর্থনা কক্ষে। ল্যারির সঙ্গে গিয়েছিল সে। ঘরের একটা তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে মুগ্ধ বিস্ময়ে। দরজা খুলে সেই সময় সেখানে ঢুকলেন ডেমিরিস। ক্যাথরিনের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে নম্রস্বরে বললেন, 'ছবিটা আপনার পছন্দ হয়েছে, মিসেস ডগলাস?'

ক্যাথরিন তাকিয়ে দেখল সেই জীবন্ত কিংবদন্তীকে। যতটা ধারণা করেছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি লম্বা তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রাবল্য অনুভব করা যায় তাঁকে দেখেই। তিনি ক্যাথরিনের কুশল জিজ্ঞেস করলেন, জানতে চাইলেন কেমন লাগছে গ্রীসে, তাদের অ্যাপার্টমেন্টটি ভাল কি না, গ্রীসে তার আনন্দময় অবস্থানের জন্য কী করতে পারেন। পাখির মূর্তি জমানোর শখ তার—এই খবর পর্যন্ত রাখেন ডেমিরিস। কোত্থেকে খবর পেয়েছেন, ঈশ্বর জানেন!

'পাখির একটা চমৎকার মূর্তি আমার আছে,' জানালেন তিনি। 'আপনাকে পাঠিয়ে দেব।'

ডেমিরিস চলে যাবার পর ল্যারি ক্যাথরিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন দেখলে

BanglaBook.org

ডেমিরিসকে?'

'দারুণ লোক। তুমি তাঁর চাকরি করে আনন্দ পাও—সেটাই স্বাভাবিক।'

পরদিন চিনেমাটির চমৎকার একটা পাখি পৌঁছে গেল ক্যাথরিনের কাছে।

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

ল্যারির সময় কাটছে চমৎকার। চাকরি খুব বৈচিত্র্যময়। অবসর সময়ের অনেকটাই সে কাটায় ক্যাথরিনের সঙ্গে। কিন্তু ল্যারির চাকরির নির্দিষ্ট কোনও সময়সূচি না থাকায় ক্যাথরিনের কোনও ধারণাই নেই ল্যারি কখন কোথায় থাকে। নিজের পছন্দমাফিক অবসর যাপনের অঢেল সুযোগ তখন ল্যারির সামনে। চুটিয়ে আড্ডা দেয় পল মেটাক্সাস আর কাউন্ট পাপাস-এর সঙ্গে। পার্টিতে যায় প্রায়ই কিংবা নাইট ক্লাবে। গ্রীক মেয়েরা চমৎকার। আগুনের গোলা যেন একেকজন। হেলেনা নামের এক বিমানবালার সঙ্গে রাতও কাটিয়েছে একবার। সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে ল্যারি একটা সিদ্ধান্তে এসে গেছে। এখন তার জীবন চলছে নিখুঁতভাবে।

কিন্তু সব তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে ডেমিরিসের স্বর্ণকেশী হারামজাদীটা।

নভেম্বরের শেষভাগের এক সকালের ঘটনা। ল্যারিকে জানানো হলো, বিকেলে নোয়েলকে নিয়ে যেতে হবে আমস্টারডাম। এয়ারপোর্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে নেতিবাচক উত্তর পেল ল্যারি—আমস্টারডামের আবহাওয়া খুব দুর্যোগপূর্ণ। ঘন কুয়াশা চারদিকে। বিকেলের দিকে আরও ঘনীভূত হয়ে উঠবে এই কুয়াশা এবং ভিজিবিলিটি গিয়ে ঠেকবে শূন্যতে। বিমান অবতরণ করানো সেই সময় অসম্ভব।

ডেমিরিসের সেক্রেটারিকে ফোন করে সব খবর জানাল ল্যারি। কিন্তু পনেরো মিনিট পর সেক্রেটারি ফোন করে পৌঁছে দিল চূড়ান্ত আদেশ, 'মিস নোয়েল পাজ এয়ারপোর্টে যাবেন বেলা দু'টোর সময়। তাঁকে আজ যেতেই হবে আমস্টারডামে।'

BanglaBook.org

সব শুনে পল মেটাক্সাস মন্তব্য করল, 'কিসের যে এত তাড়া, বুঝি না।'

কিন্তু ল্যারি জানে, আমস্টারডামে যাওয়াটা নোয়েলের প্রধান উদ্দেশ্য নয়। এটা তাদের ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্যের প্রতিযোগিতা। ল্যারি ডেমিরিসকে ফোন করল তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য। পাওয়া গেল না তাঁকে। কোন এক মীটিং-এ গেছেন। শেষমেষ ল্যারি ভাবল, নোয়েল এলে তাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ঝুঁকিপূর্ণ আবহাওয়ার ব্যাপারটি।

নোয়েল এয়ারপোর্টে পৌঁছুল নির্ধারিত সময়ের বেশ খানিকটা পর। ল্যারি তার কাছে এগিয়ে এসে বলল, 'এখন ফ্লাই করাটা খুব বিপজ্জনক হবে। আমস্টারডাম এয়ারপোর্ট ছেয়ে আছে ঘন কুয়াশায়।'

ল্যারির দিকে তাকালও না নোয়েল। পলের দিকে ঘুরে বলল, 'এক কাপুরুষকে চাকরি দিয়েছেন মিস্টার ডেমিরিস। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে এ-ব্যাপারে।'

প্লেনে উঠে পড়ল নোয়েল। ল্যারি আর পল ঢুকে দেখল, ফ্যাশান পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে সে অলসভাবে।

দশ মিনিট পর প্লেন উড়ল আমস্টারডামের উদ্দেশে।

জার্মানির ওপর দিয়ে ওড়ার সময়ই টের পেল ল্যারি, চারদিকটা কেমন ধোঁয়াটে। অয়্যারলেসের মাধ্যমে যোগাযোগ করল সে আমস্টারডাম এয়ারপোর্টের সঙ্গে। জবাব এল, উত্তর সাগর থেকে কুয়াশা উঠে আসছে, ঘন এবং তীব্র। নিজের দুর্ভাগ্যকে অভিশাপ দিল ল্যারি।

'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন, আপনাদের ফ্লাইট প্ল্যান জানাবেন, প্লীজ?' মিউনিখ এয়ারপোর্টের কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ল্যারিকে। এখনও সময় আছে ব্রাসেল্‌স, কোলন কিংবা লুক্সেমবার্গে অবতরণ করার।

আবার শোনা গেল সেই কণ্ঠ, 'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন, আপনাদের ফ্লাইট প্ল্যান, প্লীজ।'

ট্র্যান্সমিশান-বাটন টিপে উত্তর দিল ল্যারি, 'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন টু মিউনিখ টাওয়ার। আমরা আমস্টারডামে যাচ্ছি।'

আমস্টারডাম এয়ারপোর্ট তখনও তিরিশ মিনিটের দূরত্বে। ল্যারি আবার

BanglaBook.org

জেনে নিল আবহাওয়ার সংবাদ। কোনও পরিবর্তন নেই। ঘন কুয়াশা। জরুরি অবতরণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া আমস্টারডাম এয়ারফীল্ড বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

আমস্টারডাম কন্ট্রোল টাওয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলল ল্যারি, 'কোলনের পঁচাত্তর মাইল পূর্ব থেকে আমরা এয়ারপোর্টের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।'

উত্তর এল, 'আমস্টারডাম এয়ারপোর্ট টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন। আমাদের এয়ারফীল্ড বন্ধ। আপনারা বরং কোলন কিংবা ব্রাসেলসে অবতরণ করুন।'

'স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন টু আমস্টারডাম টাওয়ার। আমাদেরকে জরুরি অবতরণ করতে হবে।' পল বিস্ময়ে ঘুরে তাকাল ল্যারির দিকে।

এবার নতুন কণ্ঠ ভেসে এল রেডিওতে, 'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন। আমি আমস্টারডাম এয়ারপোর্টের চীফ অভ অপারেশানস বলছি। আমাদের এয়ারপোর্ট পুরোপুরি কুয়াশায় ঢাকা। ভিজিবিলিটি-শূন্য। আপনাদের জরুরি অবতরণের প্রয়োজনীয়তার কারণটি জানাবেন কি?'

'আমাদের তেল শেষ হয়ে আসছে। আমরা বড় জোর আমস্টারডাম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছুতে পারব।'

ফুয়েল ইণ্ডিকেটর দেখল পল। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, ল্যারি? চীন পর্যন্ত যাওয়ার মত তেল আছে এখনও।'

রেডিওতে কথা শোনা গেল আবার, 'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন। আপনাদেরকে জরুরি অবতরণের অনুমতি দেয়া যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ,' রেডিওর সুইচ বন্ধ করে তাকাল পলের দিকে। 'কিছু তেল ফেলে দাও।'

'ফেলে দেব?' ইতস্তত করছিল পল।

'আমি যা বলছি, তা-ই করো। আমস্টারডামে পৌঁছুবার মত তেল রেখে ফেলে দাও বাকিটা। এয়ারপোর্টে নামার পর এতটা তেল দেখলে লাইসেন্স কেড়ে নেবে আমাদের।'

BanglaBook.org

পল মেটাক্সাস এগিয়ে গেল ফুয়েল-ইজেকশান হ্যাণ্ডেলের দিকে। পাম্প করতে শুরু করল সে।

পাঁচ মিনিট পর প্লেন ঢুকে পড়ল কুয়াশার ভেতরে। ককপিট ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। চারপাশ যেন সাদা কম্বলে মোড়ানো। সময়, মহাশূন্য এবং পৃথিবী থেকে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল তাদের প্লেন। নোয়েল কী করছে এখন পেছনে বসে? ভয় পেয়েছে? হার্ট-অ্যাটাকে মরতও যদি!

আমস্টারডাম কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে বলা হলো, 'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন। আমাদের নির্দেশনা পালন করার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। আপনারা আমাদের রাডারের আওতায় এসে পড়েছেন। তিন ডিগ্রী পশ্চিমে গিয়ে পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত বর্তমান উচ্চতা বজায় রাখুন। আপনারা অবতরণ করবেন আঠারো মিনিট পর।'

ছোট কোনও ভুল হলেও ধ্বংস হয়ে যাবে ল্যারির প্লেন। কিন্তু সব দুশ্চিন্তা সে সরিয়ে রাখল মাথা থেকে। প্লেনটা যেন তার শরীরের একটা অংশ। সমস্ত মনোযোগ সে কেন্দ্রীভূত করল তাতে। পাশে পল বসে ঘামছে দরদর করে। এত ঘন কুয়াশা ল্যারি দেখেনি কখনও। সব পাইলট ঘৃণা করে কুয়াশাকে। কুয়াশায় পড়লে তাদের প্রথম করণীয়ঃ হয় কুয়াশাকে ডিঙিয়ে যাও অথবা তার নিচ দিয়ে বেরিয়ে যাও। কিন্তু সেটার উপায় আর নেই। এক হারামজাদীর উৎকট খেয়াল ফাঁদে ফেলে দিয়েছে তাকে।

রেডিওতে আবার গলা শোনা গেল, 'আমস্টারডাম টাওয়ার টু স্পেশাল ফ্লাইট ওয়ান-জিরো-নাইন, ফ্ল্যাপ নামিয়ে অবতরণ করতে শুরু করুন। দু'হাজার ফুট পর্যন্ত নামুন···দেড় হাজার ফুট···এক হাজার ফুট···'

এয়ারপোর্ট চোখে পড়ছে না তবু। কোন অজানার ভেতর দিয়ে তারা উড়ছে, কে জানে! ল্যারি অনুভব করল, পৃথিবীর মাটি খুব দ্রুত প্লেনের নিকটবর্তী হচ্ছে।

'প্লেনের গতি নামিয়ে আনুন একশো কুড়িতে···চাকা নামিয়ে দিন···আপনারা এখন ছ'শো ফুট উচ্চতায় অবস্থান করছেন···গতি কমিয়ে দিন একশো পর্যন্ত···এখন আপনারা চারশো ফুট ওপরে···'

এয়ারপোর্টের দেখা নেই। কুয়াশা এখানে যেন আরও বেশি ঘন।

অল্টিমিটার দেখল ল্যারি। তিনশো ফুট ওপরে তারা। ঘণ্টায় একশো

BanglaBook.org

মাইল গতিতে তাদের প্লেন নামছে মাটির দিকে। অল্টিমিটারে দেখা যাচ্ছে মাটি থেকে মাত্র একশো ফুট ওপরে তারা। একটা গণ্ডগোল নিশ্চয়ই হয়েছে। নইলে একশো মিটার ওপর থেকে এয়ারপোর্ট দেখা যাবে না—তা হতেই পারে না। চোখ সরু করে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা করল ল্যারি। কুয়াশার পুরু আবরণ ছাড়া চোখে পড়ল না আর কিছু।

পলের আতঙ্কিত কণ্ঠ শুনল ল্যারি, 'আর মাত্র ষাট ফুট!' কিছু দেখা যাচ্ছে না তখনও।

'চল্লিশ ফুট!'

সেই অজানার ভেতরেই প্লেন নামছে একশো মাইল গতিতে।

'কুড়ি ফুট!'

আর দু'সেকেণ্ড পর নিরাপত্তার সীমা পেরিয়ে যাবে তারা। গেলে প্লেন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ল্যারিকে।

'না; প্লেনকে এবারে ওপরে নিয়ে যাব,' বলল ল্যারি। ঠিক সেই সময় কুয়াশার পর্দা সরে গিয়ে রানওয়ে ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। দশ সেকেণ্ড পর অবতরণ করল ল্যারির প্লেন।

ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে ল্যারি মূর্তির মত নিশ্চল হয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। তারপর যখন দাঁড়াল, লক্ষ করল, তার পা কাঁপছে। ক্যাবিনে ঢুকল সে। হারামজাদীটা বসে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে শান্তভাবে। মৃত্যুর এত কাছাকাছি এসে পড়েছিল, মুখ তবু ভাবলেশহীন।

'আমস্টারডাম,' ঘোষণা করল ল্যারি।

আমস্টারডামে পৌঁছে ল্যারিকে থাকতে হলো নোয়েলের সঙ্গে সঙ্গে। প্লেন দেখাশোনার দায়িত্বে রইল পল। হোটেলে পৌঁছে নোয়েল বলল ল্যারিকে, 'ঠিক রাত দশটায় আমাকে ডাকবে ঘরে এসে।'

ল্যারির জন্য বরাদ্দ হয়েছে রান্নাঘরের পাশের একটি ঘর। সেখানে ঢুকেই নাক সিটকাল ল্যারি, 'কুকুরকেও কেউ এমন ঘরে থাকতে দেয় না।'

হোটেলের একজন কর্মচারি জানাল, 'মিস পাজ বলেছেন সবচে' সস্তা ঘরটি আপনাকে দিতে।'

ঠিক আছে! ল্যারিও ছেড়ে দেবে না। কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস ছাড়াও

BanglaBook.org

পৃথিবীতে অনেকের আছে ব্যক্তিগত বিমান। কাল থেকেই খুঁজতে শুরু করবে সে। ইতোমধ্যে বহু ধনী ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। ল্যারির মত অভিজ্ঞ পাইলট পেলে বর্তে যাবে তাদের অনেকেই। কিন্তু ডেমিরিস তাকে ছাঁটাই করলে তাদের কেউ কি উৎসাহ দেখাবে তার প্রতি? দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল সে।

স্নান করার ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলাল সে পর মুহূর্তেই। কেন স্নান করবে? নোয়েলের জন্য? জাহান্নামে যাক সে! শুয়োরের মত গায়ে গন্ধ নিয়ে যাবে সে নোয়েলের সামনে।

এখন বরং গলায় কিছু ঢালা যেতে পারে। ভীষণ ধকল গেছে সারাটা দিন। হোটেলের বারে গিয়ে বসল সে। চার নম্বর পেগ গলায় চালান করে দিতেই ঘড়ির দিকে চোখ গেল তার। দশটা পনেরো! সর্বনাশ! নোয়েল বলেছিল দশটায় ডেকে দিতে। হঠাৎ-আতঙ্ক গ্রাস করল ল্যারিকে। ক্ষিপ্র গতিতে পাঁচতলায় উঠে নোয়েলের স্যুইটের দরজায় টোকা দিল। কোনও সাড়া নেই। দরজা ঠেলে সে ঢুকে পড়ল ভেতরে। বিশাল ঘর, বিলাসবহুল আসবাবপত্রের ছড়াছড়ি চারপাশে। অনিশ্চয়তার ভেতরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ল্যারি ডাকল, 'মিস পাজ।'

কোনও উত্তর এল না এবারও। দেরি হয়ে গেছে ল্যারির। গ্রীসে ফিরে গিয়ে নোয়েল কী বলবে ডেমিরিসকে, ভাবতেই শিউরে উঠল সে।

মৃদু একটা শব্দ ভেসে আসছিল বাথরুম থেকে। দরজা খোলা। ল্যারি সেদিকে এগিয়ে যেতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নোয়েল। সম্পূর্ণ নিরাবরণ। মাথায় শুধু তোয়ালে জড়ানো। ক্ষমাসূচক একটা কিছু বলতে চাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই অন্যমনস্কভাবে নোয়েল বলল, 'ওই তোয়ালেটা এগিয়ে দাও আমাকে।'

ল্যারি কি তার চাকর কিংবা খোজা? এই সময় নোয়েল রাগ দেখালে কিংবা ক্ষুব্ধ স্বরে কথা বললে সেটাই হত স্বাভাবিক। কিন্তু নোয়েলের উদাসীন অন্যমনস্কতা আগুন জ্বেলে দিল ল্যারির বুকে।

মুহূর্তের মধ্যে সে জড়িয়ে ধরল নোয়েলকে। সস্তা কিছু তৃপ্তির জন্য নিজের বাকি জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছে জেনেও নিজেকে নিবৃত্ত করার প্রবৃত্তি তার হলো না। মাসের পর মাস অপমান সহ্য করতে হয়েছে তাকে। নোয়েল তাকে কম অবজ্ঞা করেছে? শুধু নোয়েলের কারণে জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে তাকে। প্রতিশোধস্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলছে ল্যারির মনে। নোয়েল যদি বাধা দেয় বা

BanglaBook.org

চিৎকার করে, ঘুসি মেরে তাকে অজ্ঞান করে ফেলবে সে।

ল্যারির হিংস্র চাউনি লক্ষ করল নোয়েল এবং শব্দ করল না কোনও। ল্যারি তাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে এল বিছানায়।

এখনও সময় আছে। ল্যারি নিজেকে এই অপরাধ থেকে নিরস্ত করতে পারে, ক্ষমা চাইতে পারে, বলতে পারে মাতাল অবস্থায় এমন আচরণ করেছে। কিন্তু তার মনে হলো, দেরি হয়ে গেছে। ফিরে যাওয়ার পথ রুদ্ধ।

নোয়েলের নগ্ন শরীরের দিকে মনোযোগ দিল ল্যারি। ভবিষ্যৎ-চিন্তা দূর করে দিল মাথা থেকে। ডেমিরিস জানতে পারলে কী কলবেন, তা সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না তার। কিন্তু শাস্তিটা যে মারাত্মক হবে, তাতে সন্দেহ নেই। তবু নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না নিজেকে।

নোয়েলকে উন্মত্তের মত আদর করতে করতে সে উপলব্ধি করল, ঘৃণামিশ্রিত এই কামনা বহুদিন পুষে রেখেছিল মনে। নোয়েলও দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল প্রবল শক্তিতে। ফিসফিস করে বলল, 'ওয়েলকাম ব্যাক।'

কথাটা ঠিক বুঝল না ল্যারি। নোয়েল কি অন্য কারও সঙ্গে তাকে গুলিয়ে ফেলেছে? নাকি মাথায় গণ্ডগোল আছে তার? এসব ভাবার সময় তার নেই। ল্যারি ততক্ষণে জেনে গেছে, আর কোনও সমস্যা হবে না এর পর থেকে।

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

ক্যাথরিনের সময় কাটে না। তার ধারণা, তার প্রতি ল্যারির ভালবাসা, সম্ভবত, উবে গেছে। কিন্তু কেন, কখন, কীভাবে—কিছুই জানে না সে। ল্যারি কেন দিনের পর দিন বাইরে কাটায়, কোনও উত্তর নেই সেটার—অন্তত ক্যাথরিন খুঁজে পায়নি।

এর মধ্যে একদিন মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠল নতুন একটা সমস্যা। সমস্যার কারণ—সুন্দরী গ্রীক বিমানবালা হেলেনা।

ল্যারি তখন এথেন্সের বাইরে। পরদিন ফিরে আসার কথা। তাকে চমকে

BanglaBook.org

দেয়ার পরিকল্পনা করল ক্যাথরিন। তৈরি করবে ল্যারির সব প্রিয় খাবার। বিকেলে একগাদা জিনিসপত্র কিনে বাজার থেকে বেরুনোর সময় তার চোখে পড়ল দৃশ্যটি। ক্যাথরিনের পাশ কেটে বেরিয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। ল্যারি বসে আছে পেছনের সীটে, ডান হাতে জড়িয়ে রেখেছে এক মেয়ের কাঁধ। মেয়েটির পরনে বিমানবালার ইউনিফর্ম। দু'জনেই হাসছে খুব।

ঘরে ফিরে নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল ক্যাথরিন। ট্যাক্সিতে বসা লোকটি নিশ্চয়ই ল্যারি নয়, অন্য কেউ। কিন্তু মনের গহীনে সে জানে, ল্যারিই ছিল ওটা। ল্যারি তাহলে তার একার নয়, ওই মেয়েটিরও। এবং আরও কতজনের? ল্যারি মিথ্যুক, ঠকবাজ! এই বিয়ের আর কোনও মূল্য নেই ক্যাথরিনের কাছে।

পরদিন বিকেলে ফিরল ল্যারি। ক্যাথরিন আগের দিনের ঘটনা সম্পর্কে ব্যাখ্যা চাইল তার কাছে। খোঁড়া কিছু যুক্তি দেখানোর চেষ্টা করল ল্যারি। কোনওটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না ক্যাথরিনের।

এর ক'দিন পর থেকেই ক্যাথরিন মদ্যপান শুরু করল। ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল অল্প থেকেই। হয়তো সন্ধে থেকে অপেক্ষা করে বসে আছে ল্যারির জন্য, রাত দশটা-এগারোটা বেজে গেল, পাত্তা নেই তার। তখন শুধু সময় কাটানোর জন্য অল্পসল্প করে ব্র্যাণ্ডি খেতে শুরু করল সে। তার জীবনের এই হতাশা এবং দুর্যোগের সময় খুব সাহায্য করছে ব্র্যাণ্ডি।

ল্যারি তাকে ঠকাচ্ছে কিংবা বলা যায়—ঠকিয়ে আসছে, এই সত্যটা ক্যাথরিন নিশ্চিতভাবে অনুভব করেছে দিনকয়েক আগে। ল্যারির ইউনিফর্ম ধোপার কাছে দেবার আগে প্যান্টের পকেটে খুঁজে পেয়েছিল লিপস্টিক আর মেয়েলি রুমাল।

ল্যারিকে সে কল্পনা করল অন্য মেয়ের সঙ্গে। তাকে মেরে ফেলার ইচ্ছে হলো ক্যাথরিনের।

BanglaBook.org

সময় কাটানো যখন ক্যাথরিনের প্রধান সমস্যা, ল্যারি তখন নিজস্ব জগতে মগ্ন। আমস্টারডামে রাতের ঘটনাটি তো রীতিমত অলৌকিক। প্রথমবার সহবাস করার পর নোয়েল তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিল প্যারিসের ঘটনা। শুনে ল্যারির

মনে পড়ল আবছা কিছু স্মৃতি, যা সে কদাচিৎ রোমন্থন করেছে। তার জীবনে মেয়ের অভাব হয়নি কখনও। আর দশজনের চেয়ে নোয়েলকে তাই আলাদা মনে হয়নি তার।

তবু, ল্যারি ভাবল, কী কাকতালীয়ভাবে তাদের দু'জনের পথ একসঙ্গে মিশেছে এত বছর পর! ঘটনাটি আকস্মিক, কিন্তু মধুর।

'তুমি আমার,' নোয়েল স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল সে-রাতেই। 'এখন থেকে তুমি শুধু আমার।'

নোয়েলের গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, যা অপ্রস্তুত করে দিয়েছিল ল্যারিকে। কিন্তু প্রতিবাদ করেনি সে। বরং নোয়েল তার নিয়ন্ত্রণে থাকলেই ভালো। ডেমিরিসের চাকরি করেই জীবন পার করে দিতে পারবে।

•

একবার মরক্কো থেকে ফেরার পর হেলেনাকে নিয়ে ডিনারে গেল ল্যারি এবং রাত কাটালো হেলেনার অ্যাপার্টমেন্টে। সকালে ল্যারি বেরিয়ে যাবার পরই হেলেনার ঘরে ঢুকল দু'জন লোক, ধর্ষণ করল তাকে এবং আঘাত করল শারীরিকভাবে।

হেলেনার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি ল্যারির। তার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে দেখেছে, কেউ থাকে না সেখানে। বাড়িওয়ালী জানিয়েছে—কোনও ঠিকানা না রেখেই হেলেনা চলে গেছে। ঘটনাটি রহস্যময় মনে হলো ল্যারির।

কয়েকদিন পর নোয়েলের সঙ্গে কথা বলার সময় দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে উঠল সবকিছু।

'তুমি এত সুন্দর নোয়েল!' ল্যারি বলছিল। 'এমন কারুর সঙ্গে আর কখনও মিশিনি আমি।'

'তোমার যা যা প্রয়োজন, সবকিছুই আমি দিই তো?' জিজ্ঞেস করল নোয়েল।

'অবশ্যই।'

'তাহলে অন্য মেয়ের সঙ্গে ঘুমিয়ো না বা নজর দিয়ো না,' শান্তভাবে জানাল নোয়েল। 'এর পর তাকে খুন করব আমি।'

নোয়েলকে নিয়ে বার্লিন ফ্লাই করার সময় পলকে ককপিটে রেখে ক্যাবিনে

BanglaBook.org

ঢুকছিল ল্যারি। দেখে পল জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভয় করছে না ওর কাছে যেতে?'

ল্যারি ইতস্তত করল। একবার ভাবল, বড়াই করে বলে ফেলবে কথাটা। কিন্তু সামলে নিল সে নিজেকে। 'দেখি না চেষ্টা করে! আর কোনও কিছু যদি না হয়, তো চাকরি ছেড়ে দিয়ে আমাকে আঙুল চুষতে হবে।'

ককপিটের দরজা বন্ধ করে ক্যাবিনে নোয়েলের দিকে এগিয়ে গেল ল্যারি। প্লেনের পেছনদিকে দু'জন বিমানবালা বসে আছে। ল্যারি বসতে গেল নোয়েলের পাশে।

'সাবধান,' নোয়েল সতর্ক করে দিল ল্যারিকে, 'ডেমিরিসের হয়ে যারা চাকরি করে, সবাই তার অনুচর। সব খবর পান তিনি ওদের কাছ থেকে।'

বিমানবালাদের দিকে তাকিয়ে ল্যারির মনে পড়ল হেলেনার কথা।

'একটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমাদের জন্যে,' নোয়েলের গলায় উত্তেজনা।

'কোনও অ্যাপার্টমেন্ট?'

'না, একটা বাড়ি। রাফিনা কোথায়, তুমি জানো?'

'না।'

'এথেন্স থেকে একশো কিলোমিটার উত্তরে। সমুদ্রের পাশে একটা গ্রামে সেই বাড়ি।'

'ভাড়া নিয়েছ?'

'না, কিনেছি। অন্য একজনের নামে।'

'দারুণ! আমার আর তর সইছে না।'

ল্যারির চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল নোয়েল, 'ক্যাথরিনকে এড়াতে কোন অসুবিধে হবে না তোমার?'

এই প্রথম ক্যাথরিনের নাম উচ্চারণ করল নোয়েল। শুনতে কেমন যেন লাগল ল্যারির। বলল, 'আমার খেয়াল-খুশিমত আমি ক্যাথরিনের কাছে যাই, বেরিয়ে আসি।'

'খুব ভাল কথা। তাহলে শোনো, ডেমিরিস ব্যবসার কাজে দুব্রোভ্নিক যাচ্ছেন। আমি যেতে পারব না তাঁর সঙ্গে, বলে দিয়েছি। অতএব আমাদের হাতে সময় থাকছে দশদিন।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল সে, 'তুমি এখন

BanglaBook.org

যাও।'

ল্যারি ফিরে এল ককপিটে।

'বরফ গলল একটু?' জিজ্ঞেস করল পল।

'খুব একটা নয়। সময় নেবে প্রচুর।'

নিজস্ব একটা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও নোয়েলের পরামর্শ অনুসারে ল্যারি গাড়ি ভাড়া করল রেন্ট-এ-কার এজেন্সি থেকে। নোয়েল নিজে গাড়ি চালিয়ে চলে গেছে রাফিনা-য়। আলাদা যেতে বলেছে ল্যারিকে। রাফিনায় পৌঁছে বাড়ি খুঁজে নেবার পথ নোয়েল খুব ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে ল্যারিকে, যাতে পথে কাউকে কোনও প্রশ্ন করতে না হয়। বিশাল এক অভিজাত ভিলার সামনে পৌঁছুল সে। বেল টিপল দরজায়। খুলে গেল ইলেকট্রিক গেট। ভেতরে ঢুকে ল্যারি দেখল, বিশাল উঠান, দেয়ালের পাশ ঘেঁষে ফুলের বাগান। সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এল নোয়েল। পরনে সাদা পোশাক। মুখে হাসি। অপরূপা লাগছে তাকে। এগিয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করল তাকে ল্যারি।

'চলো, বাড়িটা দেখবে ভাল করে,' নোয়েল বলল উদগ্রীবভাবে। কয়েকটি বিশালঘর, একটা লাইব্রেরি, ডাইনিং রুম, পুরানো ধাঁচের রান্নাঘর, বেডরুমগুলো ওপর তলায়।

'রান্না-বান্না কিংবা ধোয়া-মোছার কাজ কে করবে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'দু'জন লোক ঠিক করা আছে, আমরা যখন এখান থেকে বেরিয়ে যাব, তারা এসে ঠিক করে দিয়ে যাবে সব। তারা কখনও আমাদের দেখবে না।' একটু থামল নোয়েল। 'আর একটা কথা, ডেমিরিসকে হেলাফেলা মনে কোরো না। আমাদের সম্পর্কের কথা তাঁর কানে গেলে মরতে হবে আমাদের দু'জনকেই।'

ল্যারি কী একটা বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল নোয়েল, 'তিনি কখনও বুলেট ব্যবহার করেন না। বেছে নেন জটিল একটা পথ এবং সে-কারণে তাঁকেও কোনও শাস্তি ভোগ করতে হয় না। কিন্তু তিনি আমাদের খুঁজে পাবেন না। চলো এখন ওপরে যাই।'

সে-দিনটি তারা বিছানাতেই কাটাল।

পরের ক'টা দিন কেটে গেল ঝড়ের বেগে।

BanglaBook.org

একদিন তারা সমুদ্রের পাড়ে রোদে বসে ছিল। হঠাৎ নোয়েলের চোখে পড়ল, খানিকটা দূরে দু'জন লোক, হেঁটে আসছে তাদেরই দিকে।

'চলো, ভেতরে যাই,' বলল সে।

ল্যারি চোখ তুলে দেখল দু'জনকে। 'এত উদ্বিগ্ন হবার কী আছে? ওরা তো গ্রামের সাধারণ লোক।'

'ভেতরে চলো,' আদেশ করল নোয়েল।

'ঠিক আছে,' নোয়েলের কথার ধরনে ল্যারি অসন্তুষ্ট হয়েছে, গলার স্বর শুনে তা বোঝা গেল। বাড়িতে ফিরে এল তারা। ল্যারির মন খারাপ হয়ে রইল সারা বিকেল। গম্ভীর হয়ে সে বসে রইল লাইব্রেরিতে।

সন্ধের দিকে নোয়েল এসে বলল, 'অনেক হয়েছে। এখন ওই ঘটনা মুছে ফেলো মন থেকে।'

'অপরাধীর মত পালিয়ে বেড়াতে আমি পছন্দ করি না। আমি কারও সামনে কোনওকিছু লুকোতে চাই না। আমি তোমাকে ভালবাসি, নোয়েল।'

নোয়েল জানে, কথাটা সত্য। কতদিন সে ল্যারিকে ধ্বংস করার স্বপ্ন দেখে এসেছে। কিন্তু ল্যারিকে পরের বার প্রথম দেখার পর বুঝতে পারে, ঘৃণার চেয়েও বেশি তীব্র এক অনুভূতি জমে আছে তার মনে। আমস্টারডামের হোটেল-রুমে ল্যারি যখন জড়িয়ে ধরেছিল তাকে, তার মন থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ উবে গিয়েছিল নিমেষে। নোয়েল এখন জানে, ল্যারির প্রতি তার ঘৃণার প্রচণ্ডতা এসেছিল ভালবাসার প্রাবল্য থেকে।

কোনও কিছুই বদলায়নি যেন, যদিও পেরিয়ে গেছে অনেকটা সময়। ল্যারিকে ধ্বংস করে ফেলা মানে নিজেকেই ধ্বংস করে ফেলা, এই সত্যটা এখন জেনে গেছে নোয়েল।

BanglaBook.org

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

ল্যারি ডগলাস আর নোয়েল পাজের চমৎকার কাটছে দিনগুলো। অবসরে কিংবা উইকএন্ডে তারা রাফিনায় সেই অভিজাত ভিলায় সময় কাটায় একসঙ্গে।

তারপর ফিরে আসে কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের চোখকে ফাঁকি দিয়ে।

একদিন নোয়েল বলল, 'তুমি একবার বলেছিলে, চোরের মত পালিয়ে বেড়াতে পছন্দ করো না। আমিও করি না। যতটা সময় কাটাই ডেমিরিসের সঙ্গে, আমার ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে তোমার কাছে আসতে। ল্যারি, আমি তোমাকে ভালবাসি। আমি তোমাকে চাই। তোমাকে আর কেউ পাক, তা আমি চাই না। ল্যারি, চলো, আমরা বিয়ে করি।'

হঠাৎ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল ল্যারি। সেটা লক্ষ করে নোয়েল জিজ্ঞেস করল, 'তুমি চাও না আমাকে বিয়ে করতে?'

'চাই, তুমি তা জানো। কিন্তু কীভাবে? তুমিই তো বলো, ডেমিরিস টের পেলে আস্ত রাখবে না কাউকে।'

'তিনি আমাদেরকে খুঁজে পেলে তো! একটা দারুণ পরিকল্পনা আছে আমার মাথায়। আমি তো তাঁর সম্পত্তি নই, অতএব তাকে ছেড়ে চলে যেতে তেমন বেগ পেতে হবে না। তাঁর আত্মসম্মানবোধ প্রচণ্ড। আর আমি চলে যেতে চাইলে আমাকে বাধা দেয়ার মত কাজ তিনি করতে যাবেন না। মাস দুয়েক পর তুমি তোমার চাকরি ছেড়ে দেবে। আমরা অন্য কোথাও চলে যাব, ধরো—আমেরিকা। সেখানে আমরা বিয়ে করব। আমার কাছে যত টাকা আছে, আমাদের সারা জীবন চলে যাবে তাতে। তোমাকে একটা চার্টার এয়ারলাইন কিনে দেব কিংবা ফ্লাইং স্কুল—যেটা তোমার পছন্দ।'

'আমার স্ত্রীর কী হবে তাহলে?' জিজ্ঞেস করল ল্যারি।

'তুমি ওর কাছে ডিভোর্স চাইবে।'

'আমার মনে হয় না সে রাজি হবে।'

শুধু চাইলে চলবে না, দাবি করতে হবে।' নোয়েলের গলার স্বরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের আভাস।

BanglaBook.org

দিন যায় না, সময় কাটে না ক্যাথরিনের। ল্যারি, বলতে গেলে, আসেই না অ্যাপার্টমেন্টে। অন্য কারুর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও হয় না তার। কাউন্ট পাপাস তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছে অন্তত বার ছয়েক। নিঃসঙ্গ জীবনে এখন তার একমাত্র সঙ্গী অ্যালকোহল। আহা! একাকিত্বের দুঃখ ভোলার আশ্চর্য মহৌষধ।

আগে উইলিয়াম ফ্রেজারের সঙ্গে নিয়মিত পত্র-যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তাঁর গত তিনটি চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি সে। সর্বশেষ চিঠিটা খুলেও দেখেনি।

একদিন তার অ্যাপার্টমেন্টে স্বয়ং ফ্রেজার এসে হাজির। ব্যবসায়িক কাজে এসেছেন এথেন্সে। ক্যাথরিনের হাল দেখে তিনি যুগপৎ বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন।

'ক্যাথি, আমার মনে হয়, তোমার এখন সাহায্যের দরকার,' বললেন ফ্রেজার।

'না, বিল, কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন আমার নেই।'

'ঠিক আছে, আজ রাতে ডিনার করবে আমার সঙ্গে। রাজি?'

'রাজি।'

'আমি আটটায় এসে তোমাকে নিয়ে যাব।'

ফ্রেজার চলে গেলে বেডরুমে ঢুকে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চোখ গেল তার। সারা শরীর জমে গেল যেন। বিশ্বাস হচ্ছিল না নিজের চোখকেও। এ কী চেহারা হয়েছে তার! রন পিটারসন, উইলিয়াম ফ্রেজার, ল্যারি ডগলাস কতভাবেই না বন্দনা করেছে তার সৌন্দর্যের! কোথায় হারিয়ে গেছে সেই রূপ? ক্যাথরিনের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা।

কলিং বেল বেজে উঠল রাত আটটায়। ক্যাথরিন শুনল বিল ফ্রেজারের গলা, 'ক্যাথি, দরজা খোলো, এটা আমি।'

আরও কয়েকবার বাজল কলিং বেল, তারপর থেমে গেল এক সময়।

পরদিন সকাল ন'টায় ক্যাথরিন ট্যাক্সি নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। নাম তাঁর নিকোদেস। অমায়িক চেহারা, সহানুভূতি ভরা চোখ। এমন লোকের সঙ্গে আলাপ করা যায় খোলাখুলি।

'বসুন, মিসেস ডগলাস,' বললেন ডাক্তার নিকোদেস।

নার্ভাস হয়ে পড়েছে ক্যাথরিন। কীভাবে শুরু করবে?

'আপনার সমস্যাটা কী?' জানতে চাইলেন নিকোদেস।

'সাহায্য দরকার আমার,' শেষমেষ বলতে পারল ক্যাথরিন।

'কী ধরনের?'

BanglaBook.org

'জানি না, আমি সত্যিই জানি না।'

'আপনি কি অসুস্থ বোধ করেন?'

'হ্যাঁ, আমার মনে হয় আমি অসুস্থ। তাছাড়া আমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে!' ক্যাথরিন কাঁদছিল না, কিন্তু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল চোখের জল।

'আপনি ড্রিঙ্ক করেন, মিস ডগলাস?' নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন নিকোদেস।

'কখনও কখনও।'

'কী পরিমাণ?'

'খুব বেশি নয়। তবে নানা অবস্থায়—'

'আজ আপনি ড্রিঙ্ক করেছেন?'

'না।'

ডাক্তার নিকোদেস লক্ষ করছিলেন ক্যাথরিনকে। 'আপনি মোটেও কুৎসিত নন। আপনার ওজন বেড়েছে একটু আর ফিগার নষ্ট হয়ে গেছে কিছুটা—এই যা। আপনি তো যত্নই নেন না আপনার শরীরের। অথচ আপনার ভেতরে লুকিয়ে আছে সুন্দরী এক রমণী।'

কান্নায় ভেঙে পড়ল ক্যাথরিন। নিকোদেস সময় দিলেন কান্নার। চোখ মুছে ক্যাথরিন বলল, 'আপনি আমাকে সাহায্য করবেন?'

'তা নির্ভর করছে পুরোপুরি আপনার ওপরে। সত্যি বলতে কি, আপনার সমস্যাটা কোথায়, আমি বুঝতে পারছি না এখনও। তবে আপনি যদি খোলাখুলি আলাপ করেন, তাহলে আপনাকে কিছুটা হলেও সাহায্য করতে পারব বলে আশা করি। কোনও সুন্দরী মহিলা নিজেকে এমন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে, এর পেছনে শক্ত কোনও কারণ থাকতেই হবে। আপনার স্বামী জীবিত?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি তাঁর সঙ্গেই বাস করেন?'

'যখন সে বাসায় থাকে।'

'কী কাজ করেন তিনি?'

'কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিসের ব্যক্তিগত পাইলট সে।'

'আপনার স্বামীকে আপনি ভালবাসেন?'

BanglaBook.org

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে গেল ক্যাথরিন। সে এখন যা বলবে, তা খুব গুরুত্বপূর্ণ ডাক্তারের কাছে। এবং তার কাছেও। সে ভালবাসে ল্যারিকে এবং ঘৃণাও করে। কখনও খুন করতে ইচ্ছে হয় তাকে। কখনও তার জন্য মনটা এত আকুল হয়ে ওঠে যে মনে হয়, তাকে ভালবেসে মরতে পারার ভেতরেও তৃপ্তি আছে। এই অনুভূতির নাম কী? সম্ভবত, ভালবাসা। 'হ্যাঁ,' জানাল ক্যাথরিন।

'তিনি ভালবাসেন আপনাকে?'

ক্যাথরিন ভাবল খানিকটা সময়। ল্যারি তাকে এখন আর চায় না। এর জন্যে কি তাকে দায়ী করা চলে? গতকাল আয়নায় দেখা নিজের চেহারা মনে পড়ল তার। এমন চেহারার মেয়েকে কে চায়? কিন্তু ল্যারি তাকে চায় না বলেই তো তার চেহারার এই দশা এখন। নাকি তার চেহারার এই দশা বলে ল্যারি তাকে চায় না?

'আমি জানি না,' হতাশভাবে উচ্চারণ করল ক্যাথরিন। 'এখন আমাকে কী করতে হবে, বলুন?'

'এখন আপনার শরীর পরীক্ষা করতে হবে,' জানালেন নিকোদেস। 'ড্রিঙ্ক করা বাদ দিতে হবে পুরোপুরি। একটা নির্দিষ্ট ডায়েট মেনে চলবেন। ফিগার ঠিক করতে চাইলে ব্যায়াম করতে হবে নিয়মিত। প্রতি সপ্তাহে বিউটি পারলারে যাবেন। তবে একটু সময় লাগবে, মিস ডগলাস। রাতারাতি আপনার চেহারা পাল্টে যাবে, এমন ধারণা করবেন না। আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি, কয়েক মাসের মধ্যে—এমনকি কয়েক সপ্তাহ পরই নিজেকে নতুন মনে হবে আপনার। তখন স্বামীও আকৃষ্ট হবেন আপনার প্রতি।'

যেন নতুনভাবে বাঁচার সুযোগ দেয়া হলো ক্যাথরিনকে। ভেতরের অসহনীয় বোঝা যেন হারিয়ে গেল নিমেষে।

'তবে,' আবার বললেন ডাক্তার নিকোদেস, 'মদ ছাড়াটাই সবচেয়ে দুরূহ কাজ হবে।'

'না, আমি সহজেই ছাড়তে পারব।' ক্যাথরিন জানে, সত্য বলছে সে। 'মদ আর ছুঁয়েও দেখব না।'

ক্যাথরিনের দিকে তাকিয়ে নিকোদেস বললেন, 'আমি তা বিশ্বাস করি।'

রাস্তায় বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরতে গিয়েও সিদ্ধান্ত বদলাল ক্যাথরিন। এখন থেকেই তো ব্যায়াম শুরু করা যায়। হাঁটতে শুরু করল সে। আজ থেকে শুরু হচ্ছে তার

BanglaBook.org

নতুন জীবন। আর পেছনে ফিরে তাকাবে না সে। তার সমস্ত ক্রিয়া-কর্ম, মনোযোগ এখন ভবিষ্যতে কেন্দ্রীভূত।

এথেন্সের সেরা বিউটি পারলারে পরদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বাসায় ফিরে এল সে।

ঘরে ঢুকেই অনুভব করল, কে যেন আছে বেডরুমে। এগিয়ে গেল সে পা টিপে টিপে। ল্যারি। একটা স্যুটকেস গোছানো শেষ করে দ্বিতীয়টি গোছাচ্ছে।

'আমি চলে যাচ্ছি,' ল্যারি জানাল।

'কোথায়? ডেমিরিসের সঙ্গে কোনও দেশে?'

'না। আমি তোমার কাছ থেকে একেবারেই চলে যাচ্ছি।'

'ল্যারি—'

'আলোচনা করার কিছুই নেই এতে।'

'আছে, ল্যারি, আছে।' বেসামাল অনুভূতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করল ক্যাথরিন। 'আজ আমি ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছেন, আমার চেহারা আবার সুন্দর হয়ে উঠবে। ড্রিঙ্ক করা ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

'ক্যাথি, দেরি হয়ে গেছে। আমি ডিভোর্স চাই।'

কথাগুলো যেন ক্যাথরিনকে আঘাত করল শারীরিকভাবে। 'ল্যারি, তোমাকে আমি দোষ দিই না। অনেক দোষ আছে আমার, স্বীকার করছি। কিন্তু আমি বদলে যাব, ল্যারি, তুমি দেখে নিয়ো।' হাত জোড় করে অনুনয় করল সে, 'আমাকে, প্লীজ, আর একবার সুযোগ দাও। আর একবার।'

ল্যারির দৃষ্টি শীতল। 'আমি এখন অন্য একজনকে ভালবাসি। আমি ডিভোর্স চাই তোমার কাছে।'

অন্য ঘরে ঢুকে একটা ফ্যাশান পত্রিকার পাতা ওল্টাতে শুরু করল ক্যাথরিন। কিছুই দেখছে না সে। তার দৃষ্টির সামনে যেন অবারিত শূন্যতা। একটু পর শোনা গেল ল্যারির গলা, 'আমার উকিল মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসবে।'

দরজা বন্ধ করে চলে গেল ল্যারি।

খুব ধীর গতিতে পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছিল ক্যাথরিন। শেষ হলে পত্রিকাটি রাখল টেবিলে। তারপর ঢুকল বাথরুমে। একটা রেজর ব্লেড হাতে নিয়ে গভীরভাবে বসিয়ে দিল কব্জিতে।

BanglaBook.org

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এপ্রেল : ১৯৪৬

অচেতন অবস্থায় ক্যাথরিন ড্রামের বিকট আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে মাথার ভেতরে, শরীরে সশব্দে ঢেউ তুলে বইছে রক্তের নদী, মগজের ভেতর জ্বলছে অত্যুজ্জ্বল সাদা আলো। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে।

হাসপাতালে ভর্তি হবার পাঁচ দিন পর চোখ খুলল ক্যাথরিন। পাশে দাঁড়িয়ে ডাক্তার নিকোদেস। চারপাশে নরম আলো। তার শরীরে রক্তের সশব্দ প্রবাহও থেমে গেছে।

'নরকে ছিলাম যেন এতক্ষণ,' ক্যাথরিন বলল।

'আসলেও তা-ই,' বললেন নিকোদেস।

'ক'দিন ধরে আমি পড়ে আছি এখানে?'

'পাঁচ দিন।'

'আমি দুঃখিত,' লজ্জিত স্বরে কথাটা বলেই চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

রাতে যখন ঘুম ভাঙল, তার পাশে এক চেয়ারে বসে আছেন উইলিয়াম ফ্রেজার। টেবিলে ফুল আর ক্যান্ডি।

'আমি দুঃখিত, বিল,' কেঁপে গেল ক্যাথরিনের গলার স্বর। মনে হলো, কেঁদে ফেলবে এক্ষুণি।

'তোমার জন্য ফুল আর ক্যান্ডি এনেছি। আরেকটু সুস্থ হয়ে ওঠো, বই এনে দেব পড়ার জন্য।'

ফ্রেজারের দিকে তাকাল ক্যাথরিন। কেন সে এই লোকটাকে ভালবাসে না? ভালবাসে এমন একজনকে, যাকে সে ঘৃণা করে?

'আমি এখানে এলাম কী করে?'

'কেন, অ্যাম্বুলেন্সে।'

'কে খুঁজে পেয়েছিল আমাকে?'

'আমি। বারকয়েক ফোনে তোমাকে না পেয়ে তোমার অ্যাপার্টমেন্টের

BanglaBook.org

দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকেছিলাম।'

'এর জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত কি না, বুঝতে পারছি না।'

যাবার আগে ফ্রেজার চুমু খেলেন ক্যাথরিনের কপালে। চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

ল্যারি এল পরদিন সকালে। তাকে অতটা উৎফুল্ল দেখবে, ক্যাথরিন ভাবেনি। এখন ঠোঁটে একটু লিপস্টিক লাগিয়ে চুলে একটু চিরুণি বোলাতে পারলে বেশ হত।

'কেমন আছ, ক্যাথি?' প্রশ্ন করল ল্যারি।

'চমৎকার।'

'তুমি বেঁচে উঠবে, কেউ ভাবতে পারেনি সেটা।'

'তুমি ক্ষুণ্ন হয়েছ? তোমাকে হতাশ করার জন্য দুঃখিত, ল্যারি।'

'এভাবে বলতে নেই, ক্যাথি।'

'কেন, কথাটা সত্যি নয়? তুমি তো মুক্তি চেয়েছিলে আমার থেকে।'

'কিন্তু এভাবে নয়, ক্যাথি। আমি তোমার কাছে ডিভোর্স চাই।'

ক্যাথরিন তাকাল ল্যারির দিকে। এই সেই সুপুরুষ, তার স্বামী, যাকে সে ভালবেসে এসেছে সাত বছর। ল্যারিকে সে ডিভোর্স দিতে পারে না। কারণ এখনও ভালবাসে তাকে। গভীরভাবে ভালবাসে।

ল্যারি উত্তরের অপেক্ষায় ছিল। 'তুমি আমার কাছে ডিভোর্স পাবে না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল ক্যাথরিন।

নোয়েলের পরামর্শ অনুসারে পরদিন আবার ল্যারি এল ক্যাথরিনের কাছে। তাকে বোঝাল। কিন্তু ক্যাথরিন অটল তার সিদ্ধান্তে। সে বিশ্বাস করে, তাকে আর একবার সুযোগ দেয়া হলে ল্যারি তাকে ভালবাসবে আবার।

'তুমি আমার স্বামী,' ক্যাথরিন বলল, 'এবং মৃত্যু পর্যন্ত তা-ই থাকবে।'

সবকিছু শুনে নোয়েল তার মতামত জানাল, 'ক্যাথরিনকে তোমার ঝেড়ে ফেলতেই হবে। যে-কোনও উপায়ে।'

ল্যারি হতভম্ব হয়ে পড়ল তার কথার ধরনে। সে নিশ্চয়ই ভুল বুঝেছে।

BanglaBook.org

ক্যাথরিনকে হত্যা করার কথা নিশ্চয়ই বোঝাতে চায়নি নোয়েল। কিন্তু হঠাৎ ল্যারির মনে পড়ল হেলেনার কথা।

'ক্যাথরিন তো মরতে চেয়েছিল,' বলল নোয়েল। 'তুমি ব্যাপারটা ত্বরান্বিত করতে পারো না?'

'সেটা আমি কখনও পারব না, নোয়েল।'

'পারবে না?' নোয়েলের দু'হাত পরিভ্রমণ শুরু করল ল্যারির শরীরে। 'আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল ল্যারি। কিন্তু নোয়েলের গভীর চুম্বনে হারিয়ে গেল তা। সবকিছু বিস্মৃত হলো ল্যারি। শক্ত করে জড়িয়ে ধরল নোয়েলকে। কী করে নোয়েলকে ছাড়া বাঁচবে সে? নিজের অজান্তেই সে সম্মত হয়ে গেছে নোয়েলের প্রস্তাবে।

'আমরা ধরা পড়লে কী হবে?' ল্যারি জিজ্ঞেস করল।

'একটু বুদ্ধি করে সবকিছু করতে পারলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

'নোয়েল, এথেন্সের প্রত্যেকে জানে, আমি ক্যাথরিনের সঙ্গে থাকি না। এই সময় তার একটা কিছু হলে পুলিশ প্রথমেই সন্দেহ করবে আমাকে।'

'তা তো করবেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল নোয়েল। 'তাই পরিকল্পনা ফাঁদতে হবে সতর্কভাবে। ব্যাপারটা লোকজনের কাছে মনে হবে দুর্ঘটনার মত এবং পুলিশ তাতে নাক গলাবে না। এথেন্সের পুলিশ ভীষণ চালাক।'

'তবু যদি তদন্ত শুরু হয়?'

'হবে না। কারণ দুর্ঘটনাটি এখানে ঘটবে না।'

'তাহলে কোথায় ঘটবে?'

'আইয়োয়ান্নিনা-তে।' নোয়েল সবিস্তারে বর্ণনা করল তার পরিকল্পনা। বিভিন্ন অংশে ল্যারির যাবতীয় প্রশ্নের মনঃপূত সমাধান দিল। পরিকল্পনাটি নিখুঁত।

BanglaBook.org

কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণ নার্ভাস বোধ করছিল পল মেটাক্সাস। সে নিজেই গরজ করে দেখা করতে এসেছে তাঁর সঙ্গে।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি ভীষণ দুঃখিত, মিস্টার ডেমিরিস।'

'কোনও প্লেনে কি গোলযোগ দেখা দিয়েছে?'

'জ্বী না, স্যার। ব্যক্তিগত একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলাম।'

নিরুৎসাহী চোখে ডেমিরিস তাকালেন পলের দিকে। কর্মচারিদের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর পছন্দ নয়। এসবের জন্য আলাদা একজন সেক্রেটারি আছে। তিনি পলের পরবর্তী কথার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছে পল। কীভাবে বলবে কথাটা? অনেক বিনিদ্র রাত কাটিয়ে ডেমিরিসকে সবকিছু জানানোর সিদ্ধান্ত সে নিয়েছে।

'মিস নোয়েল পাজের ব্যাপারে কিছু বলতে চাইছিলাম,' শেষমেষ বলল সে।

প্লাটিনামের তৈরি সিগারেটবক্স থেকে মিশরীয় সিগারেট বের করে ধরালেন ডেমিরিস। 'কী কথা মিস পাজ সম্পর্কে, বলুন?' খুব উদাসীন স্বরে বললেন।

পল ঠিক বুঝতে পারল না, সবকিছু বলার সিদ্ধান্ত নিয়ে কি ভুল করেছে সে? তার অনুমান অনুযায়ী—এইসব তথ্যের জন্য ডেমিরিসের প্রশংসা তার প্রাপ্য। কিন্তু হিসেবে যদি ভুল হয়ে থাকে! তবু বলতেই হবে। কোনও উপায় নেই এখন আর।

'ব্যাপারটি আসলে মিস পাজ এবং ল্যারি ডগলাস বিষয়ে। রাফিনা-য় একটি ভিলায় প্রায়ই তাঁরা একত্রে সময় কাটান।'

ডেমিরিসের মুখে উৎসাহের লেশ নেই বিন্দুমাত্র। সিগারেটের ছাই তিনি ঝেড়ে ফেললেন সোনার অ্যাশট্রেতে। পল বুঝে গেল, ভুল করেছে সে। এখন অন্তত এই ধারণা তাঁকে দিতে হবে যে, সে সত্য কথা বলছে।

'আমার বোনের বিয়ে হয়েছে রাফিনা-য়। সে তাঁদেরকে সমুদ্রের পাড়ে দেখেছে বহুবার। মিস পাজকে সে চিনেছে খবরের কাগজে ছাপা ছবি থেকে, আর ল্যারি ডগলাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল, যখন সে বেড়াতে এসেছিল আমার কাছে। সে আমাকে বলেছে, মিস পাজের সঙ্গের লোকটি নির্ঘাত ল্যারি ডগলাস।'

ডেমিরিস তার দিকে তাকিয়ে আছেন নিরাসক্তভাবে।

'আমি ভেবেছিলাম, ব্যাপারটা আপনাকে জানানো প্রয়োজন,' কোনওমতে বলল পল।

নিস্পৃহ স্বরে ডেমিরিস বললেন, 'মিস পাজ যা কিছু করছেন, সব তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তা নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করার ব্যাপারটি তিনি নিশ্চয়ই পছন্দ

BanglaBook.org

করবেন না।'

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠল পলের কপালে। 'হায় ঈশ্বর! পুরোপুরি উল্টো বুঝেছেন তিনি। 'বিশ্বাস করুন, মিস্টার ডেমিরিস, আমি কেবল চেয়েছিলাম—'

'আমি জানি,' তাকে থামিয়ে দিলেন ডেমিরিস। 'আপনি ভেবেছিলেন, আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ গোপন একটি সংবাদ নিয়ে এসেছেন। আপনি ভুল করেছেন। আর কিছু বলার আছে আপনার?'

'জ্বী না, স্যার।' পল চলে গেল।

কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তাঁর দৃষ্টি ছাদের দিকে।

পরদিন সকালে খবর পৌঁছুল পল মেটাক্সাসের কাছে—কঙ্গো যেতে হবে তাকে। সেখানকার মাইনিং কোম্পানি থেকে কিছু জিনিস বহন করে নিয়ে যেতে হবে ব্রাজাভিল-এ। কাজ দশদিনের।

তৃতীয় দিনে পলের প্লেন ধ্বংস হয়ে পড়ে গেল গভীর জঙ্গলে। পলের শরীরের কোনও অংশ খুঁজে পাওয়া গেল না কোথাও।

দু'সপ্তাহ পর ক্যাথরিন যেদিন ছাড়া পেল হাসপাতাল থেকে, সেদিনই ল্যারি তাকে দেখতে এল তার অ্যাপার্টমেন্টে। কথা বলল অনর্গল, হাসির গল্প বলল—যেন কোনও কিছুই হয়নি তাদের জীবনে, খুব স্বাভাবিকভাবে চলছে তাদের জীবন।

একত্রে খেলো তারা সেদিন। খাবার পর প্লেট ধোয়ায় ল্যারি সাহায্য করল ক্যাথরিনকে। ল্যারির শরীরের অত কাছে দাঁড়িয়ে নিজের শরীরের ভেতর ব্যথা অনুভব করল সে। কতদিন সহবাস করেনি তারা!

তিনদিন পর ফোন করল ল্যারি। ক্যাথরিনকে রেস্টুরেন্টে ডিনার করার নিমন্ত্রণ জানাল। পরের রোববারে ক্যাথরিনকে নিয়ে সে গেল ভিয়েনায়। ফিরে এল সেদিনই রাতে। চমৎকার কেটেছে দিনটা।

ক্যাথরিনকে অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছে দিয়ে যাবার সময় ল্যারিকে বলল সে, 'ধন্যবাদ, ল্যারি।'

ল্যারি এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করে চুমু খেতে শুরু করল তাকে। ক্যাথরিন

BanglaBook.org

সরে এল।

'না,' জানিয়ে দিল সে।

'ক্যাথি...'

'না!'

মাথা নাড়ল ল্যারি। 'আমি বুঝতে পেরেছি, ক্যাথি।' গলার স্বর নরম তার।

রাগে শরীর কাঁপছিল ক্যাথরিনের। 'সত্যি সত্যি বুঝতে পেরেছ?'

'আমি জানি, তোমার সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করেছি। তবে আর একবার সুযোগ দাও আমাকে। আমি শুধরে নেব নিজেকে।'

লম্পট কোথাকার! ঠোঁটে দাঁত চেপে কান্না চাপার ব্যর্থ চেষ্টা করল ক্যাথরিন। জলে ভরে এল তার চোখ। 'দেরি হয়ে গেছে, ল্যারি, খুব দেরি হয়ে গেছে,' কোনওমতে উচ্চারণ করল সে।

ল্যারি বেরিয়ে গেল নিঃশব্দে।

পরের সপ্তাহে ক্যাথরিনের সঙ্গে কয়েকবার দেখা করল সে। ফুল উপহার দিল তাকে, দিল নানান দেশ থেকে সংগ্রহ করা অজস্র পাখির মূর্তি। ক্যাথরিন খুব খুশি হলো। ল্যারি তাহলে মনে রেখেছে তার শখের কথা।

ব্যাপারটা আবারও শুরু হচ্ছিল দ্বিধাগ্রস্তভাবে। ল্যারি আর কখনও তাকে চুমু খাবার চেষ্টা করেনি। ক্যাথরিনও সংযত রেখেছে নিজেকে, নিয়ন্ত্রণে রেখেছে নিজের আবেগকে। সে জানে, বাঁধ ভেঙে গেলে আবার সে জড়িয়ে পড়বে ল্যারির সঙ্গে এবং তখন ল্যারি তাকে প্রত্যাখ্যান করলে সেটা হবে তার জন্য চূড়ান্ত আঘাত।

ক্যাথরিন একদিন জিজ্ঞেস করল, 'যে-মেয়ের প্রেমে পড়েছিলে, তার খবর কী?'

'কেটে গেছে,' সহজভাবে উত্তর দিল ল্যারি।

ক্যাথরিন গোপনে নজর রেখেছে ল্যারির গতিবিধির ওপর। কিন্তু অন্য কোনও মেয়ের প্রতি কোনও উৎসাহ নেই ল্যারির। সে সম্পূর্ণত নিবেদিত ক্যাথরিনের প্রতি এবং ক্যাথরিনেই তুষ্ট। খুব সম্ভব, অতীতের ঘটনাবলির প্রায়শ্চিত্ত করছে।

একবার এক পার্টি থেকে ফিরল তারা রাত বারোটার পর। ল্যারি ক্যাথরিনের অ্যাপার্টমেন্টে এল তাকে এগিয়ে দিতে। ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতে

BanglaBook.org

গেল ক্যাথরিন। ল্যারি হাত চেপে ধরল তার। ফিসফিস করে বলল, 'দাঁড়াও, তোমাকে কিছু কথা বলতে চাই। অন্ধকারে বলতে সুবিধে হবে।'

ল্যারি দাঁড়িয়ে ছিল ক্যাথরিনের খুব কাছাকাছি। ক্যাথরিনের শরীরে যেন ঢেউ বইতে শুরু করল।

'আমি তোমাকে ভালবাসি, ক্যাথি,' ল্যারি বলল। 'আর কাউকে আমি এভাবে ভালবাসিনি। আমাকে আর একবার সুযোগ দাও। আমি জানি, তুমি হয়তো এখনও প্রস্তুত নও। তবে আমরা শুরু করব ধীরে ধীরে। শুধু হাত ধরা দিয়েই শুরু হোক তাহলে।'

ক্যাথরিনের হাত ধরল ল্যারি। তাকে কাছে টেনে নিয়ে ক্যাথরিন শক্ত করে চেপে ধরল নিজের বুকে। তারা চুমু খেল গভীরভাবে। সারা রাতে মিলিত হলো অনেকবার। সময় যেন একটুও পেরিয়ে যায়নি। তারা যেন হানিমুনে। ক্যাথরিন তখন জেনে গেছে, এবারে সত্যি সত্যিই সব ঠিক হয়ে আসবে। তারা পরস্পরকে কষ্ট দেবে না আর কখনও।

'চলো, আমরা দ্বিতীয়বার হানিমুনে যাই। তুমি রাজি?' প্রস্তাব দিল ল্যারি।

'অবশ্যই।'

'ক'দিন পরে ছুটি পাব দিনকয়েকের। শনিবারে রওনা দেয়া যাবে। আইয়োয়ান্নিনা নামে চমৎকার একটা জায়গা আছে। ওখানে যাব হানিমুনে।'

BanglaBook.org

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

এথেন্স থেকে আইয়োয়ান্নিনা—ন'ঘণ্টার পথ। সেখানে পৌঁছুল তারা সন্ধেবেলা। ছোট্ট, একতলা হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল ল্যারি। ইউনিফর্ম-পরা বয়স্ক একজন লোক বেরিয়ে এসে সম্ভাষণ জানাল তাদের।

'গুড ইভনিং। হানিমুন করতে এসেছেন নিশ্চয়ই।'

হেসে ফেলল ক্যাথরিন। 'কী করে বুঝলেন?'

'দেখেই বোঝা যায়,' লোকটি উত্তর দিল বিজ্ঞের মত।

ঘর গোছানো শুরু করল ক্যাথরিন। ল্যারি গল্প করছিল হোটেলের রুম ক্লার্কের সঙ্গে।

'কী করে এখানে সময় কাটানো যায়, বলুন তো?' ল্যারি জিজ্ঞেস করল।

'এই গ্রামে নৌকো চালানো, মাছ ধরা আর সাঁতার কাটার চমৎকার ব্যবস্থা আছে,' জানাল ক্লার্ক।

অদূরবর্তী একটি লেক দেখিয়ে ল্যারি জিজ্ঞেস করল, 'কতটা গভীর ওটা?'

'কেউ জানে না। ওটা ভলকানিক লেক। অসম্ভব গভীর—সম্ভবত অতল।'

'আর সেই বিখ্যাত গুহাগুলো কতদূর এখান থেকে?'

'পেরামা-র গুহাগুলোর কথা বলছেন তো? কয়েক মাইল এখান থেকে।'

'সব গুহায় ঢুকতে দেয়?'

'না, বন্ধ করে দেয়া হয়েছে কিছু কিছু। তবে আপনি যদি পাহাড়ে উঠতে চান, তাহলে আপনাকে পরামর্শ দেব জুমেরকা পাহাড়ে ওঠার। মিসেস ডগলাস উঁচুতে উঠতে ভয় পাবেন না তো?'

'না,' ল্যারি বলল। 'সে খুব দক্ষ এ-ব্যাপারে।'

'আপনাদের ভাগ্য ভাল। এই সময়টায় আবহাওয়া চমৎকার। মেল্টেমি-র কোনও সম্ভাবনা নেই এখন।'

'মেল্টেমি মানে?'

'ভয়ঙ্কর উত্তুরে হাওয়া। অনেকটা আপনাদের হ্যারিকেনের মত। ওই সময় ঘর ছেড়ে বেরোয় না কেউ।'

পরদিন সকালে ঘুরতে বের হলো তারা। গতকালও বের হয়েছিল। পার্কের এক রাস্তা ধরে হেঁটে চলে গিয়েছিল একটা লেকের পাড়ে। লেকের জলের দিকে তাকিয়ে অকারণে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল ক্যাথরিনের মনে। কেমন একটা অদ্ভুত চেহারা লেকটির!

তারা হাঁটতে শুরু করল লেকের পাশের সরু পথ ধরে। অদূরে পাহাড়ের ওপরে দুধের মত সাদা বিশাল একটা দালান চোখে পড়ল তাদের। অনেকটা দুর্গের মত।

কাছে গিয়ে দেখল তারা, দালানের সামনে কাঠের বিরাট ফটক। ভেতরে কী আছে, জানার জন্য কড়া নাড়ল বারকয়েক।

BanglaBook.org

খানিকক্ষণ পর বিশ্রী শব্দ করে খুলে গেল দরজা। বেরিয়ে এল কালো পোশাক-পরা এক সন্ন্যাসিনী।

'আমরা খুব দুঃখিত,' ক্যাথরিন বলল। 'আমরা জানতাম না, এখানে কী। দরজায় বা অন্য কোথাও কিচ্ছু লেখাও নেই।'

সন্ন্যাসিনী ইঙ্গিতে ঢুকতে বলল তাদেরকে। ভেতরে প্রকাণ্ড উঠান। কেমন অস্বস্তিকর পরিবেশ। কারণটা বোঝা গেল অচিরেই। মানুষজনের গলার স্বর নেই কোথাও।

হাত এবং মাথা সহযোগে অঙ্গভঙ্গি করে সন্ন্যাসিনী তাদেরকে অপেক্ষা করতে বলে উঠানের এক প্রান্তের ঘরে ঢুকে পড়ল। ল্যারি আর ক্যাথরিন কথা বলছিল ফিসফিস করে—অখণ্ড এই নৈঃশব্দ্য ভেঙে যাবে বলেই যেন এই সতর্কতা। ওদিকে সব ঘরের সব জানালায় অসংখ্য উৎসুক মুখের সমাবেশ হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের পরনেই কালো পোশাক।

লম্বা, পাতলা এক মহিলা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে পরিচয় দিলেন, 'আমি মিস্টার টেরেসা।' তিনি জানালেন, এটা সন্ন্যাসিনীদের আশ্রম। এখানে অতিথি আসে না বড় একটা। বহির্জগতের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ নেই বললেই চলে। সবাই নীরবতার ব্রত নিয়েছে।

'কতদিনের জন্য?' ল্যারি জানতে চাইল।

'গিয়া পান্‌টা,' গ্রীক ভাষায় উত্তর দিয়েও সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিলেন তিনি। 'মৃত্যু পর্যন্ত। এখানে একমাত্র আমারই কথা বলার অনুমতি আছে। তা-ও কেবল প্রয়োজনের সময়।'

ক্যাথরিন আর ল্যারি বেরিয়ে এল। বন্ধ হয়ে গেল বিশাল দরজা। ক্যাথরিন ফিরে তাকাল একবার। ঠিক যেন জেলখানা। কিংবা জেলখানার চেয়েও ভয়াবহ একটা কিছু। এই জগতের দরজা বন্ধ ভেতরের মেয়েদের জন্য। অসহনীয় এই চিরস্থায়ী নীরবতায় কাটবে তাদের জীবন। এই আশ্রমটির কথা ক্যাথরিন ভুলবে না কোনওদিন।

BanglaBook.org

আইয়োয়ান্নিনাতে চমৎকার কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

একদিন তারা নাস্তা করছিল ছোট্ট এক রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টটি লেকের পাশে। আরামদায়ক গ্রীক রোদ ছড়িয়ে আছে চারপাশে, লেকের জল থেকে

উঠে আসছে মৃদু-ঠাণ্ডা বাতাস। ক্যাথরিনের কাঁধ জড়িয়ে চুমু খেতে লাগল ল্যারি। এমন সময় সেখানে এসে ঢুকল ওয়েটার। সেটা লক্ষ করেও ল্যারির ভাবান্তর হলো না কোনও।

একটু মুচকি হেসে অদৃশ্য হলো ওয়েটার। ক্যাথরিন ততক্ষণে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে। লোকজনের সামনে ল্যারি তো এরকম করেনি কখনও। আসলে সে এখন, বোধ হয়, গোটা পৃথিবীকে দেখাতে চায়, ক্যাথরিনকে সে ভালবাসে। ব্যাপারটি ছুঁয়ে গেল তাকে।

'আমার মাথায় আইডিয়া এসেছে,' বলল ল্যারি। 'আঙুল তুলে পূর্বদিকে ক্যাথরিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। উঁচু একটি পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে উদ্ধত ভঙ্গিতে। 'আজ আমরা জুমেরকা পাহাড়ে উঠব।'

ক্যাথরিন যেতে চাইল না। বলল, 'আমি তো পর্বতারোহী নই।'

'এটাতে ওঠা খুব সহজ। অবশ্য তুমি যদি যেতে না চাও, আমি একাই যাব।' খুব বিষাদ-মাখা হতাশার সুর তার কথায়।

ল্যারি তাকে নিতে চাইছে সঙ্গে। এটাই কি ক্যাথরিনের জন্য যথেষ্ট নয়?

'ঠিক আছে, আমি যাব,' জানাল সে।

পাহাড়টা যেখান থেকে শুরু হয়েছে, ঠিক সেখানেই গাড়ি থামাল ল্যারি। বেশ কয়েকটি স্যাণ্ডউইচ, কিছু ফলমূল আর থার্মোফ্লাক্স-ভর্তি কফি কিনে নিল পাশের ছোট একটা দোকান থেকে।

'ওপরে উঠে আমাদের ভাল লাগলে,' ল্যারি বলল দোকানদারকে, 'আমরা রাতটাও কাটিয়ে দেব ওখানে।' ক্যাথরিনকে জড়িয়ে ধরল সে। কপট হাসি হেসে দোকানদার চোখ ফিরিয়ে নিল সেদিক থেকে।

পাহাড়ের গোড়ালির কাছে গিয়ে ক্যাথরিন চুড়োর দিকে তাকাল—ভয়ানক উঁচু! অতটা ওপরে তারা নিশ্চয়ই উঠবে না। বড় জোর খানিকটা উঠে ছোট একটা চড়ুইভাতি করে ফেলবে।

'এই পথে এস,' ল্যারি বলল। যে-পথে ওপরে ওঠা অনায়াসসাধ্য হবে বলে মনে হয়েছিল ক্যাথরিনের, সে-পথে গেল না ল্যারি। হাঁটতে শুরু করল অন্য পথ ধরে।

দূর দেখে এটা লক্ষ করে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল দোকানদারটি। এটা তো ভুল রাস্তা! ভীষণ বিপজ্জনক এই পথ! এটা কেবল অভিজ্ঞ পর্বতারোহীদের জন্য। সে

BanglaBook.org

কি দৌড়ে গিয়ে সতর্ক করে দেবে? ঠিক এই সময় কয়েকজন খদ্দের এসে পড়ল তার দোকানে। এই দুই আমেরিকানকে মন থেকে মুছে ফেলল সে।

বিপদসঙ্কুল পথ ধরে উঠতে উঠতে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল ক্যাথরিন। ইতোমধ্যে বাতাস হালকা হয়ে এসেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারটি কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে ক্রমশ। পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব হচ্ছে না পথ সঙ্কীর্ণ বলে। ল্যারির পিছু পিছু যাচ্ছে সে। কখন যে থামবে ল্যারি!

সামনে পড়ল গভীর এক গিরিখাত। তার ওপর দিয়ে কাঠের এক নড়বড়ে সেতু। বাতাসে দুলছে সেটা। একজন লোকের ভারও তা সইতে পারবে বলে মনে হয় না। ক্যাথরিনের বারণ সত্ত্বেও সেতু পার হলো ল্যারি এবং ক্যাথরিনকেও পার হতে বলল ওপাশ থেকে।

প্রাণ হাতে নিয়ে সেতু যখন পার হলো ক্যাথরিন, তখন সে কাঁপছে—হয় আতঙ্কে কিংবা তুষারাবৃত পাহাড়-চুড়ো থেকে ভেসে-আসা হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা বাতাসে।

'চলো আমরা ফিরে যাই,' ক্যাথরিন প্রস্তাব দিল।

ল্যারি অদম্য। আরও ওপরে উঠতে চায়। বলল, 'আর একটু ওপরে পিকনিকের জন্য চমৎকার জায়গা আছে। আমরা ওখানে থামব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে,' সম্মতি দিল অনিচ্ছুক ক্যাথরিন।

লোহার মত ভারি হয়ে গেছে ক্যাথরিনের পা। কতটা ওপরে উঠেছে তারা কিংবা কতক্ষণ ধরে উঠছে? কোনও ধারণাই নেই তার।

এক সময় শেষ হয়ে এল পথ। চুড়োয় পৌঁছে গেছে তারা। ক্যাথরিন তখন ক্লান্ত, অবসন্ন। শুয়ে শুয়ে শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল সে। আতঙ্ক দূর হয়ে গেছে তার মন থেকে। আর কোনও ভয় নেই। ল্যারি বলল, 'নিচে নামা অনেক সহজ।'

'ল্যারি, দারুণ লাগছে আমার!' কথাটা বলেই ক্যাথরিন লক্ষ করল, ল্যারি অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে আছে দূরে। খুব উদ্বিগ্ন মনে হলো তাকে।

'দেখো, দেখো!' সোৎসাহে ল্যারির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল ক্যাথরিন। পেঁজা তুলোর মত ধবধবে সাদা মেঘ এগিয়ে আসছে ঠিক তাদের দিকে। 'কী মজা! আমি কখনও মেঘের ভেতরে দাঁড়াইনি। এটা নিশ্চয়ই স্বর্গে থাকার মত একটা ব্যাপার!'

ল্যারি দেখল, ক্যাথরিন উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল একটু। মেঘটা ক্রমশ

BanglaBook.org

তার নিকটবর্তী হচ্ছে।

'আমি এই মেঘের ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকব,' ক্যাথরিন বলল। 'মেঘটা আমার ভেতর দিয়ে যাবে।'

পর মুহূর্তেই ক্যাথরিন হারিয়ে গেল ধবল আর্দ্রতায়। 'কী মজা, ল্যারি! আমার কাছে এসো তুমি।' ল্যারি শুনল ক্যাথরিনের গলা। সে উঠে কণ্ঠস্বরের উৎসস্থল আন্দাজ করে এগোতে লাগল। 'ঠিক হালকা বৃষ্টির মত, তাই না?' ক্যাথরিন বলল। ল্যারি জেনে গেল, ক্যাথরিনের বেশ কাছে এসে পড়েছে সে। আর একটু এগিয়ে গিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে দিল সে ক্যাথরিনের শরীরের দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মেঘ সরে গিয়ে চারদিক ভরে গেল স্বচ্ছ আলোয়।

আর তক্ষুণি উচ্চস্বরের কথা ভেসে এল, 'এরচে' উঁচু পাহাড়ে আমি উঠেছি এর আগে।'

নিমেষে ফ্যাকাসে হয়ে পড়ল ল্যারির চোখ-মুখ। একদল পর্যটকসহ এক গ্রীক গাইডকে দেখতে পেল সে অদূরেই।

একটু আগে ল্যারির ভেতরে যে-উত্তেজনা আর উদ্দীপনা লক্ষ করেছে ক্যাথরিন, তা যেন নিবে গেছে পুরোপুরি। ঠিক যেন সুইচ বন্ধ করে দিয়েছে কেউ।

সহজ পথ ধরে নামল তারা। সারাটা সময় গম্ভীর হয়ে রইল ল্যারি। তার কী হয়েছে—ভেবে ক্যাথরিন কূল-কিনারা পেল না কোনও।

হোটেলে ফিরে এসে সে ল্যারিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে শুরু করল। ক্যাথরিনের হাত কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল ল্যারি। বলল, 'আমি ভীষণ ক্লান্ত, ক্যাথরিন।'

পরদিন সকালে ল্যারি গেল হোটেলের রিসেপশান ক্লার্কের কাছে।

'আপনি একদিন গুহার কথা বলেছিলেন না?' ল্যারি শুরু করল।

'হ্যাঁ,' উত্তর দিল ক্লার্ক। 'পেরামা-র গুহা। চমৎকার জায়গা। অবশ্যই দেখা উচিত।'

'গুহা-টুহার ব্যাপারে আমার তেমন উৎসাহ নেই। তবে আমার স্ত্রী পিছু লেগেছে—দেখবেই ওসব।'

'তো নিয়ে যান তাঁকে। আপনারও ভাল লাগবে। তবে সঙ্গে গাইড নেবেন

BanglaBook.org

অবশ্যই। কারণ বেশ কয়েকবার লোক হারিয়ে গেছে ওখানে। হারিয়ে যাওয়া এক দম্পতিকে তো আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি। আর নতুন অংশে যাবেন না, খবরদার!'

'গুহা বন্ধ করে দেয় ক'টার সময়?'

'ছ'টায়।'

কাছের এক দোকানে গিয়ে পকেট টর্চলাইট, কিছু ব্যাটারি আর দড়ির গোলা কিনে ঘরে ফিরে এল ল্যারি। ক্যাথরিন মন দিয়ে বই পড়ছে তখন। ল্যারির গুহায় যাবার প্রস্তাবে উৎসাহ পেল না মোটেও। তবে ল্যারির বালকসুলভ আব্দারের কাছে হার মানতেই হলো।

চারটে বেজে গেল রওনা দিতে দিতে।

পাঁচটার দিকে ল্যারি আর ক্যাথরিন পৌঁছুল গুহাগুলোর প্রবেশদ্বারে। টিকেট বুথ থেকে দুটো টিকেট আর একটি প্যামফ্লেট কিনল গুহা বিষয়ক।

পুরানো, জীর্ণ পোশাক পরা একজন গাইড এগিয়ে এল তাদের দিকে।

'সস্তায় গাইড ট্যুর,' বলল সে। 'সবচেয়ে ভাল গাইড ট্যুর নামমাত্র মূল্যে।'

'গাইডের প্রয়োজন নেই আমাদের,' ল্যারি জানাল।

বিস্মিত চোখে ক্যাথরিন তাকাল ল্যারির দিকে। তার গলার স্বরে অবাক হয়েছে সে।

'গাইডটাকে সঙ্গে নিলে ভাল হত না?' ক্যাথরিন বলল।

'আমরা শুধু একটু ভেতরে যাব, দেখে-টেখে বেরিয়ে আসব। এর জন্য প্যামফ্লেটই যথেষ্ট। সব লেখা আছে এতে।'

গুহার ভেতরে ঢুকল তারা। গুহার দেয়ালে এবং ছাদে পাথর কেটে ফুল, দৈত্য, পাখি এবং রাজা-বাদশাহ্‌র ছবি খোদাই করা। খানিকক্ষণ পর আরও চমৎকার জায়গায় এসে পড়ল তারা। এখানে মূর্তিগুলো আরও নিখুঁত, উজ্জ্বল। ক্যাথরিন খুব মন দিয়ে পাখির একটি মূর্তি দেখছে। ল্যারি দেখল, একটু দূরে গুহার প্রায় শেষ মাথায় ছোট্ট এক সাইনবোর্ড ঝুলছে: 'বিপজ্জনক: প্রবেশ নিষেধ।' সাইনবোর্ডের অপর পাশে বিশাল এক গুহার প্রবেশপথ।

অন্যমনস্কতার ভান করে ল্যারি পৌঁছে গেল সাইনবোর্ডের কাছে। চারদিকে তাকাল, ক্যাথরিন তখনও পাখিতে মগ্ন। সাইনবোর্ডটি সন্তর্পণে তুলে নিয়ে সে

BanglaBook.org

সরিয়ে রাখল পাশে। তারপর ফিরে এল ক্যাথরিনের কাছে।

'চলো, ফিরে যাই,' ক্যাথরিন বলল।

'না,' ল্যারির গলার স্বর শীতল এবং দৃঢ়। 'আরও অনেক দেখার আছে। বিশেষ করে নতুন অংশে, হোটেলের ক্লার্ক বলেছে।'

'কোথায় সেই নতুন অংশ?'

আঙুল তুলে দেখাল ল্যারি, 'ওইখানে।'

ক্যাথরিনের হাত ধরে বিশাল গুহার প্রবেশপথের কাছে চলে এল তারা।

'এখানে ঢোকা সম্ভব নয়,' বলল ক্যাথরিন। 'ভীষণ অন্ধকার।'

'ব্যবস্থা আছে, এই দেখো,' বলে ল্যারি পকেট থেকে টর্চলাইট বের করে জ্বালল, সরু আলোর রেখা প্রাচীন গুহার অন্ধকার ভেদ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

'বাপরে বাপ! কত্তো বড়! ল্যারি, এই জায়গা নিরাপদ তো? তুমি নিশ্চিত জানো?'

'অবশ্যই। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রায়ই এখানে নিয়ে আসে এক্সকারশানে।'

তবু অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠল ক্যাথরিন। অন্যদের সাথে থাকতে পারলে ভাল হত।

প্যাসেজে ঢুকে পড়ল তারা। সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। প্যাসেজটা হঠাৎ বামদিকে ঘুরে গেছে এবং তার একটু পরেই—ডানে। ল্যারি আর ক্যাথরিন তখন সেই ঠাণ্ডা আদিম গুহায় সময় এবং পৃথিবী থেকে বিচ্যুত। টর্চলাইটের আলোয় ল্যারিকে দেখতে পাচ্ছে ক্যাথরিন। গম্ভীর, থমথমে তার মুখ। দৃষ্টি অস্বাভাবিক। পাহাড়ের ওপরে ল্যারির চোখে ঠিক এরকম দৃষ্টিই দেখেছিল সে।

আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই দেখা গেল, পাথরগুলো এখানে খাঁজকাটা—গুহার ছাদ থেকে নানান দিকে দাঁত বের করে আছে যেন পাথরগুলো। ফিরে যাবার কথা বলবে, ভাবছিল ক্যাথরিন। তখনই ল্যারি বলল, 'চলো, আরও ভেতরে যাওয়া যাক।'

প্রতিবাদ করার চেষ্টা করল ক্যাথরিন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, ল্যারি। চলো, ফিরে যাই। গুহার দরজা বন্ধ করে দেবে অচিরেই।'

'না, না। গুহা খোলা ন'টা পর্যন্ত। আরও ভেতরে নাকি অসাধারণ একটি

BanglaBook.org

গুহা আছে, ক্লার্কটি বলছিল।'

খুব সাবধানে হাঁটছে তারা। পায়ের নিচে অসমতল ভূমি, এবড়োখেবড়ো পাথর।

পকেটে হাত দিল ল্যারি। একটু পরে একটা শব্দ কানে এল ক্যাথরিনের—কী একটা পড়ে গেল যেন। ল্যারি কিন্তু নির্বিকারভাবে হাঁটছে।

'কিছু একটা পড়ে গেল, মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল ক্যাথরিন।

'কিচ্ছু পড়েনি। পাথরে আমার লাথি মারার শব্দ পেয়েছ।'

এগোতে থাকল তারা। ক্যাথরিন জানল না, তারা এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পেছনে খুলে যাচ্ছে দড়ির একটা গোলা।

'এদিকে লোকজন নেই কেন, ল্যারি?'

অস্বস্তিতে পড়ে গেল সে। কোনওমতে বলল, 'এটা নতুন অংশ তো, তাই অনেকেই জানে না।'

গুহা এখানে খুব সংকীর্ণ। স্থান এবং সময়ের জ্ঞান ক্যাথরিনের হারিয়ে গেছে ইতোমধ্যে। হঠাৎ সে কেঁপে উঠল ঠাণ্ডায়। ভ্যাপসার মধ্যে ঠাণ্ডা—অদ্ভুত এক অনুভূতি। টর্চলাইটের আলোয় সামনে দেখা গেল, গুহা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। একটা গেছে ডানে, আরেকটা—বামে।

'ল্যারি, চলো ফিরে যাই,' কাতর স্বরে বলল ক্যাথরিন।

'আর দু' মিনিটের মধ্যে ওই জায়গা খুঁজে না পেলে আমরা ফিরে যাব,' ল্যারি জানাল।

ডান দিকের সুড়ঙ্গে ঢুকল তারা। মাথা ঘুরিয়ে ক্যাথরিন তাকাল পেছনে। জমাট অন্ধকার।

হঠাৎ থেমে পড়ল ল্যারি। 'শ্-শালা!'

'কী হয়েছে?'

'মনে হচ্ছে, ভুল পথে এসে পড়েছি।'

'ঠিক আছে, ফিরে যাই।'

'দাঁড়াও, তুমি একটু অপেক্ষা করো এখানে।'

ক্যাথরিন অবাক চোখে তাকাল ল্যারির দিকে। 'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কয়েক ফুট পেছনে—মোড়ের ওখানটায়।' অস্বাভাবিক শোনাল ল্যারির গলার স্বর।

BanglaBook.org

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'আমি বরং একা গিয়ে দ্রুত পরীক্ষা করে আসি, আমরা ঠিকপথে এসেছি কি না।' অসহিষ্ণু মনে হলো তাকে। 'দশ সেকেণ্ডের মধ্যে ফিরে আসছি।'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হলো ক্যাথরিনকে।

সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, ল্যারি হেঁটে যাচ্ছে উল্টোদিকে। টর্চলাইটের আলো জড়িয়ে আছে তাকে, ঠিক যেন চলন্ত দেবদূত। একটু পরে হারিয়ে গেল আলোটি। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে গেল ক্যাথরিন। কাঁপতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। মনে মনে গুনতে লাগল প্রতিটি সেকেন্ড, তারপরে প্রতিটি মিনিট।

ল্যারি ফিরল না।

ভীষণ সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ক্যাথরিনের মনে হলো, সমুদ্রের বিশাল ঢেউয়ের মত অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ছে তার ওপরে। চিৎকার করে ডাকল সে, 'ল্যারি?' তার চিৎকার অন্ধকার সাঁতরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়েই মিলিয়ে গেল। আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে। তবে সে জানে, ল্যারি ফিরে আসবেই।

ল্যারির একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়ই। হয়তো পাথরে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে কিংবা তীক্ষ্ণ পাথরে মাথা ঠুকে রক্ত বেরিয়ে গেছে। হয়তো অল্প দূরেই পড়ে আছে আহত অবস্থায়—রক্তক্ষরণ হচ্ছে প্রচণ্ড। অথবা পথ হারিয়ে ফেলেছে, নয়ত ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে টর্চলাইটের এবং সে-ও ক্যাথরিনের মত দাঁড়িয়ে আছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে।

ক্যাথরিনের হঠাৎ মনে হলো, দম বন্ধ হয়ে আসছে তার। যেদিক থেকে এসেছে তারা, আন্দাজ করে সেদিকে হাঁটতে শুরু করল সে। সুড়ঙ্গটি ভীষণ সঙ্কীর্ণ। ল্যারি যদি আহত অবস্থায় এখানে কোথাও পড়ে থাকে, তাকে খুঁজে বের করতে বেগ পেতে হবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মোড়ে পৌঁছে যাবে সে। পায়ের নিচে ছোট ছোট পাথর। হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ল্যারি কি? এগিয়ে আসতে থাকল সেই শব্দ। শব্দটা পাখা ঝাপটানোর।

চিৎকার করে উঠল সে। তা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। কিন্তু শব্দটা এগিয়ে আসছে তাকে লক্ষ্য করে। ঝড়ো বাতাসের মত শব্দ। খুব কাছে এসে পড়েছে। সেই গভীর অন্ধকারে ক্যাথরিনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল শব্দটি। ঠাণ্ডা, চটচটে চামড়ার স্পর্শ পেল সে তার গালে, ঠোঁটে, গলায়। কী একটা হামাগুড়ি দিচ্ছে

BanglaBook.org

তার মাথার ওপরে, তার তীক্ষ্ণ থাবা চেপে ধরে আছে চুল। উন্মত্ত পাখার এলোপাথাড়ি আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল ক্যাথরিনের মুখ।

জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

তীক্ষ্ণ পাথরের ওপরে শুয়ে ছিল ক্যাথরিন। জ্ঞান ফিরল তার। গাল দুটো ভীষণ উত্তপ্ত এবং চটচটে হয়ে আছে। হাত দিয়ে অনুভব করে বুঝল সে—এটা তার রক্ত। মনে পড়ল, পাখা এবং থাবার তীব্র আক্রমণের কথা। কাঁপতে শুরু করল সে ভয়ে।

ওগুলো ছিল রক্তচোষা বাদুড়!

ক্যাথরিন উঠে বসল। সারা শরীরে তার ব্যথা। কিন্তু এখানে বসে থাকলে চলবে না। একটা কিছু করতে হবে। উঠে দাঁড়াল সে। এক পাটি জুতো হারিয়ে গেছে। পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে এখানে-সেখানে। তবে ল্যারি তাকে কালই নিশ্চয় কিনে দেবে নতুন পোশাক। দিব্যচোখে সে দেখল, সে আর ল্যারি ছোট্ট এক দোকান থেকে নতুন পোশাক কিনছে। কিন্তু কী করে যেন সেই চমৎকার পোশাক রূপান্তরিত হয়ে গেল কফিনের সাদা কাপড়ে। আতঙ্ক গ্রাস করল তাকে আবার।

কিন্তু তাকে চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের। এগোতে থাকল সে। কিন্তু কোনদিকে যাবে? ভুল পথে হেঁটে যদি পৌঁছে যায় গুহার আরও গভীরে? কতটা সময় সে আটকে আছে গুহায়? এক ঘণ্টা? নাকি দুই? জ্ঞান হারিয়ে কতক্ষণ পড়ে ছিল? জানার উপায় নেই। গুহার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে আর ল্যারিকে নিশ্চয়ই খুঁজতে বেরুবে। কিন্তু তারা কীভাবে জানবে যে, পথ হারিয়ে ফেলেছে সে আর ল্যারি? গুহার ভেতরে ঢোকার বা বেরুনোর সময় কোনও হিসেব নিশ্চয়ই রাখা হয় না। তার মানে তাকে এখানে পড়ে থাকতে হবে সারা জীবন?'

পায়ের জুতোটা খুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল ক্যাথরিন। পা ফেলতে হচ্ছে খুব সাবধানে। ছোট এক পদক্ষেপের মাধ্যমেই শুরু হয় দীর্ঘতম যাত্রা—নিজেকে বলল সে। এভাবে চলতে থাকলে এক সময় ল্যারি বা অন্য কোনও পর্যটক-দলের দেখা পাবেই।

হঠাৎ থেমে পড়ল সে। আবার সেই শব্দ। যেন বিশালাকার কোন এক্সপ্রেস ট্রেন দুর্দমনীয় গতিতে ছুটে আসছে তার দিকে। নিয়ন্ত্রণহীনভাবে কাঁপতে শুরু

BanglaBook.org

করল তার শরীর। চিৎকার করল। কিন্তু পর মুহূর্তেই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপরে। সংখ্যায় তারা শত শত।

ল্যারির নাম ধরে চিৎকার করতে করতে আবার চেতনা হারাল ক্যাথরিন।

ভ্যাপসা গুহার ঠাণ্ডা মেঝের ওপরে শুয়ে আছে সে। চোখ বন্ধ তার। হঠাৎ অবচেতন মন তার নিজের অজান্তেই নতুন এক বিশ্বাসের জন্ম দিল। মনে পড়ল ল্যারির বলা কথা: '...আমি অন্য একজনকে ভালবাসি...আমি ডিভোর্স চাই।' মনে পড়ল, পাহাড়ের চুড়োয় ল্যারির দু'হাত কীভাবে এগিয়ে আসছিল তার দিকে। ল্যারি বলেছিল, '...গাইডের প্রয়োজন নেই আমাদের...মনে হচ্ছে, ভুল পথে এসে পড়েছি...একটু অপেক্ষা করো...দশ সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে আসছি।'

ফিরে আসার জন্য ল্যারি তাকে ছেড়ে যায়নি। দ্বিতীয় হানিমুনের এই পরিকল্পনা অভিনয়মাত্র। তাকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্রের অংশ। ল্যারি তাহলে মেরে ফেলতে চেয়েছিল তাকে। সফলও সে হয়েছে এক অর্থে। এই অন্ধগুহা থেকে আর কোনওদিন বেরুতে পারবে না সে। বাদুড়গুলো চলে গেছে, কিন্তু তাদের গায়ের উৎকট গন্ধ এখনও আছে তার শরীরে। আর একবার তারা আক্রমণ করলে কী হবে তার, ভাবতেই কাঁপুনি শুরু হলো আবার।

একটু পরে ভেসে এল সেই শব্দ। তৃতীয়বারের মত এই আক্রমণ সইবার ক্ষমতা তার নেই। গুনগুন শব্দ শুনতে পেল যেন সে। হ্যাঁ, উচ্চস্বরের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ আলোর উদ্ভব হলো সেই গভীর অন্ধকারে। কয়েকটা হাত এগিয়ে এসে তাকে তুলে নিল মাটি থেকে। তাদেরকে বাদুড়ের কথা বলে সতর্ক করে দিতে চাইল ক্যাথরিন, কিন্তু চিৎকার করা থেকে নিজেকে বিরত করতে পারল না কিছুতেই।

BanglaBook.org

নোয়েল এবং ক্যাথরিন

এথেন্স : ১৯৪৬

শক্ত করে চোখ বুঁজে শুয়ে আছে ক্যাথরিন। আতঙ্কিত মনে অপেক্ষা করছে, কখন আবার সেই শব্দ ধেয়ে আসবে তার দিকে।

অচেনা কণ্ঠস্বর এল তার কানে, 'তাকে যে আমরা খুঁজে পেয়েছি, সেটাকে অলৌকিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।'

'সে ভাল হয়ে উঠবে তো?'

ল্যারির গলা!

আকস্মিক ভীতি এবং ত্রাস জেঁকে বসল ক্যাথরিনের শরীরে। প্রতিটি স্নায়ু যেন চিৎকার করে সতর্ক করে দিচ্ছে তাকে, 'পালিয়ে যাও, পালিয়ে যাও।'

গোঙাতে লাগল ক্যাথরিন, 'না, না...'

চোখ খুলে সে দেখল, সে শুয়ে আছে হোটেলের বাংলোয় তার বিছানায়। ল্যারি দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। তার সঙ্গে আরও একজন লোক। ক্যাথরিন তাকে চেনে না। ল্যারি এগিয়ে এল তার দিকে, 'ক্যাথরিন...'

'আমাকে ছুঁয়ো না,' বলে ক্যাথরিন তাকাল অন্য লোকটির দিকে। 'ওকে আমার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যান, প্লীজ।'

'এখনও ঘোরের ভেতরে আছে সে,' লোকটি বলল ল্যারিকে। 'আপনি বরং অন্য ঘরে অপেক্ষা করুন।'

ল্যারি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

লোকটি এগিয়ে এল ক্যাথরিনের দিকে। মুখে তার চমৎকার হাসি। 'আমি ডক্টর কাজোমিডেস। আপনার চিকিৎসা করছি। আপনার ওপর দিয়ে খুব বড় দুর্যোগ গেছে। তবে আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, আমি নিশ্চয়তা দিচ্ছি।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলল সে, 'গুহাগুলো কেন যে বন্ধ করে দেয় না। এ-বছরে এটা তৃতীয় দুর্ঘটনা।'

প্রবল বেগে মাথা নাড়তে লাগল ক্যাথরিন, 'না, এটা দুর্ঘটনা নয়। সে আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল। আমাকে অন্ধকার গুহার ভেতরে একা রেখে চলে এসেছিল।'

'কে?'

'আমার স্বামী।'

'না,' লোকটি বলল। 'এটা একটা দুর্ঘটনা। আমি আপনাকে ঘুমের ইঞ্জেকশান দিচ্ছি। আপনার ঘুমের প্রয়োজন।' ইঞ্জেকশান হাতে নিল সে।

আবার ভীতি ভর করল ক্যাথরিনের মনে। 'না, আমি ঘুমুব না। আপনি আমাকে বঝতে পারছেন না। আমি ঘুমলে আর জাগব না কোনদিন। সে ঘুমন্ত

BanglaBook.org

অবস্থায় মেরে ফেলবে আমাকে।'

উদ্বেগের ছাপ ফুটে উঠল ডাক্তারের মুখে। 'উত্তেজিত হবেন না, মিসেস ডগলাস। এখন ইঞ্জেকশানটা নিয়ে নিন।'

ক্যাথরিন অনিচ্ছুক দৃষ্টি ফেলল ডাক্তারের দিকে। ইঞ্জেকশান দেয়া শেষ হতেই সে বলল, 'আপনি আমাকে মেরে ফেললেন, ডাক্তার।'

'ভয় পাবেন না,' ডাক্তার বলল, 'আপনার হারিয়ে যাবার খবর আপনার স্বামীই পুলিশকে জানিয়েছে।'

অবাক চোখে তাকাল ক্যাথরিন। 'ল্যারি নিজে খবর দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। মানসিকভাবে খুব বিপর্যস্ত অবস্থায় ছিলেন তিনি।'

নতুন এই তথ্য হৃদয়ঙ্গম করতে সময় লাগল ক্যাথরিনের। ল্যারি তাকে মেরে ফেলতে চাইলে পুলিশকে নিশ্চয়ই খবর দিত না।

'আপনি এখন ঘুমোন,' ডাক্তার বলল। 'কাল সকালে আপনাকে দেখতে আসব।'

ক্যাথরিন ভেবেছিল, ল্যারি তাকে খুন করতে চায়। সর্বনাশ! কী ভুলই না করতে যাচ্ছিল সে! ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে ল্যারির কাছে।

মাথা ভারি হয়ে আসছে তার, চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আপনা থেকেই। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই ক্ষমা চাইবে সে ল্যারির কাছে। ল্যারি নিশ্চয়ই তাকে বুঝবে এবং ক্ষমা করে দেবে।

আকস্মিক এক প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ক্যাথরিনের। মাথা ঝিমঝিম করছে, হৃৎস্পন্দন হচ্ছে খুব দ্রুত। জানালা দিয়ে দেখল সে, বাইরে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। তার নীলচে আলোয় ঘরটাকে মুহূর্তের জন্য ওভার-এক্সপোজড ছবির মত মনে হচ্ছে। ছাদ আর জানালায় প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টি।

বাজ পড়ার শব্দেই ক্যাথরিনের ঘুম ভেঙেছে। খুব কষ্টে উঠে বসে টেবিলে রাখা ঘড়ি দেখল সে। ইঞ্জেকশানের কারণে মাথা ঘুরছে, দৃষ্টি অস্পষ্ট। চোখ কচলে নিল ভাল করে। রাত তিনটে বাজে। সে একা। পাশের ঘরে ল্যারি নিশ্চয়ই ভয়ানক উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে। অতি সাবধানে বিছানা থেকে পা নামিয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল সে। দরজা পর্যন্ত এগোল টলতে টলতে। শরীরের

BanglaBook.org

প্রতিটি পেশি অবশ হয়ে আসছে, মাথার শিরাগুলো যেন জ্বলছে দপদপ করে। পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়ল হাতল ধরে। তারপর দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

ল্যারি সেখানে নেই। আলো জ্বলছে পাশের রান্নাঘরে। টলতে টলতে সেদিকে এগোল সে। রান্নাঘরে ক্যাথরিনের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে ল্যারি। দুর্বল কণ্ঠে ক্যাথরিন ডাকল তাকে, 'ল্যারি।'

বাজ পড়ার বিকট আওয়াজে চাপা পড়ে গেল তার গলার স্বর। আবার ডাকতে যাবার আগেই সে দেখল, ল্যারির পাশে বসে আছে এক মেয়ে। ক্যাথরিন শুনল, ল্যারি বলছে সেই মেয়েকে, 'এটা তোমার জন্য সাংঘাতিক বিপজ্জনক হবে, যদি...' বাতাসের প্রচণ্ড গতি আর শব্দ ভাসিয়ে নিয়ে গেল ল্যারির বাক্যের বাকি অংশ।

ক্যাথরিন দাঁড়িয়ে থেকে শুনতে লাগল তাদের বাক্যালাপ।

'...আসতেই হবে। কিন্তু আমি একটা ব্যাপার নিশ্চিত করে...

'...আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখেছে, কেউ কখনও...'

...আমি তোমাকে বলেছি, আমি এই ব্যাপারে...'

'...একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তারা এখন আর কোনওকিছুই করতে...

'...এক্ষুণি। সে এখন ঘুমিয়ে...'

বাতাস এবং মেঘের গর্জনে শোনা যাচ্ছে না তাদের পুরো কথা।

'...এখান থেকে খুব জলদি অন্য কোথাও চলে যেতে হবে...'

পুরানো সেই আতঙ্ক আবার ভর করল ক্যাথরিনের ওপরে। নামহীন এক অনুভূতি বয়ে গেল সারা শরীর জুড়ে। কাঁপতে শুরু করল সে। ল্যারি তাকে খুন করতে চায় নির্ঘাত! তাকে পালাতে হবে। পিছু হটতে শুরু করল সে। খুলে ফেলল বাইরে যাবার দরজা।

বাইরের অন্ধকারে পা দিয়ে দরজা লাগাল সে অতি সাবধানে। প্রচণ্ড বৃষ্টি মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল তাকে। ঠাণ্ডা লাগতেই প্রথমে মনে হলো তার, সে-পরে আছে শুধু পাতলা এক নাইট গাউন। তা হোক। তাকে পালাতে হবে। দূরে আলো জ্বলছে এক জায়গায়। ক্যাথরিন সেখানে গিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে। কিন্তু তারা কি বিশ্বাস করবে? যদি তারা তাকে উন্মাদিনী ঠাউরে

BanglaBook.org

ফিরিয়ে নিয়ে আসে ল্যারির কাছে? না, যাওয়া চলবে না ওখানে। এবড়োখেবড়ো পথ ধরে এগোতে শুরু করল সে গ্রামের দিকে।

নগ্ন পায়ে দ্রুত চলতে পারছে না সে। হঠাৎ তার মনে হলো, ল্যারি তাকে ধরতে দৌড়ে আসছে তার পিছু পিছু এবং এই গতিতে চলতে থাকলে সে ধরা পড়বে অচিরেই। প্রাণপণে ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল বারবার, ধারাল পাথরে আঘাত লেগে রক্ত বেরুল পা কেটে। কিন্তু সে অনুভব করছে না কোনওকিছু।

গ্রামের প্রায় কিনারে আসার আগেই পথটা চওড়া হয়ে গেছে হঠাৎ। তাড়া খাওয়া জন্তুর মত ছুটতে থাকল ক্যাথরিন।

লেকের সামনে এসে পড়ল এক সময়। সমুদ্রের মত প্রকাণ্ড ঢেউ বইছে লেকে।

এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়িয়ে ক্যাথরিন ভাবতে চেষ্টা করল, কী করছে সে এখানে দাঁড়িয়ে? উত্তরটা হঠাৎ করেই এল তার মাথায়। সে যাচ্ছে উইলিয়াম ফ্রেজারের কাছে। স্পষ্ট দেখল, চমৎকার এক বাসার সামনে দাঁড়িয়ে ফ্রেজার অপেক্ষা করছেন তার জন্য। এবার তারা বিয়ে করে ফেলবে। লেকের ওপারে হলুদ রঙের মিটিমিটি আলো। ওটা নিশ্চয়ই বিল। তার বিল ফ্রেজার। কিন্তু সে কী করে পৌঁছুবে তার কাছে? লেকের কিনারে বাঁধা নৌকোগুলোর দিকে চোখ গেল তার। দুলছে সেগুলো। টানা-হেঁচড়া করছে ছাড়া পাবার জন্য।

একটা নৌকোয় উঠে বসল ক্যাথরিন। খুলে ফেলল দড়ির বাঁধন। হঠাৎ স্বাধীনতা পেয়ে নৌকোটা একবারে অনেকটা দূরে সরে গেল। দাঁড় হাতে নিল ক্যাথরিন। নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করল নৌকোকে। কিন্তু নৌকো দুলছে অবিরাম, ঘুরছে লাট্টুর মত। ক্যাথরিনের হাত ফসকে দাঁড়টি পড়ে গেল জলে। নৌকোটা তখন পৌঁছে গেছে লেকের মাঝখানে। হঠাৎ পায়ে জলের স্পর্শ পেয়ে নিচে তাকাল সে। জল ভরে উঠছে নৌকোয়। চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করল সে—তার বিয়ের পোশাক ভিজে যাচ্ছে। বিল ফ্রেজারের কিনে দেয়া পোশাক।

হলুদ আলোটা খুঁজল ক্যাথরিন। আলোটা আর নেই। ফ্রেজার তাকে আর বিয়ে করতে চান না। তাই চলে গেছেন। সে এখন সম্পূর্ণ একা। তার আর কেউ নেই।

ঝড়-বৃষ্টির তোড় কমল না একটুও। এটাই তাহলে সেই

BanglaBook.org

মেল্‌টেমি—ভয়ঙ্কর উত্তুরে হাওয়া। ঢেউগুলো যেন উন্মত্ত আক্রোশে আঘাত হানছে নৌকোয়। কিন্তু ক্যাথরিনের ভয় করছে না আর। হঠাৎ চমৎকার উষ্ণতায় ভরে উঠল তার শরীর, মন। বড় মধুর মনে হলো বৃষ্টির স্পর্শ। দু'হাত সামনে তুলে ছোটবেলায় শেখা একটা প্রার্থনা আবৃত্তি করতে লাগল সে শিশুর মত।

'আমি এখন ঘুমোতে যাব
আমি প্রার্থনা করছি যাতে ঈশ্বর আমায় বাঁচিয়ে রাখেন
আর যদি মরে যাই ঘুম ভাঙার আগেই
ঈশ্বর যেন গ্রহণ করেন আমার আত্মাকে।'

অনাবিল, অবর্ণনীয় এক তৃপ্তিতে ছেয়ে গেল ক্যাথরিনের মন। কারণ সে জেনে গেছে, অবশেষে আবার সবকিছু স্বাভাবিক এবং সুন্দর হয়ে এসেছে। বাড়ি যাচ্ছে সে এখন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিশাল এক ঢেউ আঘাত করল নৌকোকে। নৌকোটি উল্টে গিয়ে ধীরে ধীরে ডুবতে লাগল সেই কালো অতল লেকের জলে।

বিচারপর্বের আগে

এথেন্স : ১৯৪৭

আরমাঁদ গোতিয়ের এখন পৃথিবীর অন্যতম সেরা পরিচালক। চলচ্চিত্র এবং থিয়েটার—দুটোতেই তাঁর সদর্প বিচরণ। গ্রীসে রওনা দেবার পর প্লেনে বসে তিনি ভাবছিলেন, এত বছর পরেও এতটুকু ক্ষয় ধরেনি নোয়েলের স্মৃতিতে। অন্য কোনও মেয়ে তাঁর মন ও শরীরকে তার মত স্পর্শ করতে পারেনি, জাগিয়ে তুলতে পারেনি।

তিন মাস আগের পত্রিকায় নোয়েলের গ্রেফতার হবার সংবাদ পড়েন তিনি। এর পর থেকে কোনওকিছুই ভাবতে পারছেন না। টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন নোয়েলকে, চিঠি লিখেছেন, সম্ভাব্য যাবতীয় সাহায্যের নিঃশর্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। উত্তর আসেনি।

BanglaBook.org

বিচার দেখতে আসার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। কিন্তু তিনি জানতেন, না এসে পারবেন না। তিনি দেখতে চান, তাঁকে ছেড়ে যাবার পর কী পরিবর্তন হয়েছে নোয়েলের। স্বচক্ষে দেখতে চান নোয়েলের জীবননাট্যের এই অংশটুকু, দেখতে চান বিচারের রায় দেবার পর তার অভিব্যক্তি।

যান্ত্রিক গলায় ঘোষণা করল পাইলট, তিন মিনিটের মধ্যে প্লেন অবতরণ করবে এথেন্সে। নোয়েলকে আবার দেখতে পাবেন আরমাঁদ—অপরিসীম উত্তেজনা বোধ করতে লাগলেন তিনি।

ডা. ইজরায়েল কাৎস কেপটাউন থেকে প্লেনে রওনা দিয়েছেন এথেন্সে। কেপটাউনের রেসিডেন্ট নিউরোসার্জন তিনি। নিউরোসার্জন হিসেবে তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া।

তিনি বসে আছেন প্লেনের সীটে হেলান দিয়ে। ডান পায়ের পরিচিত পুরানো ব্যথা জেগে উঠেছে আবার। বহুদিন কোনও ব্যথা ছিল না সেখানে। ছ'বছর আগে কুড়োল দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছিল তাঁর পা।

এথেন্সে আসার প্রসঙ্গ তোলায় তাঁর স্ত্রী মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলেছিলেন, 'নোয়েলের জন্য এখন কিছু করার নেই তোমার। অনেক দেরি হয়ে গেছে।' কথাটি সত্য। কিন্তু এক সময় ইজরায়েলের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিল নোয়েল।

প্লেন নিচু হতে শুরু করল। গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে রইলেন ইজরায়েল। নোয়েল কি সত্যি খুন করেছে? ঝাঁকুনি দিয়ে অবতরণ করল প্লেন। প্যারিসে নোয়েলের এক হত্যাকাণ্ডের কথা ইজরায়েলের মনে পড়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

শুটিং-এর শিডিউল বাতিল করে দিয়ে প্রমোদতরীতে ফিলিপ সোরেল রওনা দিয়েছেন এথেন্সের উদ্দেশে। নোয়েলের বিচার-অনুষ্ঠানে হাজিরা তাঁকে দিতেই হবে। কিন্তু আদালতকক্ষে ভক্ত এবং সাংবাদিকদের সম্ভাব্য জ্বালাতনের কথা ভেবে শিউরে উঠলেন তিনি। এখন তাঁর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। কিন্তু নোয়েলকে তাঁর দেখতেই হবে এবং তাকে রক্ষা করার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকলে তা বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করবেন যথাসাধ্য।

তাঁর প্রমোদতরী যখন ভিড়ল, নানান ঘটনা বিশ্লেষণ করে একটা সিদ্ধান্তে

BanglaBook.org

ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন ফিলিপ সোরেল: নোয়েলের পক্ষে খুন করা সম্ভব।

ফিলিপ সোরেল যখন নামলেন এথেন্সের মাটিতে, তখন হেলেনিকন এয়ারপোর্ট থেকে একশো মাইল দূরে প্যান অ্যাম-এর প্লেনে বসে আছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী উইলিয়াম ফ্রেজার। হাতে একটা পত্রিকা। কিন্তু তা উল্টে দেখেননি এক পৃষ্ঠাও। আসন্ন বিচারটি হবে তাঁর এক ধরনের প্রতিশোধ। এই চিন্তাই আপ্লুত করে রেখেছে তাঁকে। এক ধরনের তৃপ্তিও পাচ্ছেন এ-থেকে। বিচারের ফলাফল কী হবে, তা নিয়ে কোনও চিন্তা তিনি করতে চান না আপাতত। প্লেনের জানালা দিয়ে নিচে তাকালেন ফ্রেজার। দেখলেন, এক এক্সকারশান বোট প্রায় পৌঁছে গেছে গ্রীসের তীরে।

অগিস্ত লাঁশঁ ভীষণ দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছেন গত তিনটি দিন। মার্সেই থেকে এক্সকারশান বোট ভাড়া করে এনেছেন স্ত্রীর অগোচরে। খরচ একটু বেশি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু নোয়েলকে আর একবার না দেখলে শান্তি হবে না তাঁর। নোয়েল তাঁকে ছেড়ে যাবার পর তার সম্পর্কে যা কিছু লেখা হয়েছে পত্র-পত্রিকায়, সব তিনি পড়েছেন খুঁটে খুঁটে। নোয়েল অভিনীত প্রতিটি ছবি দেখেছেন কয়েকবার করে এবং রোমন্থন করেছেন তাঁদের সহবাসের স্মৃতি। নোয়েলের জন্য অর্থ ব্যয় করতে এখনও কোনও সঙ্কোচ নেই তাঁর। তাঁকে দেখে নোয়েল সাহায্য করার অনুরোধ জানালে তিনি বিচারের ফলাফল তার অনুকূলে আনার চেষ্টা করবেন কোনও বিচারককে ঘুষ দিয়ে হলেও—যদি ঘুষের পরিমাণ অস্বাভাবিক না হয়। নোয়েলকে তিনি ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন মার্সেই শহরে, রাখবেন ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্টে।

তবে এসব তাঁকে করতে হবে স্ত্রীর অজান্তে।

BanglaBook.org

এথেন্সের মোনাসটিরাকি অংশে নিজস্ব ছোট্ট চেম্বারে বসে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করছে ফ্রেডেরিক স্ট্যাভ্রস। অতিশয় উচ্চাভিলাষী সে। এখন যে-মামলা হাতে পেয়েছে, তা নিয়ে ভীষণ উৎসাহী। এটাতে জিততে পারলে ঘুরে যাবে তার জীবনের মোড়। সেটার প্রারম্ভিক পর্ব শুরু হয়ে গেছে বলেই মনে হয়। ল্যারি ডগলাসের অ্যাটর্নি সে। কিন্তু বেশি খুশি হত সে নোয়েলকে ক্লায়েন্ট

হিসেবে পেলে। তবে তা-ই বা কম কিসে! এই শতাব্দীর সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডের সে একজন অ্যাটর্নি। শুধু একটি খটকা আছে তার মনে। ল্যারি এবং নোয়েল একই অপরাধে অভিযুক্ত। অথচ দু'জনের অ্যাটর্নি দু'জন। নোয়েলের অ্যাটর্নি যদি নোয়েলকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে এবং সব দোষ যদি চেপে বসে ল্যারির ঘাড়ে···কেঁপে উঠল ফ্রেডেরিক। এই ব্যাপারে বেশি চিন্তা না করাই ভাল।

নোয়েলের অ্যাটর্নির নাম নেপোলিয়ন চোটাস। তাঁর চেয়ে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং মেধাবী ক্রিমিনাল লইয়ার পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। আজ পর্যন্ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ মামলায় হারেননি। তিনি নোয়েলের অ্যাটর্নি হওয়ায় ফ্রেডেরিকের পাল্লাই ভারি হয়েছে পরোক্ষভাবে। নেপোলিয়নের মেধার জোরে নিজের অবস্থানটা সুদৃঢ় হবে তার।

নেপোলিয়ন চোটাস যখন প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন সস্ত্রীক লণ্ডন-প্যারিস ভ্রমণের, সেই সময় সব ভণ্ডুল হয়ে গেল একটি ফোন এসে। সেক্রেটারি তাঁর বেডরুমে ঢুকে টেলিফোন হাতে দিয়ে বলেছিল, 'কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস।'

তাঁর অনুরোধে নোয়েলের অ্যাটর্নি হতে হলো নেপোলিয়নকে। নোয়েলকে দেখার পর থেকেই নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রেমে পড়ে গেলেন তার। ক্লায়েন্টের সঙ্গে হৃদয়ারেগের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়— বিসর্জন দিতে হলো ব্যক্তিগত এই নীতিটি।

লাইব্রেরির ইজিচেয়ারে বসে মিশরীয় সিগারেট টানছেন কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস। বিচার শুরু হচ্ছে আগামীকাল সকালে। তাঁর সাক্ষাৎকার নেবার যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়েছে সাংবাদিকেরা। কিন্তু তিনি দূরে সরিয়ে রেখেছেন নিজেকে। এই সময় সাক্ষাৎকার দিয়ে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলার কোনও অর্থ হয় না।

নেপোলিয়ন চোটাসের সঙ্গে ভালভাবে আলোচনা হয়েছে তাঁর। নেপোলিয়নের ওপরে আস্থা রাখা যায়। তাছাড়া তাঁকে বলা আছে, নোয়েল দোষী কি নির্দোষ, তা তিনি জানতে চান না। নোয়েলের উকিল হিসেবে প্রচুর পয়সা পাচ্ছেন তিনি। অতএব উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। বিচারপর্ব চলবে সঠিক গতিধারায়।

BanglaBook.org

কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস কখনও কিছু ভোলেন না। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, ক্যাথরিনের প্রিয় ফুল ট্রিয়ান্টাফাইলিয়াস—গ্রীসের চমৎকার গোলাপ। টেবিলের ওপরে রাখা প্যাডে তিনি ছোট্ট করে লিখে রাখলেন—

ট্রিয়ানটাফাইলিয়াস।

ক্যাথরিন ডগলাস।

তার জন্য অন্তত এটুকু তিনি করবেন।

বিচারপর্ব

এথেন্স : ১৯৪৭

আদালতকক্ষে ফিলিপ সোরেলের পেছনের সারিতে বসেছেন আরমাঁদ গোতিয়ের। তাঁর পাশে ইজরায়েল কাৎস। দু'সীট পরে বসেছেন উইলিয়াম ফ্রেজার। তাঁর পাশের সীটটি শূন্য। শূন্য আসনটি কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিসের—এমন একটি গুজব দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছে আদালতকক্ষে।

পত্র-পত্রিকাগুলো নিজেদের উদ্যোগে অনুসন্ধান চালিয়ে নির্দ্বিধায় দোষী সাব্যস্ত করেছে ল্যারি আর নোয়েলকে। জনগণের চোখেও এই দু'জন অপরাধী। তাই আদালতকক্ষে যখন ঘোষণা করা হলো, নেপোলিয়ন চোটাস নোয়েলের অ্যাটর্নি, লোকজন উপহাস করল তাঁকে। পৃথিবীর সেরা ক্রিমিনাল লইয়ার হলেও নোয়েলের অ্যাটর্নি হওয়া মানে ডেমিরিসের বিরুদ্ধতা করা। নেপোলিয়নের চেয়ে হাজার গুণ বেশি ক্ষমতাধর ডেমিরিস, তা কে না জানে! কিন্তু আসল ঘটনা কেউই জানত না। ডেমিরিসের ব্যক্তিগত অনুরোধেই নোয়েলের উকিলের দায়িত্ব নিয়েছেন নেপোলিয়ন।

BanglaBook.org

বিচার শুরু হবার তিন মাস আগে জেলে নোয়েলকে দেখতে গিয়েছিলেন ডেমিরিস। তাঁকে দেখেই নোয়েল আন্দাজ করার চেষ্টা করেছিল, কী বিষয়ে কথা বলতে এসেছেন তিনি। তাঁকে সে বেশ ভাল করেই চেনে। তার কৃতকর্মে তিনি ভীষণ অপমানিত বোধ করেছেন, সন্দেহ নেই এবং প্রতিশোধ নেবার

সার্বিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করবেন, তা-ও নিশ্চিত। হয়তো দু'জনকেই ধ্বংস করার ব্যবস্থা নেবেন। তবে তাঁর মস্তিষ্ক এতটা উর্বর এবং ধূর্ত যে, হয়তো একজনকে মেরে বাঁচিয়ে রাখবেন অন্যকে। তারপর উপভোগ করবেন তার কষ্ট পাবার ব্যাপারটি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে নোয়েল সিদ্ধান্ত টানল, ল্যারিকে মেরে ফেলে ডেমিরিস কষ্ট দেবেন নোয়েলকে। তাকে থাকতে হবে জেলে কিংবা ডেমিরিসের অধীনে।

জীবন নিয়ে নোয়েল আগে কখনও চিন্তা করেনি গভীরভাবে। কিন্তু সাম্প্রতিক পত্র-পত্রিকা পড়ে মৃত্যুভয় জেগে উঠেছে তার। প্রতিটি পত্রিকা ভবিষ্যদ্বাণী করছে, নোয়েল এবং ল্যারির মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত। বেঁচে থাকার প্রচণ্ড বাসনা জাগল তার।

নোয়েল দেখল, হঠাৎ যেন অনেকটা বুড়িয়ে গেছেন ডেমিরিস। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে।

'আমি দুঃখিত, কস্টা,' নোয়েল বলল তাঁকে।

মাথা নাড়লেন ডেমিরিস। 'মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম তোমাকে। পরিকল্পনাও ঠিক করা ছিল।'

'সেটা বাতিল হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। কারণ তুমি প্রথমে মেরে ফেলেছ আমাকে। জীবনে আর কারও প্রয়োজন এতটা অনুভব করিনি। এত দুঃখ আগে পাইনি কখনও।'

'কস্টা—'

'দাঁড়াও, কথা শেষ করতে দাও। আমি কাউকে ক্ষমা করি না, তুমি জানো। কিন্তু নোয়েল, আমি তোমাকে ফিরে চাই। আমি পারছি না, নোয়েল।'

নোয়েল তার অনুভূতি প্রকাশ না করার চেষ্টা করল আপ্রাণ। 'কিন্তু আমি চাইলেই তো তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব না।'

'তোমাকে যদি ছাড়িয়ে নিতে পারি আমি, তুমি ফিরে আসবে আমার কাছে? থাকবে আমার সঙ্গে সারা জীবন?'

সারা জীবন! একরাশ ভাবনা সিনেমার মত বয়ে গেল নোয়েলের মনে। তার মানে সে ল্যারিকে আর দেখতে পাবে না, ছুঁতে পারবে না, জড়াতে পারবে না আলিঙ্গনে। কিন্তু অন্য কোনও পথ নেই তার সামনে।

'হ্যাঁ,' জানাল নোয়েল।

BanglaBook.org

ডেমিরিসের মুখে খুশির ছায়া। 'ধন্যবাদ; নোয়েল। অতীতকে আমরা ভুলে যাব। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে ভবিষ্যতের। আমি তোমার জন্য অ্যাটর্নি ঠিক করেছি।'

'কে সে?'

'নোপোলিয়ন চোটাস।'

ঠিক সেই মুহূর্তে নোয়েল জেনে গেল, দাবা খেলায় জিতে গেছে সে। চেক্। মাত।

দু'জন বিচারক আদালতকক্ষে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল সবাই। তাঁদের পরে ঢুকলেন—আদালতপ্রধান। শুরু হলো বিচার।

সরকার পক্ষের অ্যাটর্নি পিটার ডেমনিডেস উঠে দাঁড়ালেন উদ্বোধনী বক্তৃতা দিতে। দক্ষ এবং অভিজ্ঞ অ্যাটর্নি পিটার। নেপোলিয়নের মুখোমুখি হয়েছেন অনেকবার এবং প্রায় ক্ষেত্রেই ফলাফল তাঁর বিপক্ষে গেছে। তবে পিটার এবার ছেড়ে কথা বলবেন না, যথেষ্ট অকাট্য প্রমাণ আছে তাঁর হাতে।

সাবলীল, নিখুঁত বক্তব্যের মাধ্যমে নোয়েল এবং ল্যারির বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করলেন তিনি।

'বিচারপর্ব শেষ হবার আগেই সরকার প্রমাণ করে দেবে যে, এই দুই আসামী ক্যাথরিন ডগলাসের মৃত্যুর জন্য দায়ী। ক্যাথরিন ডগলাস ছিলেন তাঁদের যাবতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক। তাঁর একমাত্র অপরাধ ছিল, তিনি তাঁর স্বামীকে ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশি। সে-কারণেই তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আমরা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করব...'

এবারে আসামী পক্ষের অ্যাটর্নির পালা। টেবিলে এলোমেলো হয়ে পড়ে থাকা কাগজগুলো কোনওমতে গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন নেপোলিয়ন চোটাস।

'আসামী হিসেবে অভিযুক্তা এই মহিলা,' নোপোলিয়ন বললেন বিচারকদের উদ্দেশে, 'হত্যা করার জন্য কোনও চেষ্টা করেনি। বস্তুত কোনও হত্যাকাণ্ডই সংঘটিত হয়নি। হলে সরকারী পক্ষের বিচক্ষণ উকিলেরা আমাদেরকে মৃতদেহ দেখাতে সক্ষম হতেন। কিন্তু তাঁরা তা পারেননি। যেহেতু কোনও মৃতদেহ নেই, আমি জোর গলায় বলতে পারি, কোনও হত্যাকাণ্ড হয়নি। ব্যাপার আসলে

BanglaBook.org

হত্যাকাণ্ডে নয়। আজকের বিচার অন্য কারণে। একটা অলিখিত আইন প্রচলিত আছে যে, কোনও মহিলা অপর এক মহিলার স্বামীর সঙ্গে সহবাস করতে পারে না। সাংবাদিকেরা এবং জনগণ নোয়েলকে অভিযুক্ত করেছেন এ-কারণেই। নোয়েল পাজ প্রকৃতপক্ষেই দোষী। অতএব তাঁর বিচার ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আইন ভঙ্গের দায়ে শাস্তি তাঁর হতেই পারে—তবে কাল্পনিক খুনের কারণে নয়। আরও অভিযোগ আছে নোয়েলের বিরুদ্ধে। তিনি একজন লোকের রক্ষিতা ছিলেন—' এক মুহূর্ত থামলেন নেপোলিয়ন—'খুব বিখ্যাত এবং গুরুত্বপূর্ণ এক লোকের। আপনারা তাঁকে জানেন।'

মুচকি হাসির ঢেউ বয়ে গেল আদালতকক্ষে।

নড়েচড়ে বসলেন অগিস্ত লাঁশ। তাঁর নোয়েলকে নিয়ে সবাই হাসছে, সাহস তো কম নয় এদের! নোয়েলের জীবনে কী মূল্য আছে ডেমিরিসের? নোয়েল তার কুমারিত্ব উৎসর্গ করেছে তাঁকে—ডেমিরিসকে নয়।

'আমি মহামান্য বিচারকদের কাছে একটি কথা জানাতে চাই স্পষ্ট করে যে,' বলেই চললেন নেপোলিয়ন, 'আমি ল্যারি ডগলাসের উকিল নই। সরকারী পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, আসামী দু'জন একত্রে ষড়যন্ত্র করে একসঙ্গে খুন করেছে। অতএব একজন দোষী হলে অন্যজনও দোষী। কিন্তু আমি বলতে চাই, তাঁরা দু'জনেই নিরপরাধ।

'এটা একটা প্রহসন। আপনারা যেমন জানেন না, ক্যাথরিন ডগলাস জীবিত না মৃত, তেমনি জানেন না আমার ক্লায়েন্টও। আর তিনি জানবেনই বা কী করে? ক্যাথরিন ডগলাসকে তিনি দেখেননি কোনওদিন। যাঁকে তিনি জীবনে দেখেননি, তাঁকে খুন করার দায়ে অভিযুক্ত হলেন আমার ক্লায়েন্ট। ক্যাথরিন ডগলাস জীবিত না মৃত, সে-বিষয়ে অসংখ্য গুজব ছড়িয়ে আছে চারপাশে। তবে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য গুজব হলো, কয়েক মাস আগে পরিচিত হওয়া নোয়েল পাজ এবং ল্যারি ডগলাসের গভীর প্রেমের ব্যাপারটি জানতে পেরে অসহনীয় কষ্টবোধ—ভয় নয়—কষ্টবোধ এবং যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে তিনি পালিয়ে গেছেন। এবং এই কারণে নির্দোষ দু'জনকে আমরা শাস্তি দিতে পারি না।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল ল্যারি ডগলাসের অ্যাটর্নি ফ্রেডেরিক স্ট্যাভ্রস। দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেছে তার। নেপোলিয়ন নোয়েলকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারলে নিরপরাধী ঘোষিত হবে ল্যারিও। সে ব্যবস্থা নেপোলিয়ন করে দিচ্ছেন

নিজেই। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল ফ্রেডেরিকের মন।

আসামীর আসনে বসে রাগে জ্বলে-পুড়ে যাচ্ছে ল্যারি ডগলাস। নেপোলিয়ন কেন তার পক্ষ হয়ে কথা বলছেন? তার হয়ে ওকালতি করার প্রয়োজন নেই কারুর। সে কোনও দোষ করেনি। দোষ কেউ করে থাকলে তা নোয়েল। এটা ছিল তার পরিকল্পনা। নোয়েলের দিকে এখন তাকিয়ে বিশেষ কোনও অনুভূতি বোধ করল না ল্যারি। অথচ এই মেয়ের জন্যই বিপন্ন করে ফেলেছে নিজের জীবন! আশ্চর্য ঘটনা!

পিটার ডেমনিডেস একজনের সাক্ষ্য নিতে শুরু করেছেন।

'আদালতকে আপনার নাম জানাবেন, প্লীজ?'

'আলেক্সিস মিনোস।'

'আপনার পেশা?'

'আমি একজন উকিল।'

'আসামী দু'জনের কাউকে আপনি কখনও দেখেছেন?'

'হ্যাঁ, একজনকে।'

'কাকে?'

'পুরুষটিকে।'

'কী অবস্থায় তাঁকে দেখেছেন, বলবেন কি?'

'ছ' মাস আগে তিনি এসেছিলেন আমার অফিসে।'

'আপনার পেশার সঙ্গে জড়িত কোনও ব্যাপারে পরামর্শ নিতে?'

'হ্যাঁ।'

'সঠিক কী ব্যাপারে, জানাবেন কি?'

'একটা ডিভোর্সের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন তিনি।'

'আপনি সাহায্য করেছিলেন?'

'না। সবকিছু শুনে আমি বলেছিলাম, গ্রীসে এমন ডিভোর্সের ব্যবস্থা করা অসম্ভব।'

'অসম্ভব ছিল কেন?'

'প্রথমত—ব্যাপারটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চেয়েছিলেন তিনি এবং

BanglaBook.org

দ্বিতীয়ত—তাঁর স্ত্রীর সম্মতি ছিল না এতে। দ্বিতীয়টি ছিল প্রধান কারণ।'

'অর্থাৎ তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে ডিভোর্স চেয়েছিলেন এবং স্ত্রী তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।'

'হ্যাঁ, তিনি আমাকে তা-ই বলেছিলেন।'

'আপনি আপনার অপারগতার কথা জানিয়েছিলেন, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'বৈধ উপায়ে কিছু করা অসম্ভব দেখে আসামীরা অন্য উপায়ে—'

'অবজেকশান!' নেপোলিয়নের গলা।

'সাস্‌টেইন্‌ড!' জানালেন প্রধান বিচারক।

নেপোলিয়ন চোটাস উঠে গেলেন সাক্ষীর কাছে।

'আপনি একজন উকিল, তাই তো, মিস্টার মিনোস?'

'হ্যাঁ।'

'অবশ্যই খুব উঁচুমানের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই আমার। আইনের কোন শাখাটিতে আপনি বিশেষজ্ঞ?'

'ডিভোর্স মামলা।'

বিষণ্ণ হয়ে গেল নেপোলিয়নের চোখ-মুখ। 'আমার আগেই জানা উচিত ছিল, আমার বন্ধু পিটার ডেমনিডেস আপনার মত একজন বিশেষজ্ঞকে এখানে হাজির করবেন।'

'ধন্যবাদ।' মিনোস খুব উপভোগ করছেন নেপোলিয়নের অস্বস্তিকর অবস্থা। তিনি ইতোমধ্যে স্থির করে ফেলেছেন, আজ সন্ধেবেলা আড্ডায় বন্ধুদের রসিয়ে বলতে হবে এই কাহিনী। নেপোলিয়নের মত উকিলকে বিচলিত করার সৌভাগ্য সবার হয় না।

তবে উদ্বেগও স্পর্শ করল তাঁকে। নিজেকে কৃত্রিম অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলে আনন্দাপ্লুত সাক্ষীকে খুব দ্রুত কাবু করে ফেলেন নেপোলিয়ন—এ তিনি ঢের দেখেছেন।

'আমি নিজে কখনও ডিভোর্সের মামলা হাতে নিইনি। অতএব আপনার অভিজ্ঞতার কাছে আমাকে হার মানতেই হবে।'

আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন মিনোস।

BanglaBook.org

'আপনি একবারে কতগুলো কেস হাতে নেন?' নেপোলিয়ন প্রশ্ন করলেন।

'যতগুলো সম্ভব।'

'যতগুলো সম্ভব!' নেপোলিয়নের স্বরে মুগ্ধতা ও বিস্ময়বোধ। 'তবে আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর ইচ্ছে আমার নেই। শুধু জানতে চাইব, বছরে কতগুলো মামলা হাতে নেন আপনি?'

'শ' দুয়েক। তবে এটা অনুমানমাত্র।'

'দু'শো ক্ষেত্রেই বিচ্ছেদ হয়?'

'না।'

'কিন্তু তারা তো ডিভোর্স নেবার জন্যই আসে আপনার কাছে, তাই না?'

'হ্যাঁ, কিন্তু তাদের অনেকে মত বদল করে নানান কারণে।'

'তার মানে ব্যাপারটা মিটমাট হয়ে যায় কিংবা পুনর্মিলন হয়, তাই তো?'

'হ্যাঁ।'

'অর্থাৎ শতকরা দশজন শুরুতে ডিভোর্স চেয়েও মত বদলায় শেষ পর্যন্ত।'

'শতকরা দশজন নয়—চল্লিশজনের মত।'

'তার মানে, আপনি বলছেন, যত ডিভোর্সের মামলা আসে আপনার কাছে, তার প্রায় অর্ধেকটা পরিণতি পর্যন্ত গড়ায় না?'

'হ্যাঁ।'

মিনোসের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। পিটার ডেমনিডেসের দিকে তাকালেন তিনি। মেঝের একটা ফাটল গভীর মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণে ব্যস্ত ডেমনিডেস।

'তাদের ডিভোর্স না পাবার কারণ আপনার অক্ষমতা বা অসামর্থ্য নয়। ঠিক বলছি?'

'হ্যাঁ। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রীতে কথা কাটাকাটি কিংবা হাতাহাতি হয়েছে একটু, অমনি তাদের মনে হলো, তারা একে অপরকে ঘৃণা করে। তাদের ডিভোর্স দরকার। কিন্তু সিদ্ধান্ত পাল্টাতে দেরি হয় না তাদের।' বলে ফেলা কথার গুরুত্ব বুঝে মিনোস থেমে গেলেন হঠাৎ।

'ধন্যবাদ, মিস্টার মিনোস,' খুব ভদ্রস্বরে বললেন নেপোলিয়ন।

পিটার ডেমনিডেস জেরা করছেন সাক্ষীকে।

BanglaBook.org

'আপনার নাম, প্লীজ।'

'কাস্টা। ইরিনা কাস্টা।'

'মিস না মিসেস?'

'মিসেস। আমি বিধবা।'

'আপনার পেশা?'

'আমি হাউসকীপারের কাজ করি।'

'কোথায়?'

'রাফিনা-য় এক ধনী পরিবারে।'

'এথেন্স থেকে বেশ দূরের এক গ্রামের নাম রাফিনা। তাই নয় কি?'

'হ্যাঁ।'

'এই দু'জন আসামীকে আপনি কখনও দেখেছেন?'

'অবশ্যই। বহুবার।'

'কী অবস্থায় দেখেছেন তাঁদের, বলবেন কি?'

'আমি যেখানে কাজ করি, তার এক বাড়ি পরে তাঁরা ছিলেন কয়েকদিন। আমি তাঁদেরকে সমুদ্রের তীরে দেখেছি বহুবার। তাঁরা দু'জনেই উলঙ্গ ছিলেন।'

'ঠিক এই দু'জনকেই দেখেছেন, সে-ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ, ঠিক এই দু'জনকেই।'

'তাঁদের সম্পর্ককে কি বন্ধুত্বের সম্পর্ক মনে হয়েছিল?'

'আর যা-ই হোক, তাঁদের আচরণ ভাই-বোনের মত ছিল না।'

হাসির রোল বয়ে গেল দর্শকদের ভেতরে।

'ধন্যবাদ, মিসেস কাস্টা,' বলে ডেমনিডেস তাকালেন নেপোলিয়নের দিকে। 'ইয়োর উইটনেস।'

নেপোলিয়নের প্রথম প্রশ্ন, 'সেই ধনীর বাসায় আপনি কতদিন কাজ করেছেন, মিসেস কাস্টা?'

'সাত বছর।'

'সাত বছর! আপনার কাজে আপনি নিশ্চয়ই খুব দক্ষ এবং বিশ্বস্ত।'

'হ্যাঁ।'

'রাফিনায় একটা বাড়ি কেনার চিন্তা-ভাবনা করছি আমি। কিন্তু আমার

BanglaBook.org

অসুবিধে হলো, আমি খুব নিরিবিলিতে বাড়ি চাই, আমার একাকিত্ব দরকার। কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, ভিলাগুলো সেখানে খুব কাছাকাছি, প্রায় লাগোয়া।'

'না, না। ওখানে একটি ভিলা থেকে আরেকটি ভিলার দূরত্ব কম করে হলেও একশো গজ। এখন একটি ভিলা বিক্রি হবে বলে জানি। আপনি চাইলে...'

'তো এ-ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কখন যোগাযোগ করব?'

'ছ'টার দিকে।'

'এখন ক'টা বাজে?'

'আমার কাছে তো ঘড়ি নেই।'

'এই আদালতকক্ষের দেয়ালে যে-ঘড়ি ঝুলছে, ওটা দেখে বলুন, ক'টা বাজে?'

'ঠিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না।'

'ঘড়িটা আপনার থেকে কতটা দূরে বলে মনে হচ্ছে?'

'প্রায় পঞ্চাশ ফুট।'

'তেইশ ফুট, মিসেস কাস্টা। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

সাক্ষ্য নিচ্ছেন পিটার ডেম্‌নিডেস।

'আপনার নাম?'

'ক্রিশ্চিয়ান বারবেত।'

'আপনি ফরাসী নাগরিক?'

'হ্যাঁ।'

'ফ্রান্সের কোন শহরে থাকেন?'

'প্যারিসে।'

'আপনার পেশা?'

'একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ কম্পানির মালিক আমি।'

'কী কী ধরনের কেস আপনি হাতে নিয়ে থাকেন?'

'অনেক ধরনের—নিখোঁজ ব্যক্তির অনুসন্ধান, ঈর্ষাকাতর স্বামীর স্ত্রীকে অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ কিংবা এর উল্টোটি।'

'এই আদালতকক্ষে আপনার কোনও ক্লায়েন্ট আছে?'

BanglaBook.org

'আছে।'

'কে তিনি?'

'মিস নোয়েল পাজ।'

'কী কাজ আপনাকে দিয়েছিলেন তিনি?'

'ল্যারি ডগলাস নামে এক ব্যক্তি সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছিলেন।'

'আসামীর আসনে বসা ল্যারি ডগলাসই কি সেই ব্যক্তি?'

'হ্যাঁ।'

'এই কাজের জন্য মিস পাজ আপনাকে পারিশ্রমিক দিতেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমার হাতের এই কাগজগুলোই কি পারিশ্রমিক প্রদানের প্রমাণপত্র?'

'হ্যাঁ।'

'মঁসিয়ে বারবেত, মিস্টার ডগলাস সম্পর্কে খবরাখবর আপনি সংগ্রহ করতেন কীভাবে?'

'খুব কঠিন কাজ ছিল সেটা। আমি ছিলাম ফ্রান্সে, ল্যারি ডগলাস প্রথমে ছিলেন ইংল্যান্ডে, পরে আমেরিকায় এবং তার পরে দক্ষিণ প্যাসিফিকে। আর ফ্রান্স সেই সময় ছিল জার্মানির দখলে।'

'কী বললেন? আমি ঠিক শুনতে পাইনি।'

'বলছিলাম, ফ্রান্স ছিল জার্মানির দখলে।'

'কিন্তু মিস নোয়েল পাজের উকিল আমাদের বলেছেন, ল্যারি ডগলাস এবং নোয়েল পাজ পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হন কয়েক মাস আগে এবং পাগলের মত একে অপরের প্রেমে পড়েন। আর এখন আপনি জানাচ্ছেন যে, তাঁদের প্রেমপর্ব শুরু হয়েছিল—কতদিন আগে?'

'কমপক্ষে ছ'বছর আগে।'

নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে ঘুরে পিটার ডেমনিডেস বললেন, 'ইয়োর উইটনেস।'

চোখ কচলে উঠে দাঁড়ালেন নেপোলিয়ন চোটাস। এগিয়ে গেলেন সাক্ষীর দিকে।

BanglaBook.org

'আমি আপনাকে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ করব না। আমি জানি, ফ্রান্সে ফিরে যেতে আপনি ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।'

'আপনি সময় নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন।'

'আমি নিশ্চিত, আপনি ইংল্যান্ডে গেছেন বহুবার।'

'না, যাইনি।'

'একবারও নয়?'

'না।'

'আমেরিকায় গেছেন?'

'না।'

'দক্ষিণ প্যাসিফিকে গেছেন কখনও?'

'না।'

'সেক্ষেত্রে গোয়েন্দা হিসেবে আপনি অনন্য, মিস্টার বারবেত। আপনি আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। ল্যারি ডগলাস যখন ছিলেন ইংল্যান্ড, আমেরিকা এবং দক্ষিণ প্যাসিফিকে, আপনি সেই সময় তাঁর সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করেছেন। অথচ আপনি বলছেন, ওসব দেশে আপনি কখনও যাননি।'

'আপনি ঠিক বুঝতে পারেননি, বোধ হয়। তথ্য সংগ্রহের জন্য ওইসব দেশে আমার উপস্থিতির প্রয়োজন ছিল না। ইংল্যান্ড আর আমেরিকার করেসপন্ডেট এজেন্সিগুলোর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ছিল। তথ্যের যোগান দিয়েছে তারাই।'

'আমার নির্বুদ্ধিতার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি এতক্ষণে বুঝলাম, ল্যারি ডগলাস বিষয়ক তথ্য সরবরাহ করেছে ওইসব এজেন্সি।'

'হ্যাঁ।'

'আপনার কথা থেকে এটাই পরিষ্কার হচ্ছে যে, ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে আপনার নিজস্ব কোনও ধারণা ছিল না।'

'হ্যাঁ, তা বলতে পারেন।'

'অর্থাৎ আপনার দেয়া সব তথ্যই সেকেন্ডহ্যান্ড?'

'এক অর্থে তা-ই।'

বিচারকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নেপোলিয়ন চোটাস বললেন, 'এই ধরনের সাক্ষ্যর কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। কারণ, শুধু জনশ্রুতির ওপরে

BanglaBook.org

ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্তে আসার অধিকার আমরা রাখি না।'

পিটার ডেমনিডেস উঠে দাঁড়ালেন। 'অবজেকশান, ইয়োর অনার। মিস্টার বারবেতের মাধ্যমে মিস নোয়েল পাজ ল্যারি গডলাস বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। এটা জনশ্রুতি নয়।'

'আমার বিচক্ষণ সহকর্মী প্রমাণ হিসেবে বেশকিছু কাগজপত্র দাখিল করেছেন,' নেপোলিয়ন বললেন ভদ্রভাবে। 'আমি ওসব গ্রহণযোগ্য মনে করতাম যদি ওই এজেন্সিগুলোর কোনও প্রতিনিধি এখানে উপস্থিত হয়ে জানাতো যে, তারা ল্যারি ডগলাস সম্পর্কে অনুসন্ধান চালিয়েছে। না হলে আমি মাননীয় আদালতকে জোর গলায় বলব, কোন অনুসন্ধানই চালানো হয়নি।'

আদালতপ্রধান ঘুরে তাকালেন পিটার ডেমনিডেসের দিকে। 'আপনি তাদের কাউকে এখানে আনতে প্রস্তুত?'

'এটা অসম্ভব,' ডেমনিডেস বললেন ক্ষুব্ধ স্বরে। 'মিস্টার নেপোলিয়ন চোটাস খুব ভাল করেই জানেন, এটা করতে সময় লাগবে বেশ কয়েকদিন।'

আদালতপ্রধান জানালেন, 'মোশান গ্র্যান্টেড।'

পিটার ডেমনিডেস সাক্ষ্য গ্রহণ করছেন।

'আপনার নাম, প্লীজ।'

'জর্জ মুসন।'

'পেশা?'

'আইয়োয়ান্নিনার প্যালেস হোটেলের রিসেপশান ক্লার্ক।'

'আসামীর আসনে বসা দু'জনের কাউকে আগে দেখেছেন কখনও?'

'লোকটাকে দেখেছি। গত অগাস্ট মাসে তিনি এসেছিলেন আমাদের হোটেলে।'

'মিস্টার ল্যারি ডগলাসের কথা বলছেন আপনি?'

'হ্যাঁ।'

'হোটেলে তিনি একাই এসেছিলেন?'

'না।'

'কে ছিল তাঁর সঙ্গে?'

'তাঁর স্ত্রী।'

BanglaBook.org

'ক্যাথরিন ডগলাস?'

'হ্যাঁ।'

'পেরামা-র গুহা নিয়ে মিস্টার ডগলাস কি আলোচনা করেছিলেন আপনার সাথে?'

'হ্যাঁ, করেছিলেন।'

'প্রসঙ্গটির উত্থাপন কি আপনি করেছিলেন?'

'আমার যত দূর মনে পড়ে, প্রসঙ্গ তুলেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, তাঁর স্ত্রী গুহাগুলো দেখতে উদগ্রীব। আমার কাছে কথাটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।'

'কোন কথাটা?'

'মেয়েরা সচরাচর গুহায় যেতে পছন্দ করে না।'

'মিসেস ডগলাসের সঙ্গে গুহা বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন?'

'না, শুধু মিস্টার ডগলাসের সঙ্গে।'

'আপনি তাঁকে কী বলেছিলেন?'

'মনে পড়ে, তাঁকে বলেছিলাম, গুহাগুলো খুব বিপজ্জনক।'

'গাইডের ব্যাপারে কোনও কথা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, সঙ্গে গাইড নিতে। আমাদের হোটেলে যত লোক আসে, সবাইকে আমি কথাটা বলি।'

'আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই। ইয়োর উইটনেস, মিস্টার নেপোলিয়ন চোটাস।'

'হোটেলের সঙ্গে আপনি কতদিন ধরে জড়িত, মিস্টার মুসনা?' প্রশ্ন শুরু করলেন নেপোলিয়ন।

'কুড়ি বছরেরও বেশি।'

'এর আগে আপনি কি সাইকিয়াট্রিস্ট হিসেবে কাজ করতেন?'

'কে, আমি? না।'

'অন্ততপক্ষে মনস্তত্ত্ববিদ হিসেবে?'

'না।'

'তার মানে মেয়েদের অভ্যেস, আচার-আচরণের ব্যাপারে আপনি বিশেষজ্ঞ নন।'

'আমি সাইকিয়াট্রিস্ট হতে না পারি, কিন্তু হোটেল-ব্যবসার সঙ্গে জড়িত

BanglaBook.org

থেকে মেয়েদের সম্পর্কে অনেককিছু জেনেছি।'

'আপনি কি বিবাহিত, মিস্টার মুসন?'

'বর্তমানে নয়। তবে আমি বিয়ে করেছি তিনবার এবং মেয়েদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, এটা আমি বলতে পারি।'

'কথাটা ঠিক বললেন না, মিস্টার মুসন। মেয়ে বিষয়ে আপনি বিশেষজ্ঞ হলে একটা বিয়ে অন্তত আপনার টিকত। আমার আর কোনও প্রশ্ন নেই।'

সাক্ষীর জবানবন্দি নিচ্ছেন পিটার ডেমনিডেস।

'আপনাম নাম, প্লীজ।'

'ক্রিস্টোফার সোসায়ানিস।'

'আপনার পেশা?'

'পেরামা গুহার গাইড।'

'কতদিন হলো কাজ করছেন সেখানে?'

'দশ বছর।'

'খুব ব্যস্ত থাকেন?'

'খুব। প্রতিদিন হাজার হাজার পর্যটক আসে।'

'আসামীর আসনে বসা মিস্টার ল্যারি ডগলাসকে আপনি আগে দেখেছেন কখনও?'

'দেখেছি। তিনি গত অগাস্ট মাসে গুহা দেখতে এসেছিলেন।'

'আপনি নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ।'

'হাজার হাজার পর্যটকের প্রত্যেককে আপনি মনে রাখেন, কথাটি কি বিশ্বাসযোগ্য?'

'অবশ্যই নয়। তবে তাঁকে আমি মনে রেখেছি অন্য কারণে।'

'কারণটি কী, মিস্টার সোসায়ানিস?'

'কারণ, তিনি সঙ্গে কোন গাইড নেননি।'

'প্রত্যেক পর্যটকই গাইড নেয় সঙ্গে?'

'জার্মান আর ফরাসীরা বড্ড কৃপণ। কিন্তু আমেরিকানরা সবসময় গাইড ভাড়া করে।'

'মিস্টার ল্যারি ডগলাসকে মনে রাখার আর বিশেষ কোনও কারণ আছে কি?'

BanglaBook.org

'আছে। তাঁর গাইড প্রয়োজন কি না, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি না বলায় তাঁর স্ত্রী কেমন হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন। তার এক ঘণ্টা পরে ল্যারি ডগলাসকে আমি তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসতে দেখি। তিনি ছিলেন একা। আমার খটকা লাগায় তাঁকে জিজ্ঞেস করি, তাঁর সঙ্গের মহিলাটি কোনও দুর্ঘটনায় পড়েছেন কি না। তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, কোন মহিলার কথা আমি জিজ্ঞেস করছি তাঁকে। আমি বললাম, "যাঁকে সাথে নিয়ে আপনি ঢুকেছিলেন।" মুহূর্তে চোখ-মুখ ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে তাঁর। তিনি হঠাৎ চিৎকার করতে শুরু করেন, "আমি তাকে হারিয়ে ফেলেছি। হেল্প! হেল্প!" এর পর তিনি উন্মাদের মত আচরণ করতে শুরু করেন।'

'কিন্তু আপনি তাঁকে প্রশ্ন করার আগে সাহায্যের জন্য তিনি চিৎকার করেননি। ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'সর্বশেষ প্রশ্ন। মিস্টার ডগলাস যখন বেরিয়ে আসেন গুহা থেকে, তখন তাঁকে দেখে কী মনে হয়েছিল, তিনি সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানাতে বেরিয়ে এসেছেন, না কি গমনোন্মুখ ভাব ছিল তাঁর?'

'তিনি চলে যাচ্ছিলেন।'

'ইয়োর উইটনেস।'

নেপোলিয়ন চোটাস জেরা শুরু করলেন খুব নম্রস্বরে।

'মিস্টার সোসায়ানিস, আপনি কি সাইকিয়াট্রিস্ট?'

'না, আমি একজন গাইড।'

'এবং আপনি মনস্তত্ত্ববিদও নন?'

'না।'

'প্রশ্নগুলো আপনাকে করার কারণ—গত সপ্তাহে একজন হোটেল-ক্লার্কের সাক্ষ্য নিচ্ছিলাম, সে নাকি মানব-চরিত্র বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। আচ্ছা, আপনি কী করে বুঝেছিলেন, মিস্টার ল্যারি ডগলাস সাহায্যের জন্য কাউকে খুঁজছিলেন না?'

'তাঁর চেহারা দেখে আমার তা-ই মনে হয়েছিল।'

'আপনি তাঁর আচার-আচরণ এত নিখুঁতভাবে মনে রেখেছেন?'

'হ্যাঁ।'

BanglaBook.org

'তার মানে, আপনার স্মরণশক্তি অসাধারণ প্রখর। তাহলে আদালতকক্ষে একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন, ল্যারি ডগলাস ছাড়া আর কাউকে আপনি আগে দেখেছেন?'

'না।'

'আগে কাউকে দেখে থাকলে আপনার নির্ঘাত মনে পড়ত, তাই না?'

'অবশ্যই।'

'আপনি আমাকে আগে কখনও দেখেছেন?'

'না।'

'এই কাগজগুলো দেখুন, প্লীজ। এগুলো কী, বলতে পারেন?'

'টিকেট।'

'কিসের?'

'পেরামা-র গুহার।'

'কতদিন আগেকার টিকেট?'

'তিন সপ্তাহ আগের।'

'হ্যাঁ, টিকেটটি আমি কিনেছিলাম, মিস্টার সোসায়ানিস। আমাদের দলে আরও পাঁচজন লোক ছিল। আপনি ছিলেন আমাদের গাইড। আর কোনও প্রশ্ন নেই আমার।'

'আপনার পেশা?' প্রশ্ন করলেন পিটার ডেমনিডেস।

'আইয়োয়ান্নির প্যালেস হোটেলের বেল্‌বয়।'

'আসামী মহিলাটিকে আগে দেখেছেন কখনও?'

'হ্যাঁ, সিনেমায়।'

'সামনাসামনি দেখেননি?'

'দেখেছি একবার। তিনি আমাদের হোটেলে এসে আমার কাছে ল্যারি ডগলাসের রুম নম্বর জানতে চেয়েছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম অনুসন্ধান কক্ষ থেকে তা জেনে নিতে। তিনি বলেছিলেন, এই সামান্য ব্যাপারে তাদের বিরক্ত করতে চান না। তখন আমি তাঁকে ল্যারি ডগলাসের রুম নম্বর জানাই।'

'এটা কবেকার ঘটনা?'

'১ অগাস্টের। মেল্টেমির দিন।'

'এই মহিলাটিকেই আপনি দেখেছেন সেদিন—আপনি নিশ্চিত সে

BanglaBook.org

ব্যাপারে?'

'তাঁকে কী করে ভুলি! তিনি প্রচুর বকশিস দিয়েছিলেন আমাকে।'

বিচারপর্ব গড়াল চতুর্থ সপ্তাহ অব্দি। নেপোলিয়ন চোটাস তাঁর জীবনের সেরা দক্ষতা দেখাচ্ছেন। তবু নোয়েল এবং ল্যারির দোষী সাব্যস্ত হবার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে লাগল।

ল্যারি ডলাসের অ্যাটর্নি ফেডেরিক স্ট্যাভ্রস পুরো দায়িত্ব নেপোলিয়নের ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে আছে বেশ। ভীষণ আশাবাদী সে। তার ধারণা, ল্যারি আর নোয়েল বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। কিন্তু আদালতকক্ষের শূন্য চেয়ারটির দিকে তাকাতেই ভয় করে কেন জানি। কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস কি আসবেন কখনও? নোয়েল দোষী সাব্যস্ত হলে ধনকুবেরটা আসবে না, সম্ভবত। শূন্য আসনটি ক্রমশ বিচারের গতিবিধির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শুক্রবার বিকেল বিচারের চূড়ান্ত দিন।

'আপনার নাম, প্লীজ।'

'ডক্টর কাজোমিডেস। জন কাজোমিডেস।'

'মিস্টার এবং মিসেস ডগলাসকে দেখেছেন আগে?'

'হ্যাঁ।'

'উপলক্ষটা কী ছিল?'

'পেরামার গুহা থেকে ফোন কল পাই একদিন। আমাকে বলা হয়, গুহার ভেতরে হারিয়ে যাওয়া এক মহিলাকে খুঁজে পাওয়া গেছে আহত অবস্থায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে আমি তাঁকে মরফিন দিই এবং বলি তাঁকে হাসপাতালে পাঠাতে।'

'তাঁকে পাঠানো হয়েছিল হাসপাতালে?'

'না।'

'কেন, জানেন কি?'

'মহিলাটিকে প্যালেস হোটেলের বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হয় তাঁর স্বামীর অনুরোধে।'

'আপনার কাছে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল?'

'তাঁর স্বামী বলছিলেন, তিনি নিজে স্ত্রীর দেখাশোনা করতে চান।'

BanglaBook.org

'হোটেলেও কি আপনি মিসেস ডগলাসের চিকিৎসা করেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'মিসেস ডগলাসের সঙ্গে আপনার কোনও কথা হয়েছিল?'

'হয়েছিল।'

'কী বলেছিলেন তিনি?'

'বলেছিলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে খুন করতে চান।'

আদালতকক্ষে গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ল মুহূর্তের মধ্যে। নেপোলিয়ন উঠে গিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন নোয়েলের সঙ্গে। এই প্রথম হতাশ মনে হলো তাঁকে। পেটার ডেমনোডিস জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে গেলেন।

'মিসেস ডগলাস যখন বলেছিলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে খুন করতে চায়, তখন তিনি কি পুরোপুরি সুস্থ ছিলেন মানসিকভাবে? একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি কী মনে করেন?'

'হ্যাঁ, মানসিকভাবে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে সুস্থ। কারণ তিনি জেগে ওঠার পর আমি তাঁকে সেড্যাটিভ দিতে গেলে খুব আতঙ্কিত হয়ে সেড্যাটিভ না দেয়ার অনুরোধ করতে থাকেন বারবার।'

আদালতপ্রধান ঝুঁকে বসলেন সামনে এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'কারণটি মিস ডগলাস কি বলেছিলেন আপনাকে?'

'হ্যাঁ, বলেছিলেন ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর স্বামী তাঁকে মেরে ফেলবেন।'

আদালতপ্রধান বললেন পিটার ডেমনিডেসকে, 'আপনি জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যেতে পারেন।'

'ডক্টর কাজোমিডেস, মিসেস ডগলাসের অনুরোধ সত্ত্বেও আপনি তাঁকে সেড্যাটিভ দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'সেড্যাটিভ দেয়ার পর মিসেস ডগলাস ঘুমিয়ে পড়লে আপনি কী করলেন?'

'আমি চলে গিয়েছিলাম।'

'এর পরবর্তী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মিসেস ডগলাসের জেগে ওঠার কোনও সম্ভাবনা ছিল কি? আর ঘুম ভাঙলেও অন্যের সাহায্য ছাড়া বিছানা থেকে ওঠা, কাপড় পরা এবং পালিয়ে যাওয়া কি সম্ভব ছিল তাঁর পক্ষে?'

'তাঁর ওই শারীরিক অবস্থায়? অসম্ভব। খুব শক্তিশালী সেড্যাটিভ দিয়েছিলাম তাঁকে।'

BanglaBook.org

'ধন্যবাদ, ডক্টর কাজোমিডেস।'

বিচারক তিনজন শীতল, ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন ল্যারি এবং নোয়েলের দিকে।

তৃপ্তির ছায়া পড়েছে উইলিয়াম ফ্রেজারের অভিব্যক্তিতে। ডক্টর কাজোমিডেসের জবানবন্দির পর আর কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে, ল্যারি এবং নোয়েলই হত্যা করেছে ক্যাথরিনকে।

ফ্রেডেরিক স্ট্যাভ্রসকে আতঙ্ক গ্রাস করল। নেপোলিয়নের ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে সে ভেবেছিল, তাঁর দক্ষতার জোরে ভবিষ্যতে তার নিজের বাজার পোক্ত হবে। কিন্তু সব লণ্ডভণ্ড করে দিল ডাক্তারের বক্তব্য। আদালতকক্ষের চারপাশে তাকাল সে। রহস্যজনকভাবে সংরক্ষিত সেই একটি আসন ছাড়া বাকি সব আসন পরিপূর্ণ। একটু দূরে বসে আছেন নেপোলিয়ন চোটাস। বিষণ্ন চেহারা নিয়ে তিনি তাকিয়ে আছেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ডাক্তার কাজোমিডেসের দিকে। একটা সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছেন যেন।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন নেপোলিয়ন। কিন্তু সাক্ষীর কাছে না গিয়ে তিনি বিচারকদের উদ্দেশে বললেন, 'মাননীয় আদালতপ্রধান, আমি এই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাই না। তবে মহামান্য আদালতের কাছে আদালত এবং সরকার পক্ষের অ্যাটর্নির সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা করার অনুমতি প্রার্থনা করি।'

আদালতপ্রধান জিজ্ঞেস করলেন পিটার ডেমনিডেসকে, 'আপনি কী বলেন, মিস্টার ডেমনিডেস?'

'আমার আপত্তি নেই,' সতর্কস্বরে বললেন ডেমনিডেস।

আধঘণ্টা পর আদালতকক্ষে ঢুকলেন নেপোলিয়ন চোটাস। একা। তাঁর অভিব্যক্তি দেখে সবাই আঁচ করল, খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটে গেছে। তিনি হেঁটে এলেন আসামীদের আসনের কাছে। নোয়েলকে বললেন, 'আদালতপ্রধান তাঁর ক্যাবিনে আমাদেরকে আলোচনা করার অনুমতি দিয়েছেন।' তারপর তিনি ঘুরে তাকালেন ফ্রেডেরিক স্ট্যাভ্রসের দিকে। অপরিসীম অনিশ্চয়তার ভেতরে হাবুডুবু খাচ্ছে সে। বুঝতে পারছে না, কী হতে যাচ্ছে। 'আপনিও আপনার ক্লায়েন্টসহ আসতে পারেন আমাদের সঙ্গে। আদালতপ্রধান অনুমতি দিয়েছেন।'

দু'জন বেইলিফ তাঁদের নিয়ে গেল আদালতপ্রধানের ক্যাবিনে। তারা চলে

BanglaBook.org

গেলে ঘরে রইলেন শুধু তাঁরা চারজন। নেপোলিয়ন ফ্রেডেরিককে লক্ষ করে বললেন, 'আমি এখন যা বলব, তা আমার ক্লায়েন্টের স্বার্থে। তবে আপনার ক্লায়েন্টও যেহেতু একই অপরাধে অভিযুক্ত, তাই তাঁর স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থাও আমি করেছি।'

'কী হয়েছে, বলুন,' দাবির স্বরে বলল নোয়েল।

খুব ধীর গতিতে, সতর্কতার সঙ্গে শব্দ নির্বাচন করে বলতে শুরু করলেন নেপোলিয়ন, 'একটু আগে বিচারকদের সঙ্গে আলোচনা করেছি আমি। সরকারপক্ষের অ্যাটর্নি গভীর ছাপ ফেলেছে তাঁদের মনে। আপনাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য খুব গুরুত্ব পাচ্ছে তাঁদের কাছে। তবে আসামী দু'জন যদি তাদের অপরাধ স্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে পাঁচ বছরের কারাবাস দেয়া হবে, এতটা পর্যন্ত আমি তাঁদেরকে রাজি করাতে পেরেছি।' গভীর তৃপ্তির স্বর নেপোলিয়ন চোটাসের কথায়। 'পাঁচ বছরের মধ্যে চার বছর সময় বাতিল করার ব্যবস্থাও করা যাবে।' তিনি ঘুরে তাকালেন ল্যারির দিকে। 'আপনি যেহেতু আমেরিকার নাগরিক, আপনাকে বহিষ্কার করা হবে এ-দেশ থেকে এবং গ্রীসে আর কখনও আসতে পারবেন না।'

মাথা নাড়ল ল্যারি। সে রাজি। স্বস্তির তীব্র স্রোত প্লাবিত করল তাকে।

নেপোলিয়ন মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন নোয়েলকে। বললেন, 'আপনার জন্যও একটি শর্ত আরোপিত হবে।'

চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল সে, 'কী সেটা?'

'আপনার পাসপোর্ট কেড়ে নেয়া হবে এবং গ্রীস ত্যাগ করার অনুমতি আপনি কোনওদিন পাবেন না। আপনাকে বাকি জীবন কাটাতে হবে আপনার বন্ধুর সঙ্গে। আশা করি, আপনি বুঝতে পারছেন, কার কথা বলছি আমি। আপনাকে একটি সত্য কথা জানিয়ে রাখি, বিচারকেরা এই ছাড়টুকু দিচ্ছেন শুধু আপনার বন্ধুর কথা ভেবেই। কী অবর্ণনীয় মানসিক কষ্টে তিনি ভুগছেন, তা তাঁরা জানেন। তাই তাঁরা চান, এর অবসান হোক।'

নোয়েল জানে, ডেমিরিসের মানসিক যন্ত্রণার কথা ভেবে কিছুটা সদয় হয়েছেন বিচারকেরা—কথাটা সত্য নয়। সে নিশ্চিত, এর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে তাঁকে। পরিবর্তে তিনি তাকে ফিরে পাচ্ছেন এবং এমন ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন, যাতে সে তাঁকে ছেড়ে যেতে না পারে আর কখনও। ল্যারির সঙ্গে আর দেখা হবার সম্ভাবনাও রহিত করে দিচ্ছেন। ল্যারির দিকে

BanglaBook.org

তাকাল সে। স্বস্তির নিশ্চিত ছাপ তার চোখে-মুখে। সে মুক্তি পাবে, এটাই তার কাছে প্রধান। নোয়েলকে হারাচ্ছে বলে অনুশোচনার কোনও চিহ্নও নেই সেখানে। কিন্তু নোয়েল ল্যারিকে বুঝতে পারছে, বুঝতে পারছে তার মানসিক অবস্থা। তার সামনে আর কোনও বিকল্প নেই। কিন্তু তাদের দু'জনেরই রয়েছে বেঁচে থাকার দুর্দমনীয় স্পৃহা। ল্যারি যখন চলে যাবে তাকে ছেড়ে, নোয়েলের কিছুটা যাবে তার সঙ্গে। কিন্তু নোয়েল এখন জানে, জীবন কতটা মহামূল্য। বেঁচে থাকার এই সুযোগ হাতছাড়া করার কথা ভাবতেই ভীতিকর অনুভূতির জন্ম নেয় তার মনে। তাই প্রস্তাবটি সে মেনে নিচ্ছে কৃতজ্ঞচিত্তে।

নেপোলিয়ন চোটাসকে বলল সে, 'আমি রাজি।'

স্থগিত রাখা বিচারকার্য আবার শুরু হলে ঘটনা নতুন কোন দিকে মোড় নেবে জানার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল সমবেত জনগণ। নেপোলিয়ন চোটাস শুরু করলেন, 'মাননীয় আদালত, আমার ক্লায়েন্ট তাঁর অপরাধ স্বীকার করতে চান।'

আদালতপ্রধান এমন অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকালেন নেপোলিয়নের দিকে, যেন প্রথম শুনছেন এই কথা।

তুখোড় অভিনয় করছে ব্যাটা, ভাবল নোয়েল। ডেমিরিসের কাছ থেকে ভাল পয়সা খসিয়েছে বা খসাবে—ভাল অভিনয় না করলে কি চলে!

পাশে বসা বিচারকদের সঙ্গে নিচুস্বরে আলোচনা করলেন আদালতপ্রধান, তারপর প্রশ্ন করলেন নোয়েলকে, 'আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করতে চান?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল নোয়েল।

লাফ দিয়ে এমনভাবে উঠে দাঁড়াল ফ্রেডেরিক স্ট্যাভ্রস, যেন একটু দেরি করলে বঞ্চিত থেকে যাবে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে। 'মহামান্য আদালত, আমার ক্লায়েন্ট তাঁর অপরাধ স্বীকার করতে চান।'

আদালতপ্রধান ল্যারির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আপনার অপরাধ স্বীকার করতে চান?'

ল্যারি এক নজর দেখল নেপোলিয়ন চোটাসকে। বলল, 'হ্যাঁ।'

গম্ভীর, থমথমে মুখ আদালতপ্রধানের। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলেন আসামী দু'জনকে। 'গ্রীক আইন অনুযায়ী—পূর্বপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের শাস্তি—মৃত্যুদণ্ড। আপনাদের অ্যাটর্নিরা এ-কথা আপনাদে

BanglaBook.org

জানিয়েছে?'

'হ্যাঁ।' নোয়েলের গলার স্বর স্পষ্ট এবং দৃঢ়।

আদালতপ্রধান তাকালেন ল্যারির দিকে।

'হ্যাঁ,' জানাল সে।

বিচারকেরা আবার আলোচনা করে নিলেন নিজেদের মধ্যে। আদালতপ্রধান জিজ্ঞেস করলেন পিটার ডেমনিডেসকে, 'আসামী দু'জনের অপরাধ স্বীকারের ব্যাপারে আপনার কোনও আপত্তি আছে?'

ডেমনিডেস দেখলেন নেপোলিয়ন চোটাসকে, তারপর বললেন, 'না, নেই।'

নোয়েল বোঝার চেষ্টা করল, ডেমনিডেসকেও কি কিনে নিয়েছেন ডমিরিস?

'আসামীদের অপরাধ স্বীকার মেনে নিচ্ছে আদালত,' ঘোষণা করলেন আদালতপ্রধান এবং বিচারক দু'জনের দিকে ঘুরে তাকিয়ে বললেন, 'ঘটনার এ-ধরনের অগ্রগতির কারণে আপনাদেরকে বিচারকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে। বিচার কার্য শেষ হয়ে এসেছে। আদালত একটু পরে তার রায় ঘোষণা করবে। আপনাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ। বিচার আপাতত দু'ঘণ্টার জন্য মুলতুবি ঘোষণা করা হচ্ছে।'

দু'ঘণ্টা পরের ঘটনা।

'আসামী দু'জনকে কাঠগড়ায় উঠে আসতে বলা হচ্ছে।'

দৃপ্তভঙ্গিতে সেদিকে হেঁটে গেল নোয়েল, তার পাশে নেপোলিয়ন চোটাস। চোখের এক কোণ দিয়ে তিনি দেখলেন, এগিয়ে আসছে ল্যারি এবং ফ্রেডেরিক স্ট্যাভ্রস।

'সুদীর্ঘ এই বিচারপর্বের শেষে আমি শুধু বলতে পারি,' আদালতপ্রধান শুরু করলেন তাঁর বক্তব্য, 'বড় বড় মামলায় অপরাধের ব্যাপারে কোনও সন্দেহ পোষণের অবকাশ থাকলে আদালত সেই সুযোগটি প্রদান করে আসামীকে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, এই মামলাটিতেও অপরাধ সংঘটনের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণের অবকাশ ছিল। আমরা তা অনুভবও করেছি। মৃত ব্যক্তির লাশের কোন হদিস দিতে পারেনি সরকারপক্ষ। এটি ছিল আসামীদের স্বপক্ষে সবচেয়ে জোরাল যুক্তি।' তিনি ঘুরে তাকালেন নেপোলিয়ন চোটাসের দিকে। 'সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের সার্বিক প্রমাণ ছাড়া গ্রীক আদালত কোনওদিন কোনও

BanglaBook.org

আসামীর মৃত্যুদণ্ড দেয়নি, এই সত্যটি নিশ্চয়ই অবগত আছেন আসামীদ্বয়ের বিচক্ষণ দু'জন অ্যাটর্নি—এটা আমার নিশ্চিত বিশ্বাস। তাই বিচারপর্বের মাঝপথে আসামীদের অপরাধ স্বীকারের ঘটনাটি আমার এবং আমার সহকর্মীদের বিস্ময়ের উদ্রেক করেছে।'

নোয়েলের পাকস্থলীর গভীরে জন্ম নিল এক অনুভূতি। ওপরে উঠতে শুরু করল তা ক্রমশ, সঙ্কুচিত করে ফেলল কণ্ঠনালীকে। হঠাৎ যেন শ্বাসকষ্ট শুরু হলো নোয়েলের। ল্যারি তাকিয়েছিল বিচারকের দিকে। কী হচ্ছে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

'আদালত এবং সমগ্র বিশ্বের সামনে অপরাধ স্বীকারের দুঃসাহসকে সাধুবাদ জানাতেই হয়। ব্যাপারটি তাঁদের জন্য যে সহজ ছিল না, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু তাঁদের এই বোধোদয় এক অসহায় মহিলাকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করার প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে না। আর হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হয়েছে, তা তাঁরা স্বীকার করেই নিয়েছেন।'

ঠিক তক্ষুণি নোয়েল জেনে গেল, সবকিছুই সাজানো। তার মৃত্যুভয় কতটা প্রবল, তা ডেমিরিস জেনে নিয়েছিলেন সুকৌশলে। তারপর আশ্বাস দিয়েছিলেন তার জীবন রক্ষার। নোয়েল তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ডেমিরিস হারিয়ে দিয়েছেন তাকে। তিনি তাঁর প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চান এক্ষুণি, পরে নয়। সে এখন জানে, নেপোলিয়ন চাইলে মৃতদেহ দেখানোর দাবি তুলে রক্ষা করতে পারতেন তার জীবন। কিন্তু তিনি তা করেননি। পুরোটাই ছিল তাঁর অভিনয়। কিন্তু তাঁরও উপায় ছিল না কোনও, সেটাও জানে নোয়েল। কারণ তিনি ডেমিরিসের লোক।

আদালতপ্রধান চালিয়ে গেলেন তাঁর বক্তব্য, '...এবং দেশ কর্তৃক আমার ওপর অর্পিত ক্ষমতা এবং দেশের আইন অনুযায়ী আমি আসামী নোয়েল পাজ এবং ল্যারি ডগলাসের ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছি।...আজ থেকে আগামী নব্বই দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে।'

নোয়েল দেখল, আদালতকক্ষের শূন্য আসনটি শূন্য নেই আর। কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস বসে আছেন সেখানে। নোয়েলের সর্বশেষ—দেখা ডেমিরিসের সঙ্গে এই ডেমিরিসের কোনও মিল নেই। এখন তিনি অত্যন্ত তরতাজা, সতেজ। নিখুঁত স্যুট, শার্ট এবং টাই তাঁর পরনে।

নোয়েলের পরাজয়ের মুহূর্তটি দেখার জন্য ডেমিরিস এসেছেন, এসেছেন

BanglaBook.org

তার আতঙ্ক-ভাব লক্ষ করতে। তাঁর কালো চোখজোড়া বিদ্ধ হয়ে আছে তার ওপরে। এক মুহূর্তের জন্য সেখানে খেলে গেল তৃপ্তির ঝিলিক। নোয়েলের দৃষ্টি এড়াল না সেটা। আরও একটা কিছু ছিল সেই চোখজোড়ায়। সম্ভবত, অনুশোচনা। কিন্তু তা মিলিয়ে গেল নোয়েল বুঝে ওঠার আগেই।

দাবা খেলা শেষ হলো অবশেষে।

আদালতপ্রধানের ঘোষণাটি হতচকিত হয়ে অবিশ্বাসের সাথে শুনেছে ল্যারি। হঠাৎ চিৎকার করে উঠল সে, 'আমার কথা শুনুন, আমি তাকে খুন করিনি। আমাকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে।'

দু'জন বেইলিফ এসে ধরে ফেলল তাকে। একজন হাতকড়া বের করল।

'না!' চিৎকার করেই চলল সে। 'আমার কথা শুনুন। আমি খুন করিনি।'

বেইলিফ দু'জন তাকে নিয়ে গেল আদালতকক্ষের বাইরে।

আদালতকক্ষ থেকে নোয়েলকে বের করে নিয়ে যাবার সময় সে তাকাল দর্শকদের দিকে। আরমাঁদ গোতিয়ের বসে আছেন এক পাশে। স্থির তাঁর দৃষ্টি।

ফিলিপ সোরেলের দিকে চোখ পড়তেই তিনি উৎসাহব্যঞ্জক হাসি উপহার দেয়ার চেষ্টা করলেন এবং ঠিক সফল হতে পারলেন না।

ইজরায়েল কাৎস বসে আছেন চোখ বন্ধ করে। ঠোঁটগুলো এমনভাবে নড়ছে, যেন প্রার্থনা করছেন নীরবে। গাড়ির লাগেজবক্সে ইজরায়েলকে ভরে গেস্টাপো অফিসারের নাকের ডগার ওপর দিয়ে যে-রাতে নোয়েল তাঁকে প্যারিসের বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই রাতের কথা মনে পড়ল নোয়েলের। সে-রাতে অপরিমেয় ভীতি তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কিন্তু মনের ভেতরের এখনকার আতঙ্ক এবং ভয়ের তুলনায় তা কিছুই নয়।

অগিস্ত লাঁশঁর দিকে তাকাল সে। দোকানের সেই মালিক। তাঁর নাম কিছুতেই মনে পড়ল না নোয়েলের। কিন্তু মনে পড়ল ভিয়েনের সেই হোটেলের কথা।

নোয়েলকে নিয়ে যাওয়া হলো আদালতকক্ষের বাইরে।

শনিবার, ভোর চারটা। ভোর ছ'টায় নোয়েলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে।

নোয়েল জানে, আর কিছুক্ষণ পরই বুলেট আছড়ে পড়বে তার শরীরে, রক্ত

BanglaBook.org

ছিটকে পড়বে মাটিতে। এই সত্যটি বাস্তব বলে মেনে নিলেও মনের গহীনে ক্ষীণ একটি আশা উঁকি দিচ্ছে তবু। কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস হয়তো শেষ মুহূর্তে অলৌকিক কোনও কাণ্ড ঘটিয়ে রক্ষা করবেন তার প্রাণ। আসলে অলৌকিক ঘটনাও ঘটাতে হবে না তাঁকে। প্রয়োজন শুধু একটি ফোন কলের কিংবা তাঁর সোনালি হাতের ইশারার। তিনি যদি তাকে প্রাণে রক্ষা করেন, তবে সে তাঁর জন্য সবকিছু করবে। তাঁকে একবার দেখতে পেলে বলত, আর কোনও পুরুষের দিকে সে নজর দেবে না কোনওদিন, তাঁর জীবনকে সুখময় করার জন্য উৎসর্গ করবে নিজের বাকি জীবন।

এখনও সময় আছে দু'ঘণ্টা।

ভোর পাঁচটা বাজার দশ মিনিট আগে প্রহরী এসে ডাকল ল্যারিকে। তাকে নিতে এসেছে পাঁচজন। স্বপ্নাবিষ্টের মত উঠে দাঁড়াল সে।

একটি শূন্য চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। ভোরের হাওয়া বেশ শীতল। ল্যারি কেঁপে উঠল শীতে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, অগণ্য তারা। দক্ষিণ প্যাসিফিকের দ্বীপগুলোর কথা মনে পড়ল তার। অনেক দূর থেকেই শোনা যেত সমুদ্রের গর্জন। সে ভাবতে চেষ্টা করল, কী উদ্দেশ্য নিয়ে তারা গিয়েছিল সেইসব দ্বীপে। ইতোমধ্যে তাকে এক দেয়ালের সামনের খুঁটির কাছে নিয়ে পেছন থেকে বেঁধে ফেলা হয়েছে তার দু'বাহু।

মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই সে দেখতে পেল, কয়েকজন ইউনিফর্ম-পরা লোক তার দিকে তাক করে অস্ত্র ধরে আছে। তার মাথায় তখন প্লেন চালানোর নানান অভিজ্ঞতা ঘুরপাক খাচ্ছে। হঠাৎ প্রবল যন্ত্রণাদায়ক এক ব্যথা বয়ে গেল তার সারা শরীর জুড়ে। সে অনুভব করল, খসে পড়ে যাচ্ছে তার শরীরের মাংস, ভেঙে যাচ্ছে হাড়-গোড়। কে যেন তাকে বলেছিল, তার চেয়েও ভাল পাইলট আছে একজন...খুব জানতে ইচ্ছে করছে তার, কে সে...

হঠাৎ সে মহাশূন্যের ভেতরে আবর্তিত হতে শুরু করল, সবকিছু অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ হয়ে গেল তার সামনে।

পাঁচটা তিরিশ মিনিটে, মৃত্যুদণ্ডের নির্ধারিত সময়ের আধঘণ্টা আগে, পায়ের আওয়াজ পেল নোয়েল। সে নিশ্চিত, কনস্ট্যান্টিন ডেমিরিস আসছেন তাকে দেখতে।

BanglaBook.org

এল জেলের প্রহরী। তার সঙ্গে মেডিক্যাল ব্যাগ হাতে একজন নার্স। নোয়েল তাদের পেছনে খুঁজল ডেমিরিসকে। করিডর ফাঁকা।

কয়েকজন লোক তাকে নিয়ে গেল লম্বা করিডর ধরে। সামনে দরজা খুলে গেল। তারা সবাই বেরিয়ে এল এক শীতল চত্বরে।

আকস্মিকভাবে বাবার কথা মনে পড়ল তার। মনে পড়ল, তিনি তাকে রাজকন্যা বলে ডাকতেন। বাবাকে খুব ভালবাসে সে। আচ্ছা, বাবার চেহারাটা কেমন? তার মনে পড়ছে না কিছুতেই।

বিষণ্নতাবোধ ঘিরে ধরল তাকে, যেন সে অতীব মূল্যবান কিছু হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু কেন সে মনে করতে পারছে না বাবার মুখ? গভীর মনঃসংযোগ করল সে, চেষ্টা করল অসংলগ্ন চিন্তাগুলোকে একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করতে। কিন্তু তার আগেই প্রচণ্ড গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার যন্ত্রণার ছুরি বিদ্ধ করল তার শরীর। মনের ভেতরটা চিৎকার করে উঠল তার। 'না! এখনও নয়! আমাকে আমার বাবার মুখ দেখতে দাও।'

কিন্তু তা চিরতরে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

উত্তরভাষ

একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা হেঁটে যাচ্ছে সমাধিস্থলের ভেতর দিয়ে। পথের দু'পাশের সাইপ্রিস গাছের ছায়া খেলা করছে তাদের মুখে।

সিস্টার টেরেসা বললেন, 'আপনার উদারতার জন্য আমরা যে কতটা কৃতজ্ঞ আপনার প্রতি, তা বলে বোঝাতে পারব না। আপনি না থাকলে কী যে হত আমাদের!'

কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস হাত দিয়ে তাঁকে নিরস্ত করার ভঙ্গিতে বললেন, 'এটা কিছুই নয়, সিস্টার।'

কিন্তু সিস্টার টেরেসা জানেন, ডেমিরিসের অকৃপণ সহায়তা না পেলে এই সন্ন্যাসিনী-আশ্রম বন্ধ হয়ে যেত কয়েক বছর আগেই। তার প্রতিদানে এখন তিনি একটা কিছু যে করতে পেরেছেন, তা নিশ্চয়ই ঈশ্বরের কল্যাণে। সেন্ট ডিয়োনাইসিয়াসকে তিনি আবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেই দুর্যোগময় ঝড়ের রাতে ডেমিরিসের আমেরিকান বান্ধবীকে লেকের জল থেকে উদ্ধার করার অনুমতি দেয়ার জন্য। তবে মেয়েটি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছে, বোধ হয়। তার আচার-আচরণ ঠিক শিশুর মত। তবে তার যত্ন নেয়া হবে। ডেমিরিস বলেছেন তাকে

BanglaBook.org

আমৃত্য এই আশ্রমের ভেতরে রাখতে। বলেছেন, বাইরের জগতের সংস্পর্শে যেন সে না আসে! কী মহৎ, কী দয়ালু ব্যক্তি ডেমিরিস!

সমাধিস্থলের শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছুলেন দু'জন। একটু দূরে নিচু জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েটি। সে স্থির তাকিয়ে আছে লেকের দিকে।

সিস্টার টেরেসা বললেন, 'আমি আপনাকে এখন ছেড়ে যাচ্ছি। আপনি কথা বলুন তার সঙ্গে।'

এগিয়ে গেলেন কন্‌স্ট্যান্টিন ডেমিরিস। 'গুড মর্নিং।'

ধীর গতিতে ঘুরে তাকাল সে তাঁর দিকে। শূন্য তার দৃষ্টি। পূর্ব-পরিচয়ের কোনও চিহ্ন ফুটে উঠল না তাতে।

'আমি আপনার জন্য একটা জিনিস এনেছি,' বললেন তিনি।

পকেট থেকে বের করলেন ছোট এক জুয়েলারি বক্স। সেদিকে তাকিয়ে রইল সে শিশুর মত। হাত বাড়িয়ে নিল বাক্সটি। ঢাকনি খুলে বের করল উড্ডয়নোন্মুখ পাখির সোনার তৈরি মূর্তি। সূর্যের উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ল সোনার ওপর, চুনির তৈরি চোখের ওপর। ছোট ছোট রঙধনু ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

'আপনার সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না,' ডেমিরিস বললেন। 'তবে দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনার ক্ষতি করবে না কেউ। অসৎ লোকেরা মরে গেছে।'

কথা বলার সময় ডেমিরিসের মনে হলো, এক ভগ্নাংশ মুহূর্তের জন্য তার চোখে বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি, আনন্দের ছটা ফুটে উঠেছিল বুঝি। কিন্তু মিলিয়ে গেল পর মুহূর্তেই। ভাবশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। হয়তো তা ছিল চোখের ভ্রান্তি। কিংবা সোনার পাখিতে প্রতিফলিত সূর্যের আলো পড়েছিল তার চোখে।

সে-কথাই ভাবছিলেন হাঁটতে হাঁটতে। সন্ন্যাসিনী-আশ্রমের বিশাল ফটক পেরিয়ে বাইরে বেরুলেন তিনি। একটা লিমুজিন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তাঁকে এথেন্সে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG